# नश जिश्रत

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

### প্রথম প্রকাশ বৈশাথ ১৩৭১

প্রকাশক
নীহাররঞ্জন রায়
কথাশিল্প
১৯ শ্রামাচরণ দে খ্রীট
কলিকাভা-১২

মূদ্রক নিরঞ্জন ভট্টাচায সর্বাণী প্রিণ্টার্স ১০/১/এ লক্ষী দভ লেন কলিকাতা-৩

**支持 51** 本1

## শ্রদ্ধেয় নাট্যকার শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী অগ্রন্ধপ্রতিমেষ্

હ

শ্রীমতী রত্না নন্দী স্থচরিতাস্থ

শেষ রাতের ভীষণ ঝডের ভিতর জাহা**জ** বন্দব ধরছে।

দীর্ঘদিন সমুদ্র পরিক্রমণের পর জাহাজ এবং জাহাজীরা লেগুনের মুখে বন্দরের আলো দেখতে পেল।

আর তুষার ঝড়ের জন্য জাহাজীরা রেনকোট গায়ে ভেকের উপর ছুটোছুটি করছে, ওরা দভিদভা ফেলে দিছে নিচে। জেটিবয় সেই সব দভিদভা অথব। হাসিলেব সাহাথ্যে জাহাজ বন্দবে বাঁধছে। মেজমালোমকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে না
—তিনি ঘু'হাত তুলে বিচিত্র এক ভঙ্গীতে ডেক-জাহাজীদের দভিদভা হাপিজ্ঞ অথবা হাড়িয়া করতে নির্দেশ দিছিলেন।

তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্টহোলে উ কি দিন। শেষরাতে জাহাজ বন্দর ধরছে, জাহাজ সেই কবে পূর্ব আফ্রিকাব উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমৃদ্রে ভেসেছিল, কবে কোন এক দীর্ঘ অতীতে যেন। তাবা বন্দর ফেলে শুধু সমৃদ্র এবং সমৃদ্রে ভাসমান দ্বীপ —বালির অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখেছে। ওবা সেই দ্বীপের ঝাউ গাছ এবং অপবিচিত গাছগাছ লি খে চীংকার করার সময় মনে কবত —জাহাজ বুঝি আব কোনদিন বন্দর ব না। শুধু সমৃদ্র, এবং নীল জল, নীল আকাশ আর হয়ত কচিং কে ধ ও সমৃদ্রের চিড়িয়াপাথী —দ্বে কখনও ডালফিনের ঝাকে । পাঁচ নার সাবের মনে হত জাহাজ ওদের নিয়ে অন্তহীন এক সমৃদ্রে যাত্রা বরেছে। কে বন্দরে কোনদিন পোঁছাতে পারবে না, জাহাজ ওদের সঙ্গে ভুঞ্কত। নির্ছে

স্থতরাং এই ত্যার ঝড়ের ভিতরও জাহাজীদের প্রাণে উল্লানের মন্ত ছিল না। মেজমালোম প্রায় ছুটে ছুটে কাজ করতে জাহাজীদের উৎসাহ দিছিত্যাল সামনে পাহাড়, আলো, মাটি এবং মান্ত্রের বসতি। ওথানে কোণেও রণ্ট্রির। গৃহ আছে। মেজমালোম উত্তেজনার রা রাকরে প্রান গাইতে বিলা ওভাব ছুবার ঝড়ের জন্য ওঁর কঠ ভর্মর কঠিন মনে হচ্ছিল আধি তুযাব ঝালুবেচপ কুড়ে

পোর্ট হোল বন্ধ। কাঁচের ভেতর থেকে এখন অন্যান্য জাহাজীরা বন্ধর দেখছে।
বন্ধরটা ছোট অথচ থ্ব মন্থা মনে হচ্ছিল। ক্রমশ আলো ফুটছে, ক্রমশ তুষার
ঝড় কমে আসছিল। আর এক এক করে সব আলো, পথের এবং জেটীর এক
সময় নিবে থেতে থাকল। দ্রের গীর্জায় তখন ঘণ্টা বাজছে, তখন জাহাজীরা
সকলে ডেকের উপর উঠে এল এবং সকলে রেলিঙে ঝুঁকে পড়ছে। আবেগে
উত্তেজনায় জাহাজীরা বন্ধরের সকল ঘাস মাটি ফুলকে ভালবাসার কথা জানাল।

বন্দরের প্রথম দিন এবং রবিবার। জাহাজীদের ছুটির দিন। ওরা হই হই করে আকাশ পরিকার হলেই নেমে যাবে। শুধু তুষার ঝড়ের জন্য ওরা বিরক্ত। জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্ট হোলে বারংবার হাত রেথে ঝড়ের সঙ্গে তুষারকণা পর্যথ করছিল। মনে হচ্ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্র থেকে উঠে আসা ঠাপ্তা বাতাস ক্রমণ কমে যাবে, যেন ওর ইচ্ছা এই ঠাপ্তা বাতাস পেমে গেলেই সে তার প্রিয় তামাকের পাইপটি ম্থে পুরে যুবতী সন্ধানে বন্দরে বের হয়ে পড়বে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ আয়নায় মৃথ দেখল। ভয়কর ম্থ অবনীভূষণের, কালো নিগ্রো-ম্বাভ চেহারা। চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু —জাহাজে অবনীভূষণকে বাঙ্গালী বলে চেনাই যায় না। অবনীভূষণ শক্ত মাহুষ, অবনীভূষণ কালা আর অবনীভূষণের জন্ম দিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে। অবনীভূষণ মাকে দেখেছে, বাবাকে দেখে নি। 'অবনীভূষণ জারজ'—আয়নায় মৃথ দেখার সময় পাঁচ নম্বর সাব কথাটা আয়নার প্রতিবিশ্বকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করল। এত দীর্ঘ ঝজু চেহারা অবনীভূষণের, আর এত বড় চোথ এবং মুখ অবনীভূষণের আর আর এত লন্ধা থাবা অবনীভূষণের যে যুবতীরা কোন বন্দরেই অবনীভূষণকে পছন্দ করে না।

ভেকে সামান্য কাজ অবনীভূষণের। ফরোয়ার্ড-ভেকে হু নম্বর মার্পের নীচে উইন্চ মেসিনের লিভার প্লেট আলা হয়ে গেছে —ওটা সারতে হবে। রবিবার তব ওকে এই সামান্য কাজটুকু করতে হবে। বয়লার স্থাট পরে অবনীভূষণ ডেকে বের হয়ে গেল। চারিদিকে পাহাড়। তুষার ঝড় কমে গেছে বলে আকাশ পরিচ্ছন, লেগুনের জল সামান্য সব্জ রঙের, আর দ্রে দ্রে সব পাহাড় ক্রমণ উপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের কোলে সব পরিচ্ছন্ন লাল নীল কাঠের রঙবেরঙের বাড়ি, ত বড় বড় প্রাসাদ এবং ঠিমে সেতুর অন্য পারে বড় বড় কিছু স্বাইজ্যাপার। র্থ পারেই শহর্ম ঠিক লৌহ আকরিকের গুলামধানার বিপন্নীত দিকের নীতে অবনীভূষণ মান্তবের ভিড় দেবল। স্বর্ধ আলো দিছে সামান্ত

—খূব নিশ্রভ এই আলো, কোন উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। অবনীভূষণ লেদার জ্যাকেটের ভিতরেও হু হু করে শীতে কাঁপছিল—সামান্য উত্তাপের জন্ত পাঁচ নম্বরকে খুব ছঃখিত মনে হচ্ছে।

অবনীভূষণ হাতের কাজ খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলল। তাড়াতাড়ি মধ্যাহের আহার শেষ করে নিজের বাংকে গুয়ে প্রতিদিনের অভ্যাসমত কিছু নগ্ন ছবির উপর চোথ রাথতেই শুনতে পেল এলওয়েতে কে বা কারা যেন পায়চারি করছে। মেজমালোমের গলার স্বর পাওয়া যাচ্ছে। তিনি খুব জ্রুত এবং জোরে হাসছেন। বোধ হয় খুব স্কাল স্কাল তিনি যুবতী সন্ধানের জন্ম বের হয়ে পড়ছেন। অবনী-ভূষণেরও ইচ্ছা হচ্ছিল ঠিক এই সময়ে, যখন পোর্টলোল দিয়ে অহা তীরে তিমি শিকারের জাহাজ ভিড়তে দেখা যাচ্ছে, যখন দূরে কোথাও এক তৈলবাহী জাহাজ বাঁধা হচ্ছিল, যখন আর কিছু হাতের সামনে করণীয় নেই অথবা 'ট্যানি টরেন্টে?' 'ট্যানি টরেন্টো' এই এক বিশ্রী শব্দ কানের কাছে ক্রমাগত বেব্দে যাচ্ছে তথন মেজমালোমের মত টিউলিপ গাছের নীচে যুবতী সন্ধানে বের হয়ে পড়াই ভাল। এত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবনীভূষণ জাহাজ থেকে সকাল সকাল নেমে যেতে পারল না। সে রাতের জ্বন্ত অপেক্ষা করল। কারণ দিনের বেলায় এই চেহারা বড় ভয়ন্বর। রাতের বেলায় অস্পষ্ট অন্ধকারে অথবা নিয়ন আলোর ভিতর, ফেল্ট ক্যাপের ভিতর আর বুহং ওভার কোটের জন্ম সামান্ত মান্তবের মত মনে হয় ওকে। স্থতরাং হাত পা শক্ত করে সে বাংকেই পড়ে থাকল। শরীরের ভিতর ভয়ন্বর কট্ট এবং উত্তেজনা। বন্দরে এলেই কট্টটা বাড়ে। বন্দর ধরলেই এই সব জাহাজীরা অমান্তবের মত চোখ মুখ করে ঘোরা ফেরা করতে থাকে---কি যেন এক সোনার আপেল ওদের হারিয়ে গেছে—সেই আপেলের জন্য, সেই সোনার হরিণের জন্য ওরা সব সময় মাটি পেলেই ক্রুত ছুটতে চায়। অবনীভূষণ ক্রত ছুটতে চাইল।

সন্ধ্যার সময় জাহাজের স্টাবোর্ডসাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে গেল সে। সেখানে প্রিয় বন্ধু ডেক-এপ্রেল্টিস উইলিয়াম উড থাকেন। সে দরজায় কড়। নেড়ে ভিতরে চুকে বলল, একি তুমি এখনও চুপচাপ বসে রয়েছ! বের হবে না ং

উড বলল, ভয়ন্বর ঠাণ্ডা।

শ্বনীভূষণ বলল, অন্তত সিম্যান মিশানে চল। সেথানে জুটে যেতে পারে।
ু স্থতরাং ওরা উভয়ে সাজগোজ করে বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভার
কোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ন্বর বড় বেচপ জুটো

পারে অবনীভূষণ গ্যাঙওরে ধরে নেমে গেশ। আর নেমে ধাবার মুখেই দেখল মেজ মালোম বন্দর থেকে কিরছে। মেজমালোম বেশ স্থান্দরী এক যুবতীকে (বয়সে চল্লিশের মুখোমুখি) নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন, ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালী রাউজের উপর কারের লম্বা মত কোট গায়ে৽৽৽৽। ওর কোমরে মেজমালোমের হাত। যেন চুরি করে তিনি এক যুবতীকে জাহাজে নিয়ে যাচ্ছেন। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠাগুা বাতাস উঠে আসছে। তীক্ষ্ণ শীতের ভিতর এই সামান্ত উত্তাপটুকু অবনীভূষণকে অন্থির করে তুলল। মেজমালোমকে সে 'গুড-ইভনিং সেকেগু' বলতে পর্যন্ত ভূলে গেল। সে অন্তমনস্কভাবে হাঁটছে। জ্যেটির উপর দিয়ে ক্রেনের নীচে লম্বা লম্বা পা ফেলে উডের সঙ্গে হাঁটছে।

শীতের প্রথম। গাছের সব পাতা ঝরে গেছে, আর কিছু দিন গেলে এথানে হয়ত তুষার পাত হবে। অথবা তুষার পড়ার আগে শীত মাটিতে শেষ কামড় বসাচ্ছে। বাগানের আপেল গাছগুলোকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল, চেরীফলের গাছগুলো মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সব অপরিচিত গাছগাছালির ভিতর চুকে যাছে। গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে বলে কোন গাছই চেনা যাছে না, ওরা বুদ্ধ পপ্লার হতে পারে, পাইন হতে পারে এমন কি বার্চ গাছও হতে পারে: এই শীতে পথের হু'পাশে কাঠের বাড়ি এবং লাল নীল রঙের শাসির জানাল এবং বড় বড় কাঁচের জানালার ভিতর পরিবাবের যুবক-যুবতীদের মুং, একর্ডিয়ানের স্বর, গ্রাম্য কোন লোকসঙ্গীত অবনীভূষণকে ক্রমণ উত্তেজিত করছে ! **ইতন্তত হু পাশে** বার এবং পাব্-এর পর সেই বড় কানি ভাল। সদর দরজার উপর একটা লোক হাঙরের মুখোশ পরে বসে নানা ভাবে জাহাজীদের প্রলুম করতে চাইছে। ওরা কানি ভালে ঢুকল ন।। ওরা ক্রমশ পাহাড়ের উতরাইয়ে নেমে ষাচ্ছে। আর ওরা দেখল, হরেক রকমের রমণীরা মূখে ফুঁ দিতে দিতে চলে ষাচ্ছে—স্থানীয় কোন উৎসব হবে হয়ত —মেয়েরা মাখায় কমাল বেঁধে শহরের বড় কবরথানার দিকে হাঁটছে। অবনীভূষণের এ-স্ময় ইচ্ছা হচ্ছিল ওর বড় থাবা দিয়ে ঠিক ছোট্ট পাখী ধরার মত কোন যুবতীকে ওভারকোটের পকেটে লুকিয়ে ফেলতে।

ভোরের তুষার ঝড়ের চিহ্ন এখনও এই সব পাহাড়ে এবং ছবির মত বাড়ি-গুলোর মাধায় লেগে আছে। কোথাও দেশল, কাঁচের ঘরে স্থানরী যুবতী পিয়ানো বাজাচ্ছে, আর তু পাশে হরেক রকমের দৃশ্য এবং অবনীভূষণ এখন উন্মাদ —সে হনো হয়ে যুবতী সন্ধান করছে। এই সব জাহাজীদের আনন্দ দানের জ্না ভিন্ন

ভিন্ন অশালীন পোশাকে নানা বয়সের যুবতীরা বোরাফেরা করছে। ওরা এক এক করে সকলে নাচের আসরে নেমে পডছে। স্টেব্রের উপর একদল লোক কালো পোশাক পরে ব্যাও বাজাচ্ছে। ইনল পাথীর মত মুখওয়ালা বাঁলির শব্দ বীভৎস এবং উৎকট মনে হচ্ছিল। পাশের কাউন্টার কাঁচ দিরে যোড়া —সেংানে মেয়েরা মদ বিক্রি করছে। জাহাজীরা কিউ দিয়ে মদ গিলছিল। অবনীভ্ৰণ এবং উভ উভয়ে মদ থেল এক প্লাস করে। ওদের পার্টনার নেই, বিশেষ করে ব্দবনীভূষণ এই সব নাচ এত দিনেও রপ্ত করতে পারে নি। স্মৃতরাং অবনীভূষণ আর এক মাস মদ নিয়ে পাশের সোফাতে বসে মাংসের পুরের সঙ্গে মদটক খেষে **रक्नन।** वाकि मारमित शूत्रहेकू रम रहरथ रहरथ रहरहे रहरहे था छिन आत तम्भीता এই যে নেচে চলেছে, এই যে স্থন্দর শরীর এবং উটের মত মুখটি তুলে নেচে বেড়াচ্ছে এই যে রমণীরা ঘোড়ার মত পা ফেলে এক ছুই করে দামনে পিছনে, পিছনে সামনে - থাচ্ছে আসছে—তা দেখে অস্থ্রে হয়ে পড়ছিল। ফলে অবনীভূষণ ল্যালা ক্যালার মত চারিদিকে তাকাচ্ছিল। তারপর দে সংসা আবিষ্কারের মত দেখে ফেলল এই স্থন্দরী যুবতী যেখানে মদের কাউণ্টার ঠিক তার বিপরীত দিকের টেবিলে বসে উল বুনছে। অবনীভূষণ লেঞ্চ নীচু করে চুপি চুপি উডের হাত ধরে ওদের দিকে গিয়ে সরে বসল। তারপর চোথম্খ টান টান করে বলল, গুড ইভিনিং ম্যাডাম এবং পাশে বসে পরিচিত গ্রার ভশীতে বলল, এম/ভি সিটি অফ গ্লাসগো। সে তার জাহাজের নাম বলল "দের।

মেয়ে হজন ওকে স্বাগত জানালে সে কাউণ্টারে আবার মধের অর্ডার দিয়ে বলল, ছবির মত এই শহর। মেয়ে হজনকে ভিন্ন ভিন্ন অলীক স্বপ্লের কথা বলে অথবা সমুদ্রের গল্প বলে ভেঞাতে চাইল।

অবনীভূষণ দামী সিগারেট বের করে ওদের একটি করে প্রথম । দতেই ওরা এসে ওর ঘাড়ের উপর পড়ার মত ভান করল—সো নাইস! কোন অদৌকিক ঘটনার মত অবনীভূষণের সিগার কেস; সিগারেট কেসটা ঘূরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওরা।

অবনীভ্ষণ চূল-সোনা মেয়েটিকে বলল, ইউ লাইক ইট ? বলে সে ওর সম্মতির অপেক্ষা করল না; সে চূল-সোনা মেয়ের হাতে যৌতুকের মত সিগারেট কেস তুলে ধরার সময়ই কাঁচের জানালায় মুখ বার করে পাহাড়ের উতরাইয়ের ভিন্ন জিল্ল আলো দেখল। আকাশ পরিচ্ছন বলে, পথঘাট শুকনো বলে পার্কের টেবিল বেঞ্চে এখন সব যুবক-যুবতীরা বসে নিশ্চয়ই গল্প করছে। অবনীভ্ষণ এবার উত্তের দিকে তাকাল, উভ তক্ময় হয়ে নাচ দেখছে। সে অবনীভূষণ অথবা চূল-সোনা মেয়েকে লক্ষ্য করছে না। স্থতরাং অবনীভূষণ উভকে কছুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে বলল, চল এবার উঠি। প্রায় ঠিক করে এনেছি।

এবার অবনীভূষণ যুবতী তৃজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, চলুন অন্য কোথাও। যুবতী তৃজন পরস্পর মৃথ দেখল। তথন ব্যাও বাজছে উঁচু পদায়, তথন সার্কাসের ঘোড়ার মত পা ফেলে এই নাচের ভিতরই কেউ কেউ বেলেল্লাপনা করছিল। নাচতে নাচতে কোন এক ফাকে দেয়ালের পাশে অথবা সামান্য অন্ধনরের ভিতর পরস্পর পরস্পরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সব ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ছবি। অবনীভূষণ কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছে না। যুবতীরা সব উটের মত মৃথ তুলে কেবল চুমু থাচ্ছে, কেবল সার্কাসের ঘোড়ার মত পা মুড়ে বসে পড়তে চাইছে।

অবনীভূষণ বলল, চলুন কোখাও। অবনীভূষণ চূল-সোনা মেয়ের হাতে নরম চাপ দিল।

ব্যাপ্ত বাঙ্গছে, হরদম বাঙ্গছে। সামনের কাউণ্টারে ফের ছু-একজন করে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছে। ওরা কেউ কেউ মাধার টুর্গি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর সাগরে ওরা গভিণী তিমি শিকার করতে গিয়ে ছজ্জন নাবিককে হারিয়েছে, এমন গল্পও করল। ওরা গল্প করার সময় পাশের হিটার থেকে উত্তাপ নিচ্ছিল এবং গভিণী তিমির প্রসব সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রিসিকতা করছিল।

ভিড় কাঁচঘরে ক্রমশ বাড়ছে। মিশানের ডান দিকে মস্থা ঘাসের চত্বর এবং মৃত বৃক্ষের মত কিছু পাইন গাছ — তার নীচে বড় বড় টেবিল আর কাঁক। মাঠে হেই উচু লম্বা এক হারপুনার হোঁটে হোঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাঁচঘর অতিক্রম করে কাউন্টারের সামনের লোকটির সঙ্গে ক্ষিস করে কি বলছে। অবনীভূধণ সব লক্ষ্য করছিল। আগের দলটা এতক্ষণ হইচই করছিল মদ খেডে খেতে, কিছু হেই উচু লম্বা হারপুনারকে দেখে ওরা শিশু-সম্ভানের মত হয়ে গেল। আর তখন কে বা কারা যেন সেই যুবতী হুটিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা গলায় বড় রান্তার হোঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছে—ট্যানি টরেন্টো…ট্যানি টরেন্টো …আমাদের বন্ধুবর হারপুনার এবার উত্তর সাগর খেকে গর্ভিণী তিমি শিকার করে ক্রিছে।

উঁচু লম্বা লোকটার টেবিলে সকলে এক এক করে গোল হয়ে বলে গেল।
েনেই মুবজী ত্বজন পর্যস্ত উঠে যেতে চাইল। অবনীভূবণ কিছুভেই আর ছির

খাকতে পারছে না। সে এবার বিজ্ঞপ করে বলতে চাইল হাঁগো সভীর দল ···তোমরা আমাদের কেলে চলে যাচ্ছ! সে বিরক্ত হয়ে এবার উভকে বলল, উভ তুমি ত বলতে পার ব্ঝিয়ে। তোমার স্থন্দর মুখ দেখে··।

উত্তের কথা যুবতী হজ্জন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শুনল। ওরা চুল ঘাড়ে ফেলে উলের কাঁটা ব্যাগের ভিতর ভরে সেই চৌকোমুখ এবং গামবৃট-পরা ভদ্রলোক—যে গর্ভিণী তিমি শিকার করে এইমাত্র উত্তর সাগর থেকে ফিরছে —তার টেবিলের দিকে হাঁটতে থাকল। অবনীভূষণ মদ থেয়েছে। ওর শরীর সামান্য টলছিল। অবনীভূষণের ভিতরে ভিতরে এক অপরিসীম তৃষ্ণা —সে পাগলের মত চুল-সোনা মেয়ের হাত ধরে ফেলল। কারণ সে যেন সেই চৌকোমুখ হারপুনার, মাধায় যার হাঙরের হাড়ের টুপি, যে বিশ্রী এবং যে ওখানে বসে কটু গদ্ধের তামাক টানছে, যার চেহারা দেখলে মনে হয় মেয়েমায়ুষ সামান্য বস্তু—তার দৃষ্টি একবারেই সহ্ম করতে পারছিল না। সে রাগে তৃঃথে চুল-সোনা মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইলে —হারপুনার ব্যক্তিটি ও তার দলবল লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার সামনে পথ আগলে দিলে। অবনীভূষণ ফিপ্ত এক জানোয়ারের মত ওদের বিরুদ্ধে গর গর করে উঠল। মনে হল পরে সেই দলবল অবনীভূষণকে এলোপাথাভি মেরে গেছে।

বাইরে সাদা আলোর ভিতর নাক মৃছতে গিয়ে অবনীভূষণ দেশল সামান্য রক্ত নাকের ডগায় জ্মাট বেঁধে আছে। ভিতরে তখন সেই যুবভী হারপুনারের সঙ্গে রসিকতা করছিল এবং হাসছিল। কাঁচের ভিভরে সব স্পষ্ট। স্থতরাং অবনীভূষণ আর সহু করতে পারছে না। সে কের দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলে উড হাত চেপে ধরে বলল, অবনী তুমি বেশ জোরে হারপুনারকে মেরেছ। লোকটা পেটে লাখি খেয়ে ছমড়ি খেয়ে পড়েছে। লোকটা গল গল করে মদ বমি করছে।

অবনীভূষণের ঝুট ঝামেলা করার আর ইচ্ছা থাকল না। এবং এখানে আর 
যুবতী অহুসন্ধান করা নিরর্থক ভেবে ওরা পাহাড়ের গায়ে গায়ে অথবা সেতুর
ছুই পাশে, লোহালক্কড়ের কারখানার দেওয়ালের ছায়ায় এবং যেখানে সব তিমি
মাছের চর্বি সংরক্ষণ করার জন্য বড় বড় পিপের সারি সেইসব অঞ্চলে খুরতে
খুরতে একসময় শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলে এসে গেল।

অবনীভূষণ চড়াই-উতরাইয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সমন্ব উভকে উদ্দেশ্য করে বলন, আৰু এই শীতে সতীর দল গেল কোণায় ? তথন উড সহসা আবিষ্ণারের ভন্নীতে বলল, ঐ দেখ অবনী, লাইট-পোস্টের নীচে যেন গুজন মেয়ে শিস দিচ্ছে। ব'লে উড দ্রের লাইট-পোস্টের দিকে হাত তুলে নির্দেশ করল।

ष्यवनीष्ठ्रव वनन, हन छद !

শীতের রাত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবনীভ্যণের মনে হল ওরা শীতে জমে যাবে ক্রমশ। মনে হল ওরা যুবতী চুজনকে বেশী দূর আর অঞ্সরণ করতে পারবে না। অথবা মেয়ে চুজন এই শীতের রাতে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। পথের ডিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, দূরে দূরে দ্বে সব পুলিসের বুটের শব্দ এবং টিলি বাসের আলো আর পথে পড়ছে না, শহর ক্রমশ যেন নির্জন নিঃসঙ্গ হয়ে আসছে। উভ পর্যন্ত আর জোরে হাঁটতে পারছিল না।

একসময় ওরা এবং যুবতী হজন শো-কেসের সামনে ম্থোম্থি পড়ে যেতেই উড ঝুঁকে বলল, আন্তানা কভদূর ?

হুজন বলল, সরি। বোধহয় অবনীভূষণের লম্বা চেহারা এবং হাতের বড় বড় থাবা, ওদের আতন্ধিত করেছে।

অবনীভূষণ বলল, সামান্য সময়।

যুবতীরা শক্ত হয়ে গেল। বলল, না। ওরা বরং উডকে সঙ্গে নিতে চাইল। উদ্ভ বলল, আমরা তুজন, একা যেতে পারি না।

অবনীভূষণ এবার মরীয়া হয়ে বলল—মেয়ে, এই লম্বা কোটের পকেটে করে
নিয়ে যাব তবে—কেউ টেরটি পাবে না। তারপর অবনীভূষণ চারিদিকে তাকাল
যেন যথার্থ ই সে এই তুই যুবতীকে তুই পুতুলের মত পকেটে পুরে শহর ত্যাগ করে
চলে যাবে।

এবার যথার্থ ই ভয় পেয়ে গেল ওরা। তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় পড়ার জন্য ছোট এই সরু গলি অতিক্রম করে নেমে যেতে চাইলো। পথ আগলে অবনীভূষণ তার ছই হাতের বড় থাবা দেখাল।—সে হাত ছটো অঞ্জলির মত করে রাখল— ভূষণার জল আর কে দেবে? সে যেন বলতে চাইল কথাটা। এবং সে এই নিঃসঙ্গ রাতের আঁধারে উচ্চন্থরে সেই ট্যানি টরেন্টো ট্যানি টরেন্টো শব্দের মত চীৎকার করে নগরীর হুর্ভেগ্য অন্ধকারকে বলতে চাইল, হায় অবনীভূষণ এই ভূষণার জল তোমাকে আর কে দেবে!

তারপর অবনীভূষণ সেই যুবতী ফুজনকে উদ্দেশ্ত করে যেন বলল, আমি ভোমাদের সব দেব, ভোমরা আমাকে সামান্য স্পর্শ দাও। সামান্য উত্তাপ দাও। ওরা উত্তর করণ না। বড় রান্তার উচ্ছেল আলোর নীচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাছে। আর অবনীভূষণ শুনতে পেল সেই আগের মত দ্রে কেবল কারা যেন হেঁকে যাছে—ট্যানি টরেণ্টো——ট্যানি টরেণ্টো——উত্তর সাগর থেকে এক হারপুনার এক গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরেছে। অবনীভূষণ হুর্গের পাশে পাশে হেঁটে গেল। সর্বত্র যেন সেই একই ট্যানি টরেণ্টো ট্যানি টরেণ্টো শব্দ। সে হু কান চেপে শীতের ঠাগুায় ট্যাক্সির ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে চুকে গেল এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে নিজের জাহাজের নাম, ডকের নাম বলে শরীর এলিয়ে দিল। মনে হছিল হাতে পায়ে বড় ব্যথা, সে ঘাড় নাডতে পায়ছে না—পরাজ্বিত এক সৈনিকের মত আত্মগ্রানিতে ডুবে গেল।

গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন পাঁচ নম্বর সাব এবং ডেক এপ্রেন্টিস উড হামাগুড়ি দিতে দিতে সিঁড়ি ভাঙছে। ওরা ফেরার পথে প্রচুর মদ গিলেছে; ওরা সিঁড়ি ধরে সোজা হেঁটে আসতে সাহস্ব পাছে না। ইতরাং কোয়ার্টার মাস্টার এক এক করে ওদের ঘূজনকে উঠে আসতে সাহায্য করলেন।

উড স্টার্বোর্ড সাইডের কেবিনগুলোর দিকে হে টে হে টে চলে গেল।

অবনীভূষণ বালকেডে ভর করে নিজের কেবিনের দিকে হাঁটতে থাকল।
ন্তিমিত আলো এলওয়েতে। সে বড় মিস্ত্রি এবং মেজ মিস্ত্রির কেবিন পিছনে ফেলে যেতেই মনে হল পায়ের সঙ্গে কি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে। সে যত পা আলগা করতে চাইছে তত পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। সে এবার স্থের পায়ের নীচে হাত দিয়ে দেখল একটা কালো রঙের গাউন। সে আলোর ভিতর নাকের কাছে সেটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ আলগা করে ছাণ নেবার সময় দেখল সামনে মেজ মালোমের কেবিন, কেবিনের দরজা খোলা, মেজ মালোম বাংকে উপুড় হয়ে মৃতবৎ পড়ে আছেন। ঘরে সেই বিকেলের যুবতী নেই। মেজ মালোমে এক হাতে কোন রকমে প্যাণ্টটা কোমর পর্যন্ত তুলে রেখে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছেন। অবনীভূষণ বলল, শালা মদ খেয়েছে। বলে, গাউনটা দরজা দিয়ে মেজ মালোমের ম্থের ওপর কেলে দিল। মেজ মালোমের এখন মুখ ঢাকা এবং শরীর প্রায় উলঙ্গে। সে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল মেজ মালোমের কেবিন। ভারপর এন্জিন ঘরের সিঁড়ির মুখে নিজের কেবিনের দরজা খুলতে গিয়ে মনে হল ভিতর খেকে কে যেন বন্ধ করে রেখেছে। সে রাগে ভূথে অপমানে দরজার উপর ভীষণ জোরে লাখি মারল। দরজা খুলছে না। সে ভার অবসর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার

দরজার উপর হমড়ি থেরে পড়ল। রে বলল, বাস্টার্ড। সে গাল দিল, সোয়াইন। সে তারপর বাংলা ভাষায় থিন্তি করে ভিতরে ঢুকে বিশ্বিত—সে চোধ গোল গোল করে দেখল, সেই বিকেলের যুবতী ওর বাংকে আশ্রম নিয়েছে। এবং অসহায় বালিকার মত চোধ। যুবতীকে এখন বুনো কাকের মত শীর্ণ মনে হচ্ছে অথবা গর্ভিণী শালিখের মত রেঁায়া-ওঠা। প্রথম সে কী করবে ভেবে গেল না। তারপর বিশ্বয়ের ঘোর কেটে গেলে সে বলল, কি গো একেবারে বাদের মুখে!

যুবতী কিছু বলল না। চোধে মুখে ভয়ের এতটুকু চিহ্ন নেই। যেন এক্ষেত্রে কিছু করণীয় নেই, সব হয়ে গেছে, হয়ে যাবে ভাব। ঝড় এবং জীবনের আর্তনাদ কোথাও থেমে থাকছে না। যুবতী তবু ধীরে ধীরে বাংক ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল। বলল, সরি মিষ্টার। সে তার শীর্ণ হাত বালিশের উপর রেখে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল।

অবনীভূষণ যুবতীটিকে পড়ে যেতে দেখেই ব্রাল—সেই বিকেল থেকে বাঁদরের হাড় চুষে চুষে যুবতীর এক কঠিন অস্বথ, এক কঠিন স্থবির অস্বথ—যা এতক্ষণ অবনীভূষণকে এই শহরময়, নগরময় এবং ত্রুভে অন্ধকারে বারংবার ঘূরিয়ে মারছে—। অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি যুবতীকে ধরে ফেলল। না হলে বাংক থেকে যেন পড়ে যেত মেয়েটি, হাত পা কেটে মাথায় আঘাত লাগতে পারত। যুবতীর পড়ে যাবার মুথে কম্বলটা শরীর থেকে সরে গিয়েছিল। অবনীভূষণ দেখল আঁচড়ে কামড়ে যুবতীর শরীর মেজ মালোম ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। লক্ষানিবারণের জন্ম অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি কের কম্বলটা শরীরে তুলে দিল এবং ওয়ে পড়তে বলে ঘড়িতে সময় দেখল—একটা বেজে গেছে, এখন ওকে সামান্য ভাষাৰা করলে সামান্য সময়ের জন্য এই বন্দর ভভ-বার্তা বহন করবে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ দরজা ভেজিয়ে চীফ কুকের গ্যালী পর্যন্ত হেঁটে গেল। নেশার বাের কি করে যেন একেবারে কেটে গেছে এবং ভিতরের সব ত্বংপ ক্রমণ নিরাময় 'ইছিল। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। সে গরম জন করে মুবতীর শরীর ভাল করে ধুয়ে সামান্য শুক্রার পর বলল, আমার জন্য সামান্য শ্বার আছে। ইক্রা করলে আমরা তুজনে ভাগ করে থেতে পারি।

যুবতী কট করে হাসল। আপনি আমাকে বরং একটু সাহায্য করুন। অবনীভূষণ বলল, কি করতে হবে ?

—সেকেণ্ড অফিসারের ঘর থেকে দরা করে আমার পোশাকটা এনে দিন। অবনীভূষণ মেজ মালোমের ঘর থেকে পোশাকটা এনে দিলে মেরেটি বলল আমাকে দয়া করে বন্দরে নামিয়ে দিন। একটা ট্যাক্সি ভেকে দিলে ধরে চলে যেতে পারব।

- —বেশ চলুন। বলে তুলে ধরতেই মনে হল যুবতীর মাথা ঘুরে গেছে। সে বসে পড়ল।
- —আপনি বন্দরের রাস্তাটুকু হেঁটে পার হতে পারবেন না। বরং এখানেই রাডটা কাটিয়ে দিন।
- —আমার ভয় করছে মিষ্টার, সে আবার আসতে পারে। অত্যন্ত কাতর চোখে অবনীভূষণের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।
  - —আপনি ঘুমোন, আমি বরং দরজায় পাহারা দিচ্ছি।

যুবতী আর কথা বলতে পারল না। চোখ জলে ভার হয়ে গেছে।

আর অবনীভ্রণের মনে হল দীর্ঘ দিন পর সে এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছে। সে বলল, আমি বাইরে বসে থাকছি, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন—বলে অবনীভ্রণ দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়য়র ঠাগুার ভিতর পা মুড়ে বসে থাকল এবং জেগে জেগে এক বিশায়কর স্বপ্ন দেখল—দ্বীপের স্বপ্ন, বড় এক বাতিষর দ্বীপে—সব বড় বড় জাহাজ সম্দ্রশামী। অবনীভ্রণ নিঃশন্দে হাটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল—তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মাণিক, খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই। স্কুতরাং সে উঠল না এবং এই ছঃখকর রাত্রি জীবনের প্রথম আলোর পথ বলে মনে হল অবনীভ্রণের।

সমৃত্রে বৃষ্টি পড়ছে। প্রথমে ইলশে-শুঁড়ি, তারপরে জোরে। জোরে বৃষ্টি নামল।
মাস্তবের গা বেয়ে বৃষ্টি ডেক ভিজ্ঞাল। এখন ফল্লা ভিজ্ঞছে। গ্যালীর ছাদ থেকে
ব্রিজের ছাদ, চার্টকমের ছাদ সব ভিজ্ঞছে। কুয়াসা-ঘন ভাব বৃষ্টির। সেলিম
ফ্যোকসালে কাসছে। বৃষ্টি, সমৃত্র এবং জাহাজ সেলিমের বৃকের যন্ত্রণায় কাতর
হল না। বৃষ্টি পড়ছে—পড়ছে। সমৃত্রে তরঙ্গ। জাহাজ নীল জলে নোনা
রঙে গাঁতার কাটছে। সেলিম শরীরে কম্বল জড়ালে তথন। ফোকসাল যথন
থালি, বাংকে যখন কেউ নেই, জাহাজীরা যখন ডেকে দড়িদড়া টানছে তথন
কম্বলের নীচে শুয়ে বিড়ি ধরানো যাক। সে বিড়ি ধরালো এবং কম্বলের নীচে
বিড়ির খোঁরাকে ফুঁ দিয়ে চুকিয়ে দিল। তারপর কম্বলটা দিয়ে গোটা খোঁয়াকে
চেপে ধরে দরজার দিকে তাকাল। কেউ নেই। কেউ সিঁড়ি ধরে নামছে না।
সে নিশ্চিম্ভ হল। অথচ পোর্টহোলের কাঁচে সমৃত্র এবং আকাশের প্রতিবিম্ব।
মেলিম সে কাঁচে নিজের প্রতিবিম্বও দেখল। চোথ-তৃটো ওর পালক ওঠা
মুরগীর মতো। চোথ-তৃটো পোর্টহোলের কাঁচে আকাশ এবং সমৃত্রের মতো নীল
হতে পারেনি। সাদাটে অথবা বরক্ষ-ঘরের চার-পাঁচ মাসের বাসি গোন্ডের

তুপুর থেকে শুনে আসছে—উপকৃল দেখা যাচছে। সকলে ডেক-এ চীৎকার করছে—কিনারা দেখা যাচছে। সকলে উপরে হল্লা করছে। সেলিম কোনরকমে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছিল, সেও মাটি দেখনে, মাটি দেখে উত্তেজিত হবে, কিন্তু সিঁড়ির মুখেই সারেঙের ধমক, কোথার যাচছ মিঞা! মরণের দাওয়াই কানে বাধতে চাও। সেলিম ভয়েকের কোকসালে নেমে এসেছিল। সে বাংকে শুরে সব যেন ধরতে পারছে—যেন কিছু সমুস্রপাধী ক্ষায় বসে ভিজ্জে। পাণীরা ক্ষায় একদা বসতের মতো আশ্রম নিয়েছে। উপকৃল দেখে অথবা বীপ দেখে

ওর! উভ্ছে। এমত ভেবে সেলিম কাসল। সমুদ্রপাধীরা হয়ত এতক্ষণে উড়েগছে। ওর জানার ইচ্ছা হল ওরা আকাশে উড়ছে, না দ্বীপের পাশাপাশি কোথাও উড়ছে। আর কেন জানি এই সময় বারবার ওর বিবির কথা মনে হচ্ছে। বিবির মুখে সুখের ইচ্ছা, সথের ইচ্ছা। সেলিমের শরীরে যন্ত্রণা, বুকে যন্ত্রণা। সে যেন বলতে চাইল—এবার আমরা ফিরব, বিবি। ছোট ঘরে তুই তোর খসমের মুখ দেখবি। জাহাজ এবং সমুদ্র উভয়ই আমাদের বিনাশ করতে পারেনি। আমি ফিরব, ফিরব। আমরা ফিরব। খতে এমন একটা প্রত্যয়ের কথা লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে সেলিমের।

দীর্ঘ সফর, নোনা পানীর অশ্লীল একবেয়েমি এত দিন ওকে দেশে ফেরার জস্তু মাতাল করতে পারেনি। সেলিম ত্বার হুটো ওয়াচ করেছে, ফোকসালে এসে শুয়েছে হাত-পা ছডিয়ে, অশ্লীল চিস্তা করতে করতে সম্দ্রের বুকে ঘুম গিয়েছে; অগবা হিসাবের কড়ি গুণে—সফর শেষ হতে কত দেরী—এইসব ভেবে স্থান-কাল-পাত্রের কিংবা বন্দরের বেশ্রামেয়ের হিসাবের কড়ি গুণেছে। গুণতে গুণতে গুর একদিন তুটো কাসি উঠল। বিকেলে তিনটে এবং এই করে জর। বন্দর থেকে বন্দর ঘুরে জর বেড়েছে। শরীর ভেঙেছে। শেষে এক বন্দরে কাপ্রানের কাছে আর্জি পেশ করেছে—সাব, একবার হাসপাতালে যাব। কাসির দেমাকে আর বাঁচছি না। মনে হচ্ছে মরে যাব।

এই নিয়ে অন্য ফোকসালে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল, এ বন্দর নিয়ে পাঁচ বন্দর হবে অথচ সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সেই কবে ফ্রি-ম্যান্টেল বন্দরে ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, ডাক্তার বলেছিল, আর নয়, আর জাহাজে রাখা চলবে না। বন্দরে নামিয়ে দিতে হবে। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এ-অবস্থায় জাহাজে রাখা নিরাপদ নয়।

সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সে কাসছে। কাসির সঙ্গে রক্ত উঠলেই কোঁত করে ঢোক গিলছে। কিছুদিন থেকে এটা ওর অভ্যাসে পরিণত হরেছে। সে সকলকে বলছে কাসির ব্যামোটা তেমন নয়। ওটা ছেড়ে যাবে। কোম্পানী দামী দামী ওষ্ধ দিছে। দিছে বলেই এবং বাড়ীয়ালা গা করছেনা দেখে সেও ব্যেছে ওটা ধীরে ধীরে সেরে বাবে। কাসি যখন বেশী হয় তখন সেলিম অপরাধের কথা। বিবিকে নিরে অথবা বন্দরে দেখা কোন মেরেকৈ নিরে বিছানায় পড়ে থেকে অল্পীল ধারণার অথবা অল্পীল আবেগ মেবে শরীরে উত্তাপ সঞ্চরের বুখা চেটা না করলেই হত। অথচ রক্ত কম উঠলে ওয়ুঙে

কাজ করছে এমত ভেবে দে খুলী হয়। ওর ইচ্ছা ওর ত্রুহ রোগের কথা কেউ না জাহুক, কেউ না ভাবুক সে ত্রুহ রোগে ভূগে মরে যাবে। অথচ সে প্রত্যরের বোরে এই ভেবে খুলী—সে ঘরে কিরবেই। বিবি তার খসমের মুখ দেখে উজ্জ্বল হবেই। এ-শরীর সে কিছুতেই সমৃদ্রে অথবা বিদেশে-বন্দরে রেখে যেতে চাইছে না। সে সকলকে শুধু বলছে—জাহাজ কবে কিরবে? কবে আমরা ঘরের বন্দর পাব?

জাহাজীরা কেউ বলেছে, সিডনী থেকে পুরানে। লোহা নিয়ে জাহাজ যাবে জাপানে।

কেউ বলেছে, গম নিয়ে তেলবাডী।

সেলিম এইসব থবরে বিষণ্ণ হয়েছে। খুব অসহায় ভঙ্গীতে পোর্টহোলে মৃগ বরেখে দিগস্তরেখায় নিব্দের দেশকে খুঁজেছে। কথনও অপলক সমুদ্র দেখেছে। জলের নীল বিস্তৃতি দেখেছে।

সেলিম স্থির করল কাপ্তানকে শেষবারের মতো বলবে, আমায় দেশে পাঠিয়ে দিন, মাস্টার। ঘরে ফিরে আমি বিবির কোলে মাথা রেখে মরব। জাহাজে আমি মরবনা। সমুদ্রে আমি মরব না। বিদেশ-বন্দবে আমি মরব না। শুরে শুরে সেলিম এইসব ভেবে উত্তেজিত হতে থাকল।

তথন সিঁ ড়িতে শিস দিচ্ছে বিজন। সেলিম শুয়ে শুয়ে শুনছে। এ-কেবিন সে-কেবিন সে উকি মারল। এন্জিন-পরীদাররা ঘুমোছে। এন্জিন-পরীদাররা (যারা চারটা-আটটাব পবীদার) গল্প কবছে। বিজন লক্ষ্য করল শিস দিতে দিতে, সতেরো মাস সক্ষর ওদের ক্লান্ত করতে পারেনি। বিষপ্প করতে পারেনি। আহাজটা আরও যদি সতেরো মাস সমুত্রের নোনা জল ভাঙে, যদি আরো সতেরো মাস বন্দরে না ভিড়ায় তর নিশ্চিন্ত নির্ভিষে জাহাজ চালিয়ে যাবে। বিজন দিতীয় সিঁভির মুখেই শুনল—সেলিম কাসছে। কাসিব জন্য দম নিতে পারছেনা। বিজন আর শিস দিল না। প্রতিদিনের মতো সে কের সেলিমের জন্য কট পেতে থাকল। সে কোকসালে চুকে বলল, এবার কাপ্থান সাহেবকে বল্ হাসপাতালে দিতে। এ-ভাবে আর কতদিন বাংকে পড়ে থাকবি। রাতে জাহাজ বন্দর ধর্মবৈ।

সেলিম মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরাল। চোখনুটোতে নোনা পানী অথবা আকালের রঙ নর, কালো রঙ নর, অথবা বেতকলের মতো রঙও ধরতে পারেনি—অথচ আশ্চয় এক রঙ ধরেছে যা দেখলে সকলের ভার হবে। অথচ মারা হবে। সকলের মনে হবে, সেলিম রহমানে রহিম হওরার জন্য শরীর জির করতে চাইছে। এবং বাংকের সঙ্গে মিশে গিয়ে অনুশু হতে চাইছে।

বিজ্ঞন বলল, বলিস তো আমরা সকলে মান্তার দি'। সারেওকে বলি মান্তার দিতে। এভাবে আর কতদিন ভূগবি। জর কাসি—দেখেণ্ডনে তো ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।

সেলিম সহসা উঠে বসল। তারপর আশ্চর্যরকমের নিশ্ধ এবং করুণাঘন মৃ্থ করে হাসল। তারপর ফের তৃঃখময় প্রকাশে বলল, বিজ্ঞন রে তোর মতো যদি একটু ইংরেজী বুলি জানতাম, তবে আমার সব হত। সারেও আর কাপ্তান কি বৃদ্ধিই করেছে খোদাই জানে। তুই সকলকে বলে কয়ে মান্তার দে। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে বল। দেশে ফিরে বাঁচি।

বিজ্ঞন এই বাংকে বসে কি করে যেন বুঝল সেলিমের এই তুরুহ রোগ নিয়ে জাহাজে বডয়য় চলেছে। সে ভেবে অবাক হল, কেন যে সারেওকে বলল না, ওকে এবার অন্য ঘরে রাখতে হবে আর অন্য উপায় নেই অথবা কেন যে মেজ মালোমকে ডেকে একবার চিকিৎসার স্ব্যবস্থার কথা বলতে পারেনি এতদিন! সেও আজ পোর্টহোল দিয়ে সম্জ দেখল। তারপর উপকূল। উপকূলে পাখীরা ফিরে যাছেছে। সেলিমের ম্থ পাণ্ড্র। জাহাজটা চলছে এবং সেলিমের শরীর নড়ছে। সেলিমেক দেখলে আত্মহননের কথা মনে হয়। বিজন বাংক থেকে ওঠার সময় সেলিমকে ফের লক্ষ্য করল। ওর কম্বলের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হছেছে। সে হাসল। সেলিমও হাসল। ওরা পরস্পর তৃঃখটুকু ধরতে পেরে ক্ষের তুজনই অন্যমনস্ক হতে চাইল। বিজন দরজা ধরে বের হছেছ। সারেঙের মরে উকি মেরে সে দেখল, তিনি নেই। কোকসালে নেই। নিশ্রেই মেজ মালোমের কেবিনে অথবা ফরোয়ার্ড-পিকে আছেন। বিজন ডেকের উপর দিয়ে ধীরে হাটতে থাকল।

বন্ধরে জাহাজ ভিড়বে বলে সারেও ডেক-কসপের দিকট দড়িদড়া সব বুঝে নিছে। বিজন ডেক অতিক্রম করে কসপের ঘরের দিকে যাছে। সে একবার দাড়াল। বড় মালোমের পোর্টহোলে উকি দিল। বড় মালোম কেবিনে নেই। বিজনের ইচ্ছা হল বলতে বড় মালোমকে—আপনার জাহাজে এমন একটা ক্লমহ রোগ পুষে রাখছেন, সেলিমকে হাসপাতালে দেওয়া হবেনা, দেশে পাঠানো হবেনা, কোম্পানীর টাকা বাঁচানো হবে, অন্যান্য জাহাজীরা পর্যন্ত দিরাপদ নক্ষ— এমতাবস্থায়ও আপনারা চুরি করে মদ গিলতে পারছেন!—জাম্বর। সে ডেকে

#### व्यक्तं इत। ता दाँ विन।

- সে সারেঙকে বলল, চাচা, চোথ বুজে আর কতদিন থাকবেন ?
- সারেও ফিস্ফিস করে বলল, তোমার এত মাধাব্যধা কেন ? বেশ তো আছ। সন্ধর করছ। তোমার তো কোন অস্থবিধা করছে না কোম্পানী।
- —সেলিমের মৃথ দিয়ে ককের সঙ্গে রক্ত উঠছে। আপনি জানেন এটা অন্যান্য জাহাজীদের পক্ষে কত ক্ষতিকর। তাছাড়া দেখছি সেলিম বিনা চিকিৎসায় মরে যাবে। এ নিয়ে পাঁচ বন্দর হল অথচ কোন বন্দরেই ওকে হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা করছেন না।
- —সব জানি বাপু। সব বুঝি বাপু। অথচ জেনে শুনেও চুপ করে আছি। বাড়ীয়ালার ইচ্ছা নয় সেলিম হাসপাতালে থাকুক। কোম্পানীর অযথা এত ধরচ করতে বাড়ীয়ালা রাজী হচ্ছে না।
  - —তবে ওকে দেশে পাঠিয়ে দিন। দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

তু- থকজন করে তথন অন্য জাহাজীরাও ওর চারপাশে জড়ো হচ্ছে। ওরা শুনছে। ওরা সারেঙের মৃথ দেখছে। বিজনকে চিস্তিত দেখাছে। সেই লঘু পরিহাসজনিত অথবা হাল্কা স্থরের শিস দেওয়া মৃথ কোথায় যেন অদৃশু হয়ে গোছে। সম্দ্রের উদার নীল বিস্তৃতিতে ওরা কয়েকজন কেমন অসহায়ের ভঙ্গীতে পদচারণা করছে ডেকে। এন্জিনের শব্দ, সম্দ্রের তরল ঠাণ্ডা হাওয়া ওদের নিঃশব্দ এই ভাবটুকুকে নিদাকণ তুঃখময় করে তুলছে।

রাত্রিতে সব জাহাজীরা যখন একত্রিত হল, একমাত্র আটটা-বারোটার পরীদাররা যখন নীচে বয়লারে কাজ করছে, যখন ওরা সকলে শুনল, জাহাজ বন্দর ধরবে সকাল দশটায়—রাতে আর পাইলট-বোট আসছে না, ডেক-জাহাজীরা নিশ্চিস্তে ঘুমোতে পারে, তখন ওরা বিজ্ঞনের ঘরে জড়ো হয়ে বলল, আমরা সকলে একযোগে বিস্তোহ করব। আমরা সকলে জাহাজ চালাব না। কাপ্তান আমুক,ডেক-সারেঙ, এন্জিন-সারেঙ আমুক—কেউ আমাদের নড়াতে পারবে না। আমাদের কথা শুনলে আমরা ওদের কথা শুনব। সেলিমকে হাসপাতালে পাঠালে অথবা দেশে পাঠালে আমরা কাজে যাব। জাহাজ চালাব।

🚭 একজন বলল, জাহাজী বলে আমরা গরু-ভেড়া নয়।

অন্যজন বলল, জাহাজী বলে আমরা বিনা নোটিশে মরব তেমন দাসখত দেওয়া নেই।

্ অথচ দেবনাথ বলল —বিজন, এটা নিয়ে ডোমার ক'সকর জাহাজে ?

বিজন বিশ্বিত হল। দেবনাথ ভালোভাবেই জানে এটা ওর ক'নম্বর সকর। ভালোভাবেই জানে প্রথম সফবে সে কোন্ কোম্পানীব কোন্ ভালাভাবেই জানে প্রথম সফবে সে কোন্ কোম্পানীব কোন্ ভালাভাবেই জানে প্রথম সফবে সে কোন্ কোম্পানীব কোন্ ভালাভাবেই জানে প্রথম ব্যব্ধ কবল এবং দেবনাথ যখন খ্ব জরুবী ভেবে ওকে প্রশ্নটা কবেছে তখন একটা যথোচিত উত্তব দেওবাই যুক্তিসক্ত। সে বলল, তুমি তো জান, দেবনাথ—এটা আমার ত্র'নম্বব সফব।

—এখনও তুমি ঠিক জাহাজী হওনি। তাবপব কি ভেবে বিজনকে দেবনাধ
অন্য কোকসালে নিয়ে গেল। এখানে কেউ নেই, কেউ থাকে না। জাহাজীরা
এখানে কাজে যাওয়াব আগে জামা-কাপড ছাডে। ঘরটা একেবারেই খালি।
দেবনাথ ভিতব থেকে দবজাটা বন্ধ কবে দিল। এবং বলল, তুমি এব মধ্যে
থেক না। শেষে সকলে বেঁচে যাবে, কেবল তুমি মাবা পডবে। কাগুনা তোমাব
নলী খাবাপ কবে দেবে। তখন তোমার পিছনে ওবা কেউ দাঁডাবেনা। আমি
ওদেব ভালোভাবে চিনি।

- ' विज्ञन कथा वनन ना। हूल करब त्मरनात्थर लत्नामर्भ श्वनन। त्मरा ज्वराव क्रिन, किश्व त्मनिम त्य मत्र यात्र १
- —মবে যাবে তো তুমি কি কববে ? তোমাব উপব ট্যাণ্ডল আছে, সারেও আছে—ওবা দেখছেনা, তুমি দেখে কি উপকাবটা সেলিমের ধববে ? এটা মাত্র তোমাব হু'সফব। অনেক দেখবে কিন্তু জাহাজে বিদ্রোহ কবলে চলবে না।
  - —তাব জন্য কোন প্রতিকাবেব দাবী আমবা তুলব না।

দেবনাথ খুব অভিজ্ঞ লোকেব মতো বলল, বম্বেব নৌবিদ্রোহেব আমি
আসামী। তাই তোমাকে এতগুলো কথা বললাম। তোমাকে মান্তাব দিতে
বাবণ কবলাম। তা ছাডা আমি এইসব জাতভাইদের চিনি। ওবা শেষ
পর্যন্ত তোমাব কথা কেউ বলবে না। ওরা ওদেব জাতভাইদের কথা বলবে,
সারেঙেব কথাই শুনবে। মাঝখান থেকে তুমি ব্ল্যাক-লিষ্টেছ্ হবে।

বিজন আব কোন কথা না বলে দরজা ঠেলে বেব হরে এশ। সে দেখল, সকলে ওর ঘরে তখনও পরামর্শ করছে। সকলে উদ্গ্রীব হরে আছে। বিজনকে দেখে ওরা বলল, চল মান্তাব দি বোট ডেক-এ।

বিজ্ঞন দেবনাথেব কথাগুলো আর একবাবের জন্য ভেবে নিল। আইর একবারের জন্য সকলের মুখ দেখল। সকলের মুখ ভরানক হরে উঠেছে। বিজ্ঞন ব্রতে পারল—এই সমস্ত মুখের ছবি মিখ্যা হবার নয়। ওরা কখনই ওকে অন্তবার পৃথিবীতে ঠেলে দেবে না। বিজ্ঞন দৃঢ় গলার কিছু বলতে যাচ্ছিল, তখন সারেও নীচে নেমে এসে ভাকল—ইসকান্দার, সামস্থদিন, রহমান, শোভান।
ভরা ধীরে ধীরে ঘর থেকে একান্ত বশংবদের মত বের হয়ে যাচেছ। সারেও
বলল, কাপ্তান তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

এই ঘটনায় বিজন খব ভেঙে পড়ল। এবং অসহ উত্তেজনায় ভূগতে থাকল। প্রচণ্ড শীতের ভিতর সে ওর নিজের ঘরে পায়চারি করছে। দেবনাথ উপরের বাংকে গুয়ে নির্বিন্নে ঘুমুচ্ছে। পোর্টহোল দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে বলে বিজ্ঞন কাঁচটা বন্ধ করে দিল। সারেঙের সেই রক্তচক্ষুর কথা মনে হল এবং ভাবল কত সহজে সব নাবিকদের নিয়ে সে উপরে উঠে গেল। সে এই ফোকসালে, এই ঠাগুার পায়চারি করতে করতে ধরতে পারছে। ধরতে পারছে—সারেঙ ওদের কি বলছে এবং কি বলে ওদের ভয়ানক প্রতায়কে ভেঙে দিচ্ছে। সেলিম এখনও কাসছে তার কোকসালে—কোকসালের অগ্র বাসিন্দা কোরান-শরীক পাঠ করছে বাংকে। সে পায়চারি করতে করতে সব শুনল। জাহাজটা নোঙর ফেলে আছে-বলে में शादिर-এনজিনে কোন শব্দ নেই। সব কেমন নিঃসঙ্গ, সব কেমন নিঃশব্দ যেন। ডেক থেকে সারেঙের কথা ভেসে আসছে। সকলকে সারেঙ জোর গলার কথাগুলো বলল। ব'লে ওদের ভয়ানক বিদ্রোহের প্রতিবিদ্ধ মৃছে **দিল। সারেও ওদের বলল,** তোরা তো জানিস কলকাতা বন্দরে চ**ল্লিশ হাজার** নাবিক খোদা হাফেজ বলত, এখন কিছু কিছু লোক ঈশ্বর, ভগবান বলতে শুরু করেছে। তোরা যদি বাঙালীবাবুদের কথায় মাতিস, তোরা যদি জাহাজে বিল্লেছ করিস তবে তোদের চল্লিশ হাজার চল্লিশে নামতে আর বেশী দেরী নেই।

এক সময় কাপ্তান সারেঙকে ডেকে পাঠালেন। ব্রিক্ত থেকে কাপ্তান বললেন, কি বলছে সব ?

ভাঙা ভাঙা ইংরেজী এবং হিন্দিতে ডেক-সারেঙ বলতে থাকল, সব গুড, সাব।
সব ঠিক হার। জাহাজী লোক ভেরী গুড, সাব। বাঙালী বাবুলোক নো গুড,
'সাব। বাঙালী বাবুলোক গিভ্স্ ট্রাব্ল্। বাঙালী বিজ্ঞন, ইয়েস বিজ্ঞন
তেইল রূপারাকা থালাসী, ও ভো সাব রিংলীভার আছে। ফুঠো-চারঠ ইংলিশ
স্পীকিং আছে, সাব। প্যাসেন্ট্কে লিয়ে কুচ ফাইট দেনে মাংভা। লেকিন
নাও অলরাইট, সাব। বিগ্ বিগ্ টক্ লেকিনঃনো জব্। ভেরী লেজী বাগার।
সারেঙ এই পর্যন্ত বলে পারের কাছে খুখু ফেলল। ফের মুখ তুলতেই দেশল
বাড়ীরালা নিজ্মে কেবিনে চুকে গেছেন। কেবিনে পেরালা-পীরিচের শক্ষঃ
নীচে অফিসার-গ্যালারীতে চীক কুক আগুন পোহাছে। সিঁড়ি ধরে নাম্বার

সময় সে এখানেও থৃথু ফেলল।

সমূদ্রে স্থ উঠছে। একদল পাথী উডছে আকালে। দূরে ইডন্তও জাহাজ নোঙর করা। অনেকগুলো বয়া অতিক্রম করে পাইলট-শিপ। অনেকগুলো জ্বেলডিঙি এই শীতেব ভোরেও মাছ ধবতে বের হয়ে পড়েছে। আকাশ নীল, সমূদ্র নীল। জাহাজেব চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বের হয়ে সমূদ্রে নেমে য়াছে। ওরা সমূদ্র ধবে উপকূলে উঠে য়াছে। উপকূলেব স্কাই-ক্র্যাপারগুলো ম্যাচবাক্সের মতো মনে হছে। এইসব দেখাব জন্ম জাহাজীয়া ডেকে দাডাল। অথবা দডিদড়া টানাব জন্ম ডেক থেকে টুইন-ডেকে নেমে য়াছে। এখন ওরা দড়িদডা টানছে। হাসিল নীচে নামিয়ে দিতে চাইছে। মেজ মালোম গলুইয়ে চলে এসেছেন। বড মালোম ফরোয়ার্ড-পিকে চলে গেছেন। বিজন হাসিল কাঁধে বড মালোমেব পিছনে ছুটছে। তিনটে টাগ্বোট এসেছে, পাইলট এসেছেন। পাইলট ডেক থেকে বোট-ডেকে এবং শেষে বিজে উঠে গেলেন।

বছ মালোম বললেন, গতকাল তুমি জাহাজীদের উত্তেজিত কবেছিলে ? বিজন হাসিল পায়েব নীচে বেথে বলল, হঁ্যা, স্থাব। করেছিলাম।

— আমি খুশী হয়েছি ওনে। বড মালোম কসপকে স্টোর-কমে যেতে বলে এ-কথাগুলো বিজনকৈ বললেন।

ওদেব ভিতব আর কোন কথা হল না। একদল জাহাজী ফরোয়ার্ড-পিকে উঠে গেছে। ওবা ওয়ারপিন ড্রাম ঘূরাচ্ছে, ওরা উইঞ্চ চালাচ্ছে। তারপব হাপিজ-হাডিয়া এই ধরনের কিছু শব্দ। বিজন এবং অন্যান্য জাহাজীরা প্রাম আধ্বন্টা ধরে ফরোয়ার্ড-পিকে কাজ কবল, বিজন এবং অন্যান্য জাহাজীবা প্রাম সেলিমের ত্বংখ, বন্দরের জীবন এবং দেশে কেরার অথবা জাহাজে প্রথম দিনেব গল্প নিয়ে কিছু সময় মস্করা, কিছু কাঁচা থিন্তি করল। কাজ শেষ হলে নীল উদি ছেড়ে ওরা দাড়িয়ে থাকল ডেকে। কেউ নীচে নামল না। থাড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে চুকছে। ওরা দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃশ্র দেখল। সমৃদ্রের খাড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে চুকছে। তুপাশে পাধরের পাহাড়; অতিকায় তিমি মাছেব মতো কালো কালো সব পাধর। পাথরের পাহাড়। কুংসিত এইসব পাথরের পাশে ছোট ছোট অনেকরকমের ফার-জাতীয় গাছ। পাতাগুলে। শীতের হাওয়ায় কাঁপছে। নীচে সব নোকো-বাইচ হচ্ছে। তুপাশের জনতা চীৎকার করছে। এইসব মৃশ্রেজ ওরা সকলে মাটির গন্ধ নিতে চাইল এবং এই জনতার মতো উল্লেভ হতে চাইল। এইসব দৃশ্র দেখে বিজন জাহাজী যন্ধণায় উপশম খুঁলছে।

অথচ বিজন দীর্ঘ তৃ'সফরে প্রক্লত জাহাজীর মতো বাঁচতে গিরে মাঝে মাঝে ম্বাঝে ব্রব্রত হরে পডছে। পরিবাবের কিছু স' স্কার, বিশেষত ধর্মের—সে কিছুতেই ছাডতে পারছে না। এখনও বীক্-গ্যালাবীতে এলে সে ভালোভাবে খেতে পাবে না। দেবনাথেব মতো গোমাংস-ভক্ষণে তৃপ্তি নেই। জাহাজীদের প্রচণ্ড বকমেব ইতব জীবনকে সে গ্রহণ কবতে পাবছে না। অথচ এইসব ইচ্ছাগুলো তাকে মাঝে মাঝে টানে। তখন সে কাঁচা খিন্তি কবে, শিস দের, অয়থা কোকসালে বসে বঙ্বে টব বাজায় এব' কাপ্তান ও ডাঁব পাবিষদদেব প্রতি বিরূপ মন্তব্য কবে।

বিজ্ঞন একদা কিছু লেখাপড়া কবেছিল অর্থাৎ গ্রামেব বিভালয়ে দশম শ্রেণী পর্বস্থ পাঠ সমাপ্ত কবেছিল। অন্য দশটা অসামাজিক ছেলেছোকবাব মতো বাজী পালিয়ে জাহাজেন খালাসীতে নাম লেখাষনি। বেঁচে থাকাব জন্য এবং এই জীবনকে আবও দীর্ঘ কবাব জন্য এই জাহাজেব কাজ, জাহাজী হওরা। 'হালিসহব' এবং 'ভল্রা'ব ট্রেনি শেষ কবেছে একদা, জাহাজেব প্রথম সক্ষবে ঘূনিয়া ঘূরেছে এবং ইংবেজী বুলিতে বপ্ত হ্যেছে। জাহাজী হযে উপবী পাওনা ছিসাবে চটপট পবিবেশকে মানিয়ে চলাব স্থভাব এবং দেহজ আবেগধর্মিতাব জন্য মামুষেব তালো কবাব স্থকোমল বুত্তিব কিছু অধিকাব সহজে পেষে গেছে। সেজন্য সেলিমকে কেন্দ্র কবে একটি অশেষ ত্রংথ ওকে এখনও মাঝে মাঝে উত্তেজিত কবছে। থাডিব সঙ্কীর্ণ তা এবং মামুষ্বেব এই আনন্দ সেই অশেষ ত্রংথকে যেন আবো বাডিয়ে দিল। সে বড মালোমকে বলল, কতদিন থাকব এখানে স্থার ? যেন তাব জাহাজ ভালো লাগছে না।

বড় মালোম বলদেন, বলতে পাবছি ন।। এন্জিনকমে ইন্স্পেক্শান্ আছে। সারেও বলল, সরফাই হবে জাহাজে। জাহাজ বন্দবে বসবে। ঠিক তখনই বিজন দেখল ছজন জাহাজী সেলিমকে ধবে ধবে বোট-ভেকে নিয়ে তুলছে।

কাপ্তানের সামনে দাঁভিয়ে সেলিম বলন, সাব, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। সাবেও ভাঙা ভাঙা ইংবেজীতে কথাটা অমুবাদ কবে শোনাল।

কাপ্তান বললেন, আমিও তাই চাইছি। হাসপাতালে দিলে তোমাকে ওরা সহজে ছাডবে না। জাহাজ এখান থেকে তোমার দেশেই যাছে। এই বলতে গিরেই দেখলেন কাসিব সজে সেলিমের মুখে রক্ত। সকলেব সামনে ধরা পড়ে যাবে তরে সে এখানেও কলটা গিলে ফেলল। কাপ্তান ব্যাপারটা উপলবি করলেন। তাহলে অস্থুখটা অনেকদ্র গডিরেছে। কোম্পানীর ওর্ধ এবং ইনজেকশন কোন কাজে আসেনি। তিনি সারেঙকে ডেকে কলক্টো ওকে সকলেঞ সঙ্গে রাখা চলবেনা। ওকে ওপরে তুলে আন এবং কোন খালি কেবিনে কেলে রাখ। ওর ভাতের থালা এবং মগ ভিন্ন করে দাও। তোমরা কেউ ওর জিনিস্পত্র ব্যবহার করবে না। কাপ্তান সারেঙকে অন্যত্র নিম্নে কথাগুলো বললেন। বললেন, সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে সেলিম তুরহু রোগে ভুগছে। যে কটা দিন বাঁচে এ-জাহাজেই বাঁচুক।

তারপর তিনি সেলিমের সামনে এসে বললেন, জাহাজ বন্দরে ভিডলেই তোমাকে কোম্পানীর ভালো ডাক্তাব দেখানো হবে। আশা করছি তুমি শিগ্ গীরই ভালো হয়ে উঠবে। 'ঈশ্বর তোমায় করুণা করুন' এই বক্তব্যে তিনি স্বয়ং যেসাস-এব মতো চোখ বুজ্লেন।

বাডীয়ালার এই পাদ্রীস্থলভ চেহারাতে সারেও বিম্**শ্ন হল। পীরপয়গম্বরের** মতো তিনি হয়ত কোন ওক্তে সারেওকেও দোয়া জানাবেন। সে এবারে বলল, সাব, ইউ ফাদার। ইউর শিপ, ইউর ম্যান, ইউ সি সাব এভরিথিং। সারেও এইসব বলে এই মৃহুর্তে দোয়। ভিক্ষা কবছে। অর্থাৎ সেলিমের প্রতি বিগলিত করুণার অংশীদার হতে চাইছে।

বিজন ডেকে কাজ করতে করতে সব দেখল। সে জাহা**জ জেটিতে বাঁধতে** দেখল। বন্দবের পথ ধবে সব সহরবাসীরা সামনের ঝুলস্ক ব্রিঞ্জের দিকে যাচ্ছে। কিছু টিনের শেড্ অতিক্রম করে মাঠ। সেখানে মেয়েপুরুষরা এই শীতেও ক্রিকেট थमरह। त्म (मथन त्मनियरक एउटका छेला प्रिता कुका लोक तमहें निःमक किविन होत्र वास्त्र । जिल्ला प्रशास्त्र शोकरत, त्रशास्त्र शास्त्र । किविन होत्र । বিজ্ঞন এও বুঝল যেন সেলিম আব বেশীদিন বাঁচবেনা। জাহাজের ওই ঘরটাতেই ष्मगुमिन विष्यन এवः ष्मगाना करावक्षम ष्माराष्ट्री मिर्ट किছू भाषत, कृटी वर्ष গানী-ব্যাগ যত্ন করে এক কোণায় রেখে দিয়েছিল। জাহাজে মৃত্যু হলে সমূত্রে এইসব পাধর এবং গানী-ব্যাগ দিয়ে সলিল-সমাধি দেওয়া হবে। দেহ<del>ছ আবেগ-</del> ধর্মিতার জন্য ওর স্থকোমল বৃত্তিরা ওকে ফের অলেষ তুংখময় যন্ত্রণাতে আচ্ছন্ত করে. দিছে। কাপ্তানের নিষেধ আছে বলে সে আর বরে ঢুকল না। পোর্টহোলের কাঁচ ফাঁক করে দেখল, সেলিম বাংকে গুয়ে সেই পাণর এবং গানী-ব্যাগভলো দেখছে। শরীরটা ওর ছির। সে এখন কক চুরি করে গিলে খাছেলা। এখন সে নীচের পাত্রে কৃষ্ণ কেলছে। এবং সঙ্গে কিছু রক্ত পুঁজ ফেলছে। পোর্টিছোল प्रितंदे विक्रम कथा वनन, वित्करन जाविक किमात्रीय याव। त्जात कमा किह व्यानव कि ?

- 🌯 \iint 🕏 আর আনবি। 🕱 মুখে আমার বিশ্বাদ শুধু।
  - কিছু কমলা, কিছু আপেল ?

—সে অনেক দাম। অত দামের কল আনবি না। আমার টাকার বড় দরকার, বিজন। দেশে ফিরব। শরীরের চিকিৎসা আছে, বিবি আছে, বাচ্চা আছে। ওদের জন্য ঘর করতে হবে। জমি করতে হবে। ঘর জমি হলে জাহাজে আর সকর দেব না। জমি-জিরাত দেখে, বিবি বাচ্চা দেখে আল্লার ঘরে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।

বিজ্ঞানের মুখে বিষণ্ণ হাসি। পোর্ট হোলের কাঁচ বন্ধ করে দেবার সময় সে ইচ্ছা করেই সেলিমের শরীর থেকে জ্ঞার করে চোখ তুলে নিল। ওর থোঁচা থোঁচা দাড়ির ভিতর যে মুখ, যে মুখে একদা বসন্ত হয়েছিল, যে শরীর বাচ্চার জ্মা দিয়েছে—সেই মুখ. শরীর এবং দাডি ওর চোখের সামনে মৃত অক্টোপাসের মতো পচা তুর্গন্ধময় ফুলোফুলো সব হয়ে যাচছে। সে জ্যোর করে পোর্ট হোলের কাঁচ বন্ধ করে দিল এবং ভয়ে চোথ বজে ফেলল।

ভোর থেকেই সম্দ্র হতে হাওয়া 'উঠে আসছে। ঠাগু হাওয়া। বিকেশে সে-হাওয়ার গতি আরো বাড়ল। প্রচণ্ড শীতে বিজন ওভারকোটের পকেটে হাত ঢোকাল এবং কোনরকমে ম্যাচটা বের করে সিগারেট ধরাল। এথানে হয়ত তু'দিন পর বরক পড়বে, সে এমত ভাবল। প্রচণ্ড শীত মাটির শেষ উত্তাপটুকু যেন শুষে নিচ্ছে। দূরে পাইনগাছগুলো থেকে পাতা ঝরছে। গাছগুলো ক্রমণ হাল্কা করছে শরীর। তারপর একদিন এই শীতের দৃশ্য প্রস্তরম্ভির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রস্তরম্ভিত হবে যেন পাইনগাছগুলো। পাখীরা এদেশে থাকবে না। ওরা জন্য দেশে পালাবে। ওরা জন্য দেশে ঘর বাঁধবে। আর্শির মতো আকাশ। রোদের উত্তাপশূন্য হলদে রঙ জাহাজের উপর ছায়া কেলে জনেকদ্র চলে গেছে। পাইনের শাখাপ্রশাধার পাধীর বাসাগুলো ঝুলছে। রোদ সেখানেও যেন চুরি করে উত্তাপ দিছে। তারপর জাটি অতিক্রম করে পথ। সে পথের মেরেপুরুষদের দেখতে দেখতে নীচে নেমে গেল। একটি বাদামগাছের নীচে দাঁড়াল। এখানে ত্তো পথ। সে কেন্ পথে যাবে এমত চিন্তা করল দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘ সমূত্রযাত্রার পর বন্দর ধরলে এক অনন্য স্থাধের সন্ধান সে পার এই মাটির স্পর্লে। বাদামগাছটার নীচে দাঁড়িরে সে কিছুক্ষণ মাটির স্পর্ণ নিরেছিল। সামনে ভ্রম্মুসহর। ইট কাঠ। মাটির কোন গন্ধ নেই সেধানে। সেধানে ভ্রমু যানবাহর কিছু কোরীপাইনের ছারা পথের ভ্রম্পানে অথবা এভিছার মোড়ে সোড়ে সাজা

হ্বলের প্রদর্শনী অথবা আরো পিছনে সমৃদ্রের বাঁড়ির অভ্যন্তরে নোকা-বাইচ। এইসব ভালো লাগলেও মাটির স্পর্লেব মতো স্থপ্রাদ নয় যেন এরা। তবু সে ইটিছে। তবু এই মামুষেব ভীডে মাটির গদ্ধের জন্যে হারিয়ে যেতে ভালো লাগছে। সে দেবনাথের সঙ্গে বের হয়নি। দেবনাথ জাহাজ থেকে নেমে প্রথমেই কোন পাব্ অহ্মেন্ধান করবে, প্রথমে পেট ভবে অন্তত বিয়ার খাবে এবং মাতলামো করে সমৃদ্রের নীল যন্ত্রণা কিছু সময়েব জন্যে ভূলে থাকবে। কোন পাব্ অথবা কুকুরের রেসে না গিয়ে এখন ভগু এইসব স্থলরী বমনীদের ভীডে বিজনের হাবিয়ে যাওয়া। সে এই ভীডে হাবিষে যেতে চায়। কেমন এক অল্পীল শবীরী চিন্তায় ত্বদগু সেও সেওকের সক্রের করে সঙ্গে বলে স্থা পায়। অথচ সে ওর দেহজ কামনাকে রূপ দেবার ভিলিটুকু এখনও ইচ্ছা কবে আবিজ্ঞার কবেনি। মূলত সে ভালো ভাবের জাহাজী হয়ে বাঁচতে চায়।

সে একটা দোকানে ঢুকে কিছু ফল কিনল সেলিমেব জন্য। মেয়েটি ওর হাতে ফলের প্যাকেট দিয়ে মাথা নোয়াল এবং হাসল। বিজ্বন একগুচ্ছ মিমোসা ফুল দেখেছিল মিসিসিপি নদীর তীবে—কোন যুবতী ওকে ফুলের গুচ্ছটি দিয়েছিল, এ-মেয়েব হাসি সে-যুবতীকে শ্বতির কোঠায় এনে দিল।

সে ফলের দাম দিয়ে প্যাকেট হাতে রান্তায় নেমে এল। কেন্ট-ক্যাপটা আর একটু টেনে দিল কপালেব উপব। এবং ওভারকোট টেনে পথের ভীড়, বিশেষ করে পথের সব স্থলরী রমণাদের দেখতে দেখতে ঝুলস্ক ব্রিজের রেলিঙে এসে দাঁড়াল। সমৃদ্র থেকে এখন তেমন জোরে হাওয়া উঠে আসছেনা। সে এখানে দাঁডিয়ে তা টের পেল, তুটো খোলা গাড়ীতে পুরুষ-রমনীরা হাসতে হাসতে বন্দর থেকে সহরে উঠে যাচছে। তুজন যুবক-যুবতী পরস্পর কোমর ধরে হাঁটছে। সে দেখল—ওরা তুজন নেমে যাচছে এবং নীচে নেমে ব্রিজের থামের আড়ালে দাঁড়াল। সে স্পর্ট দেখল ওরা তুংসহ বন্ধণার কলভোগে পীড়িত হচ্ছে। এইসব দেখে বিজন হাঁটতে পারছে না। সন্তায় কিছু মদ এবং সন্তায় যৌন সংযোগের ভাড়নায় সে বিত্রত হয়ে পড়ল। নাইটিকেল ধরে রাভ যাপনের ইচ্ছায় সে পীড়িত হতে থাকল। অখচ বেমন করে প্রতি বন্দরে এ-ইচ্ছার জন্ম হয়েছে এবং যেমন করে প্রতি বন্দরে এ-ইচ্ছার মৃত্যুকামনা করেছে আজও সেমত ধারণার বন্ধবর্তী হয়ে সে হাঁটতে থাকল। ভালভাবের জাহাজী হতে গিয়ে সে গোলাপী নেশা করে জাহাজে কিয়বৈ এইছ ভাকল।

সে স্বাহাজের সিঁড়ি ধর্ত্তি উপিরে উঠে এল। সেলিমের কোকসালের দরস্বা বন্ধ। দরস্বার সামনে সে দাড়াল। ডাকল—সেলিম, ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

সেলিম উঠে দবজা খুলছে। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ব্ঝতে পারছে দরজা খুলতে সেলিমের খুব কষ্ট। তবু সেলিম দরজা খুলবে এবং ওকে একটু ওর পাশে বসতে বলবে। ত্'দণ্ড গল্প করতে চাইবে। দেশের গল্প, জ্যোত-জমির গল্প। বিবি-বাচ্চার গল্প। অথবা মাছ এবং বনমূরগী ধরার গল্প। অথবা বর্ষাকালে কোডা ধরবার সময় ধানক্ষেত্রের আলে কেমন করে নৌকায় ঘুপটি মেরে পড়ে থাকতে হয় আর গল্প। তথন দেখলে মনে হবে সেলিম যেন এ-জাহাজেও কোডা ধরছে। কোডা শিকার করছে।

দরজা খুললে সে ফলগুলো সেলিমের হাতে দিয়ে বলল, তোর জন্য এনেছি।
—এতগুলো !

বিজন একটু হেসে বলল, ভয় নেই। এবাবেও তোর কাছে টাকা চাইব না। স্মামি তোকে খেতে দিলাম।

বিজন বাইরে এসে দাঁডালে সেলিম বলল, কোন থবর পেলি? জাহাজ কোথায় যাচ্ছে, কবে ছাড়ছে?

—ঠিক কিছু বলা যাচ্ছেনা। এজেণ্ট-অফিস থেকেও কোন খবর আসেনি।
বড় মালোম শুধু বললেন, জাহাজে সরফাই হবে। কাল সব সাহেব-স্থবোরা
আসবেন। এন্জিন-ক্রমে মেরামতের কাজ আছে অনেক। জাহাজ এখানে
কতদিন বসবে কাপ্তান নিজেও বলতে পারেন না।

এবার চুপি চুপি সেলিম বলল, জানিস, কাপ্তানকে আমি বললাম, সাব আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে গেলেই আমি ভালো হয়ে উঠব। কাপ্তান বললেন, সেজনাই তো ভোমাকে হাসপাতালে দিচ্ছিনা। একবার হাসপাতালে গেলে ভোমাকে ওরা সহজে ছাড়তে চাইবে না। তার অনেক আ্বুগে তুমি দেশে পৌছে যাবে।

বিজনের বলতে ইচ্ছা হল, তা ঠিকই যাবি। তার আগেই যাবি। সে বিরক্তিতে কেটে পড়ল। সারেও এবং কাপ্তান মিলে সেলিমকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিছে। সে আর কোন কথা বলতে পারল না সেলিমের সঙ্গে। সেলিমের বিষয় দৃষ্টি ওকে অত্যস্ত আছের করে কেলেছে। সে ভেকে এলে নামল। কী মাছ্যটা কী মাছ্য হয়ে গেল, ভাবল। সে সিঁড়ি ধরে কের উপরে উঠছে। সমস্ত ভাহালে অত্যুত এক নিঃসক্তা। ভাহাজের উপরে এখন যেন কেই কুলো নেই। কিছু কিছু জাহাজী বন্দরে নাইটিকেল ধরতে বের হয়ে গেছে—তালের কিরতে দেরী হবে। যারা শুধু নেশা করে কিরবে তারা একটু বাদেই কিরবে। বিজম গলুই ধবে হঁটিল। সে এখানে রেলিঙের ধারে দাঁডিয়ে একটি সিগারেট ধরাল। অন্য জেটিতে কাজ হচ্ছে বলে তার কিছু শব্দ। নীল আর্শির মতো আকাশ। আকাশে নক্ষত্র জলছে। সে দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্রগামী জাহাজের আলো অথব। গ্যালীর পাশে ইত্বেব ঘব দেখলো। কাল ভোবে এ-জাহাজের মাল নামতে শ্বক করবে। অন্ধকাব বাত থেকে সব লোক উঠে আসবে ডেকে। ওরা কাজ করবে, গ্যালীর আগুনে ওবা হাত-শবীব গবম কববে। আব তখন বাংকে পডে পডে দেশের কথা ভাবতে ভাবতে কাসবে সেলিম।

ভোরবেলায় বিজন এন্জিন ঘরে নেমে গেল। তখন সমস্ত ফল্কায় কাজ হচ্ছে। উইঞ্চ-ড্রাইভারবা সিগারেট ধরাবার ফুবসত পাচ্ছেনা। ক্রেন-থেশিন-চালকেরা টুপি মাথায় নীচেব ফল্কায় উকি মারছে। ফল্কায় ফল্কায় সব কুলীদেব কোলাহল। এক্রেন্ট-অফিস থেকে ক্লার্ক এসেছেন। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। মেজু মালোম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন এক ফল্কা থেকে অন্য ফল্কায়। পাঁচ ফল্কায় পাঁচজন লোকের মুখে হাড়িয়া-হাপিজু শক্ষ। মাল জাহাজ থেকে উঠছে, ফের বন্দরে নেমে যাচ্ছে।

এইসব দৃশ্বগুলো এখন জাহাজেব ডেকে ঝুলছে।

গ্যালীতে ভাগুরী নেই। বাট্লারের ঘরে সে ক্র্-দেব রসদ আনতে পেছে। বিজ্ঞে কাপ্তান পারচারি করছেন। মেজমিল্লী নীচে নেমে গেছেন। বড়মিল্লী এইমাত্র হাই তুলতে তুলতে টর্চ হাতে নীচে নামছেন। বন্দর থেকে সব কিনারার লোক উঠে আসছে। ওরা ডেক অতিক্রম করে এন্জিন-রুমে নেমে গেল। বড়মিল্লী ওদের নিরে সব এন্জিন-রুমটা ঘুরলেন। বর্গারের ঘর দেখালেন। ছয়টা বয়লারের ট্যাস্ক-টপ, চক্, টানেল পথ, কন্ডেন্সার, এমনকি স্মোক-বন্ধগুলো পর্বস্থ। তারপর ওরা বাংকারে বাংকারে ঘুরল। বিজন অজ্ককারে কোণে দাঁড়িরে সব দেখল। ওরা উপরে উঠে হাছে। সে ওদের দেশীয় ইংরেজী কথাগুলো কিছু কিছু ধরতে পারছে। জাহাজ এখানে বসবে অনেকদিন—এমত ওরা যেন বলল। যেন বলল, জাহাজে আনেক কাজ, জাহাজডুবি হয়নি—জাহাজীদের সোভাগ্য।

বিজন বেখানে গাঁড়িরেছিল সেটা পোর্টসাইছের বরলারের নীচু অংশ। হাঁটু পর্বস্ত ছাই জমে আছে এখানে। নীচে কিছু পুরানো বোলচে, শাবল, র্যাগ, সাইশ। কিছু কায়ার-ব্রিজের প্লেট। ওপরের আলোটা নেই। এখানে অন্ধকার। সে এখান খেকে এক্জিন-কস্পের হরে উঠে গেল। ডেক-কস্পের জন্য মুটো ভামার প্লেট চাইল। তারপর সে সিঁডি ধরে উপরে উঠতেই বন্দরের একজন শ্রমিক বলল, গুড মর্নিং, মিশ্টার।

—ইয়েস, গুড মর্নিং।

বিজন ব্ঝল লোকটি কাজেব ফাঁকে ওব সঙ্গে একটু গল্প কবতে চায়। লোকটি হয়ত সন্তায় সিগারেট কিনতে চায়।

लाकि एक वनन, हेयू भाष्टिमान ?

विष्य वनम, हैरायम ।

-- एक्वनाथ गाा खिमान ?

विक्रम वनन, हैरयम ।

দেবনাথের সঙ্গেও ওর আলাপ হয়েছে দেখে বিজন বিশ্বিত হল।

লোকটি ফের বলল, অল্ ড্যাডিওয়ালা পাকিন্তানী ?

लाकिं उत्र এইসব খববও রাখে। সে বলল, ইয়েস্।

বিজন হেঁটে যাচ্ছে ডেক ধরে। শ্রমিকটি ওর পিছু পিছু এল। এবং পকেট থেকে একটি ইউক্যালিপটাসের বোতল বের কবে বলল, ইট্'স্ ফর ইউ।

বিজ্ঞন এবাবেও আশ্চর্য হল। দামী এই অয়েলটুকু পেয়ে বিজ্ঞন খ্ব খ্শী হল। বলল, কাম অন্। কত দাম দিতে হবে ?

—কোন দাম নেই। আমাকে এক শিশি সবষের তেল দেবে। দেবনাথও দেবে বলেছে। তেনটা আমি মাখায় দিচ্ছি। ইণ্ডিয়া থেকে জ্বাহাজ্ব এলেই আমি এ-তেলের জন্য ডেকে কাজ নিয়ে উঠে আসি। তেল সংগ্রহ করি এবং তেলটা মাধায় দি'। রাতে আমার ভালো ঘুন হয়।

ওরা সেলিমের কেবিন অতিক্রম করার সময় সেলিম পোর্ট হোলের ভিতর থেকে কয়েলীর মতো উকি দিল। সেলিম বাংকে বসে পোর্ট হোল দিয়ে এইসব মার্ম্বদের কাজ দেখছে। হাভিয়া-হাপিজের শব্দ শুনছে। ভ্যারিক উঠতে নামতে দেখছে। এইমাত্র এই পথ দিয়ে বড় মালোম গেলেন। ছটো মেয়ে গেল—বোধহয় বড়মিস্ত্রীর ঘরে অথবা ছোটমিস্ত্রীর বাংকে। সে এখানে বসে দ্রের পাইনগাছ দেখতে পেল। এবং পোর্ট হোলের কাঁচ দিয়ে বিজনকেও চলে বেছে দেখল।

ध्विमिकिं वनन, गानि रेक् जिक्।

সে বলল, ইয়েস্, সিক্। টিবিতে ভুগছে।

—টিবিডে কুগছে! হাসপাতালে দিছে না! বড় আকুৰ্বা বন অমিকটি

#### ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ল।

—বড় আশর্ষ! বিজ্ঞন হাঁটতে থাকল। লোকটি ওর পাশাপাশি হাঁটছে। সে বলল কের, এ নিয়ে পাঁচ বন্দর ঘোরা হল। কাপ্তান এতদিন হাসপাতালে দেবেন-দেবেন করছিলেন, এখন শুনতে পাচ্ছি দেওয়া হবেনা। জাহাজ দেশে কিরবে। সেও দেশে ফিববে।

--এসব দেখেও তোমরা চুপ করে আছ !

বিজন দেখল লোকটি যেন এই মুহর্তে বিদ্রোহ করে সকলকে জ্বানাতে চাইছে—জাহাজে একজন জ্বাহাজী টবিতে ভূগছে অথচ ওকে হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছেনা, কাপ্তান কোম্পানীর টাক। বাঁচাচ্ছে। আপনাবা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্ত পেশ ককন।

শ্রমিকটিকে বেশ চিন্তিত দেখাল। পাশের অন্যান্য কুলীলোকদের সে ঘটনাটা খুলে বলল। ওরা সকলে একত্র জমা হচ্ছে। ওরা এই নিয়ে জ্বটলা পাকাতে চাইছে যেন। ওরা যেন বলতে চাইছে—তোমরা সেলর, তোমরা এইসব সম্ভ্রগামী জাহাজগুলোকে বন্দর থেকে বন্দবে নিয়ে যাও, ঝডের দরিয়া পার করে জাহাজের কোম্পানীর প্রতিপত্তি বাডাও—আর তোমাদের চিকিৎসা হবে না, তোমাদের জন্য হাসপাতালের বন্দোবন্ত থাকবে না, কোম্পানী বেইমানী করবে, তোমরা ভেডার মতো ঘাস থাবে—সে ঠিক কথা নয়। তোমরা বিজ্বোহ কয়। সে বিজ্রোহ আমরা যোগদান করব। তোমাদের একতার অভাব, আমাদের একতা ইচ্ছা করলে ধার নিতে পার। দেউলিয়া হবার ভয় নেই।

ভিতর থেকে লম্বা লোকটি বের হয়ে বিজনকে বলল, ইউ বেটার গো টু মিষ্টার ট্রম। তিনি সিম্যান-ইউনিয়নের সেক্রেটারী। ঠিকানা—পাচ কলিন ষ্ট্রাট। ষ্টেশনের পাশ দিয়ে যে বড় এভিফুটো পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে সেখানে গিয়ে থোঁজ করবে। তাঁকে পেলে, ঘটনাটা খুলে বলবে। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

বিজ্ঞন ওদের ধন্যবাদ জানাল। এবং কেবিনে চুকে লোকটিকে এক বোতল সরবের তেল দিয়ে বলল, ইউ হাভ্ ডান এনাক্। আমি আজই মিঃ ট্রের কাছে বাব।

অথচ সে দেবনাথের মূখ দেখে বৃঝতে পেরেছিল—এইসব আবেগধর্মিতার লক্ষণগুলো ভালো নয়। 'সেলিমের উপকার করে ডোর কি আথের হবে এমড ভাব দেবনাথের মূখে। স্কুডরাং স্পষ্টতাই দেবনাথ যেতে রাজী হল না।

বিকেল। শীতের বিকেল। চারটে না বাজতেই শীতের সমূত্রে জলস স্থ্

উন্তাপের জালার ডুব দিছে। গাছগুলো নেডা নেডা। ইউক্যালিপটাসের পাতা খলে পডছে। আকাল থেকে যেন শীতের তুষার ঝরছে। ঠাগুা ঠাগুা—হাত-পা জমে যাবে ভাব। বিজন হাতের দন্তানা টেনে দিল। টুপিতে কপাল ঢেকে দিল। তারপর ধীবে ধীবে গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেল। সমুদ্র থেকে শীতের হাওয়। কের উঠে আসছে।

ইচ্ছা হল বন্দরে নেমে ট্যাক্সি করাব। ইচ্ছা হল তু'শিলিং-এব আপেল কেনাব। এবং ইচ্ছা হল এভিন্নাব টিন-কাঠেব ঘবেব ভিতব ঢুকে তু'দগু জুমা-খেলাব। তবু সেলিমেব জন্ম আপাতত হাঁটতে থাকল সে। ধীবে ধীবে হেঁটে গেলে ঝুলন্থ ব্রিজ্ব অতিক্রম কবতে পনেবো মিনিট, সিম্যান-মিশান বাঁয়ে ফেলে বেলওয়ে স্টেশন অভিক্রম কবতে অনধিক পনেবো মিনিট—তাবপবই চডাই পথে উঠতে গিমে কলিন ষ্টাট মিলবে। নাম্বাব ফাইভ কলিন ষ্টাট। মনে মনে নম্বব মুখন্থ কবাব মতো উচ্চাবণ কবল কথাটা এবং ছুটো স্থন্দবী মেয়েকে বমণীয হতে দেখে শিস দিয়েও ফেলল। এবং যদি ওবা প্রশ্ন কবে অন্থতঃ ওব শিস গুনে, তুমি সিম্যান গ

সে বলবে, ইয়েস্।

যদি বলে, ইণ্ডিয়া থেকে এলে ?
সে বলবে, ইযেস্।

যদি বলে, তুমি গান জান ?

সে বলবে, ইযেস্।

—তুমি ক্রিকেট খেলতে পার ?
সে বলবে, ইয়েস্।

স্থতবাং ওব গান, খেলা এবং এই শঠতা সবই ইয়েসেব কোঠায় পড়বে।

বিজন নিজের মনেই হেসে কেললে। সুন্দবী রমণীবা এখন ঝুলস্ক ব্রিজের উপরে উঠে যাছে। ব্রিজেব রেলিং ধবে কিছু মেবেপুরুষ গুপ্তনে মশগুল। অথচ সুন্দরী বমণীবা ওকে দেখেও প্রশ্ন কবলনা। ওর শিস দেওয়ার অর্থকে ব্যতিক্রম বলে ভাবল না। স্মৃতরাং সে জোরে জোরে হেঁটে ওদের পিছনে কেলে নীচে নেমে একটি চলস্ক ফলের দোকান থেকে ত্ব'শিলিং-এব আপেল কিনল। তারপর ব্লক্লাইটেব বিজয়ী মাটাজরের মতো এইসব স্ক্রমনী য়মণীদের এবং স্ক্রমনের জীড ঠেলে বের হরে গেল। বের হরে যাছে। সে হ'টছে। এখন বেন সহসা মনে হল সেলিম পীড়িত। সে বাংকে গুরে রক্ত তুলছে মুধে। দেশে একমাক্রে

দেখলে সে ভার মাকে শ্বভির কোঠায় সংগ্রহ করতে পারে। সে সামনের বয়স্ক! স্থানরী রমণীকে প্রশ্ন করল, উভ ইউ হেল্প মি ? আপনি কি আমাকে কলিন দ্বীটে বেতে সাহাষ্য করবেন ?

বয়স্কা স্থন্দরী রমণী বলল, তুমি কি স্ট্রেন্জার ?

त्म वनन, हैरव्रम । आभि त्मनव ।

- —এ বন্দরে প্রথম এলে ?
- —ইয়েদ্, এই প্রথম এসেছি।
- —ইওর কান্**ট্রি**?

বিজন দেশের নাম বলল।

—অল্ রাইট। তুমি এদ। তুমি গ্যাণ্ডিম্যান। তুমি ভালো লোক আছ এমত ভাব যেন বয়ক্কা স্থন্দরী রমণীর চোখে।

বিজন শেষ পযন্ত নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গেল। সে দীর্ঘস্থায়ী আলাপে রাজী হল না। নতুবা এদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংশয় সাব তঃসহ রকমেব প্রশ্নের মূথে পডত —এখনও তুর্ভিক্ষ আছে ? এখনও মহামারী হয় ? এখনও সন্ন্যাসীরা গাঁজা খেতে থেতে ধর্মালোচনা কবে ? এখনও হিমালয়েব বকে নাক জাগিয়ে সাধু মহাস্কবা বরকের নীচে ঈশ্বর-উপাসনা করছেন ?

প্রায়শই সে এইসব ক্ষেত্রে চটপট উত্তর দেবার ভঙ্গীতে সহজ হয়ে দাঁড়ার।
এবং কিছু বলে পরিত্রাণ পাবাব চেষ্টা করে। সত্য-মিথ্যা—যে-কোন প্রকারে।
এসব ক্ষেত্রে সে কখনও নিজেকে ছোট করবে না। নিজেকে, নিজের দেশকে ছোট
করার ইচ্ছা তার কোনদিন হয়নি।

একদা ভিক্টোরিয়া বন্দরে একজন ব্রেজিল-গার্ল বলেছিল, তোমার চোখ বড গভীর, তোমার চোখ কবিতার মতো।

সে বলেছিল, আমি যে কবিতা লিখি।

একদা একটি চিলি-কন্যা বলেছিল, তোমার কোমব খুব সরু। তোমার এই দীর্ঘ কোমল চেহারা নাচিয়ের মতো।

সে বুলেছিল, একদা আমি ব্যালেতে নাচতুম।

বিজন এইসব ভাবনার ভিতর এভিন্না ধরে উপরে উঠে যাছে। রেল-ক্রেসন অভিক্রম করে সে ডাইনে মোড় ঘুরল। এখানে সে কিছু ফুলের গাছ দেখল। মিমোসা-ফুলের শুক্তের মতো এইসব ফুলেরা গাছে ঝুলছে। বারা পথ ধরে যাছে, ফুলেরা তালের শরীরের উপর করে পড়ছে। বিজনের ব্লু-র্যাক কোটের রঙে জাফরী

রঙ ধরাল। সে অনেকক্ষণ এইসব গাছের নীচে দ ভিয়ে থাকল। চারিদিকে
নিয়ন আলো, কাঁচের ঘরে আলো জলছে। এই আলোর ভীড়ে এইসব খেতাক
রমণীদের বিজনের বড় ভালো লাগল। ওর আর ইচ্ছে হচ্ছেনা এক পা নড়তে।
ওর ইচ্ছে নেই এখন কলিন ষ্টাটের পাঁচনম্বর বাড়ীতে চুকে নীরস আলোচনায় ভুবে
থেতে। তার চেয়ে বরং এই ভালো। বিদেশী এইসব ফলের ভীড়ে দ ভিয়ে
হ'দণ্ড সাগরের হুংথকে ভুলে এই সুখহুংথে ডুবে যাওয়।

অথচ সে দাঁড়াতে পারলো না। বন্দরে সেলিম, ওর কাসি, ওর নিরীই মাছের মত চোথ বিজনকে তাড়া দিছে। বিজন ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা অতিক্রম করে বড় হলষরটায় ঢুকে গেল। গায়ে পেতলের প্লেটে লেখা—পাঁচ, কলিন খ্রীট। পাথরের উপর খোদাইকর। সাইনবোর্ড। লেখা আছে—ন্যাশনাল সিম্যান ইউনিয়ন। নীচে লেখা রয়েছে—জাহাজীরাও আপনার আমার মতো মানুষ।

এইসব বড বড় হরফে বড় বড় কথা পড়তে পড়তে বিজন হল্যরে চুকে গেল। পাথবের দেয়ালে বড় বড় সব ছবি ঝুলছে। পায়ের নীচে মস্থণ পাথরে ওর প্রতিবিম্ব সচল। মহুণ পাধরে ওর চেহারা আয়নার মতো ধরা পড়েছে। বিজ্ঞন সম্ভূর্পণে হাঁটল। সম্ভর্পণে পাথরের আর্শিতে নিজের মূখ দেখল, কারণ অন্য কোন মুখ অথবা অন্য কোন শব্দ এ-হল্বরে ভেসে উঠছে না। সে বিশ্বিত হল। পাথরের দেয়ালে কিছু তৈলচিত্র। কিছু দামী আলো এবং এইমাত্র পালিশ-করা জুতোর রঙে এইসব দেয়াল, এইসব ছবি। সে একবার ভাবল বরং চলে যাওয়া যাক। বরং কাল **পেবনাথকে বলে কয়ে একসঙ্গে আসা যাবে। এই নিঃসঙ্গ পুরীতে বিজন ভীত** এবং বিহবল হয়ে পড়ল। অথচ সে এখন দেয়ালের কিছু কিছু তৈলচিত্র চিনতে পারছে — ওরা সেক্সপীয়ার, টলস্টয় এবং আরও সব মনীষীদের পাশে ট্যাগোর— জন্ম ১৮৬১...মৃত্যু ক একটা সালের নাম। ট্যাগোর ক্রেরপর জন্মমৃত্যুর কথা ভেবে ওর কিঞ্চিৎ সাহস জন্মাল। সে চারিদিকে চোথ তুলে একবার ভাকাল। উত্তরের দিকে পাধরের দেয়ালের একটা দরজা স্বয়ং খুলে যাছে। এবং একজন প্রোঢ় বের হয়ে আসছেন। তিনি যেন কোন যক্ষপুরী থেকে উঠে আসছেন। দে তাঁকেই কোনরকমে প্রশ্ন করল, মি: ট্রন্নের সঙ্গে দেখা করতে চাই। প্রশ্ন করে ট্যাগোরের ছবির প্রতি কের নজর কেলে নিজের অন্তিম্ব সম্বন্ধে গৌরব বোধ করল।

ভদ্রলোক বললেন, দরজা ঠেলে ভিতরে যান। ওঁর ষ্টেনো এলবি আছেন। তাঁকে প্রশ্ন করুন। শেষে ভদ্রলোক ওকে গুড়বাই ভলীতে বিদায় জানালেন। বিজ্ঞন একান্ত বশংবদের মতো দরজ্ঞা ঠেলতেই ভিতর থেকে জবাব এল, কাম ইন, কাম ইন!

বিজ্ঞন এই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কোন মুখ দেখতে পাচ্ছেনা অথচ অপ্রত্যাশিত মেহমানের মতো ডাক ওকে বিচলিত করছে। যেন সে দেয়াল-ঘেরা কোন যক্ষপুরীতে এসে ঢুকেছে। সেখানে দেয়ালের ভিতর থেকে একটিমাত্র নারীকণ্ঠের স্থবাব, কাম ইন, কাম ইন। এবং সে ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে বলেই দেখতে পেল মেয়েটি টেবিলের উপর ঝুঁকে কাজে ব্যস্ত। সে একবার চোগ তুলে দেখছেনা। দেখল না। কে এল কে গেল সে দেখল না। সে হাত তুলে ইসাবায় ওকে সামনের চেয়ারে বসতে বলছে। ছোট চিলতে করিডরের মতো এই একফালি ঘরে একটি টেবিল সহু মেয়েটিকে খুব ভিন্নধর্মী বলে মনে হচ্ছে।

সে চেম্বারে বসে ইতন্তত দেয়ালে নজর দিতেই দেখল মেয়েটির দেয়ালের কীলকেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং—থেন উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্মিত হাসিতে এইসব অতিধি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছেন। ছবিটি হাতে আঁকা বলেই বিজনের মনে হল। কোন ছবিব যেন নকল। এইটুকু দেখে এবং ভেবে বিজনের বিচলিত ভাবটুকু কেটে গেল। সে প্রশ্ন করল, মিঃ ট্রয় থাকলে দেখা করতাম।

এশ্বি চোথ ত্লে বিজনকে দেখলে।। একজন স্থপুরুষ বিদেশী যুবাকে দেখল। যুবাকে দেখে গোলে ওর নির্লজ্জ ভাব। চোথের পাতা পড়ছেনা। বিজনকে দেখে লেজারের হিসাব কষছে এমত ভাব চোখে। চোখের পাতা পড়ছেনা—দৃষ্টি এমত দৃঢ়, আত্মপ্রতায়ে গভীর। এই নির্লজ্জ ভাবটুকু বিজনের ভালে। লাগল না। বস্তুত বিজন খুব আড়াই বোধ করছে।

—তিনি তোনেই। তোমার কি দরকার আমাকে বলে যাও। তিনি এলে বলব। বিজন বলল, প্রয়োজন আমার অনেক। তোমাকে আমার প্রয়োজনেব কথা অনেকক্ষণ ধরে গুনতে হবে।

#### --ভনব।

সব ঘটনাই মিঃ ট্রয়কে কিন্তু বলতে হবে।

এল বি হাসল। এল বি বিদেশী যুবাকে ফের কৌতুহলের চোখ নিয়ে দেখছে। এবং সেই পুরুষের মতো দৃষ্টি—যা বিজন সহা করতে পারছে না। সে এলবিকে সাধারণ যুবতীর মতো দেখে, খুনী হতে চাইল।

এল বি বলল, তুমি বল, আমি নোট করছি। নিজের ভুলটুকু ব্রুতে পেরে বিজনও হাসল।—তোমাকে নোট নিতে হবে না। मृत्थं वनल्प छनता । घटनाठी इटव्ह भार्थ वन्मत्त्र...

এল্বি এ-সময় বাধা দিল বিজনকে, জাহাজটার নাম বল। তোমরা কোন্ ক্রে, কোন দেশ থেকে এসেছ সব বলতে হবে।

—জাহাঙ্গটার নাম 'এস/এস টিবিড্ ব্যাংক্'। আমরা ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি। —তারপর ?

বিজন জাহাজেব সব ঘটনা, সেলিমের বর্তমান গবস্থা, এমনকি সারেও এবং কাপ্তেনের গোট। বড়বন্ত্রেব কপাও খুলে বলল। বিশেষ কবে মেরেটির স্বাভাবিক আগ্রহে সব খুলে বলতে পাবল। এখন সে আর কোন আড়প্ততায় ভূগছেনা। এখন সে রবীক্রনাথকে দেখে বীতিমতো উত্তেজিত হতে পাবছে। সে এবাব একটু ঝুঁকে বলল, এব একটা বিহিত করতেই হবে দয়া করে। নতুবা বেচারা বিনা চিকিৎসায় মাবা পড়বে। বেচাবাব ঘরে বিবি আছে। ছোট একটি মেয়ে আছে। ওবা সব ওবই পথ চেয়ে বসে আছে।

এখন বিজনকে দেখলে কে বলবে, এ জাহাজী বিজন ! কে বলবে এ বিজন কথায় কথায় শিস দেয় ! কথায় কথায় মিধ্যাকথা বলে বিদেশী রমণীকুলে বাহবা নিতে চায় । বিজনেব চোখ মুখ মান্তবেব ভালো করার প্রবৃত্তিতে বস্তুতই সজল হয়ে উঠছে এখন ।

এল্বি বলল, নিশ্চিন্ত থাক। মিঃ উয় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে এ স্থিয়ে ভাবতে হবে না। জাহাজীদেব ভালে। করাই আমাদের কাজ।

বিজন ওঠবাব সময় ফের রবীন্দ্রনাথকে দেখল এবং অদম্য কৌতৃহলকে চাপতে না পেবে বলল. আমরা ট্যাগোবেব দেশ থেকেই এসেছি। তোমরা ট্যাগোরের ভক্ত দেখছি। দেখি তোমরা এখন আমাদেব জন্য কন্তটা করতে পার।

— তুমি ভারতবর্ধের লোক ? কিন্তু ভারতবর্ধতো বিরাট দেশ ! এথানে পাচ বছর আছি। ভারতবর্ধ থেকে আসা কিছু কিছু জাহাজীদের সঙ্গে, জামার আলাপ হয়েছে ! অথচ ছর্ভাগ্য ওরা কবির ছবি দেখেও কোন কৌতৃহল প্রকৃষ্ণ করেনি । বিশ্রী ধর্নের পোশাক পরে ওরা এথানে এসেছে । চেয়ারে না বসে, থেরেতে বঙ্গে পড়েছে । শীতে দেখেছি ওরা ভয়ানকভাবে কাঁপত ।

বিজন বলল, ওরা এখনও আছে। জাহাজে গেলে তুমি ওমের এখনও মেশতে পাবে।

এল্বি বলল, ভারতবর্ষের লোক ভাবতে তোমাকে কষ্ট হয়। বিজ্ঞন বলল, মাপ করবে। যারা তখন ছিল এখনও আছে। ভালের জাহানী ব্দীবনের এক বিচিত্র অধ্যায় আছে। ওরা আসছে চট্টগ্রাম, নোয়াধালি, সন্দীপ অঞ্চল থেকে। ওরা অজ্ঞ। চাষী পরিবার থেকে ওরা আসছে।

বিজন ভাবল—এইসব জাহাজীদের জাতীয় পোশাকের প্রতি এল্ বির তীব্র ম্বা। বস্তুত লুদ্দি এবং কাঁধে গামছা ফেলে এইসব জাহাজীদের বড় বড় এভিয়া ধরে হাঁটা এবং নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দেওয়া এল্ বির কাছে বিশ্বকবিরই যেন অবমাননা। সেজন্য বিজনের ফুর্লভ ইংরেজী বলার কায়দা এবং উজ্জল বিদেশী পোশাক, উপরস্ত কবির প্রতি শ্রদ্ধাটুকু এল্বিকে বিজন সম্বদ্ধে অভিভূত করেছে। বস্তুত এল্বি ভারতবর্ষের দারিদ্রাকে সন্থ করতে পারত না। আজও পারছে না। ওর চোথে মুখে এইসব যেন ধরা পড়ছে।

বিজ্ঞন বলল, ওরা অজ্ঞ নিরক্ষর বলেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ওদের কোন কোতুহল নেই।

এল্বি সহসা বলল, বাবা কবিকে ইউরোপে দেখেছেন। তুমিও কবির দেশের লোক। তুমি কবিকে দেখেছ?

সহসা এই জবাবে বিজন কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। ওর জাহাজী মনটা ধীরে ধীরে ওর অন্তিত্বকে গ্রাস করছে। সে বলল, নিশ্চয়ই। নিমতলা থেকে বটতলা বেশী দূর নয়। নিমতলার কাছেই জোডাসাঁকো। আমরা ছেলেবেলায় ও-পাড়ায় কত খেলতে গেছি। কতদিন আমরা কবিকে দেখে প্রণাম করেছি। তিনি তথন প্রায় অচল।

—তুমি ওঁকে প্রণাম করেছ ! তুমি ওঁকে স্পর্শ করতে পেরেছ !

বিজ্ঞন বিনয়ের আধার হয়ে গেল। বিজ্ঞন বলল, কবি আমাদের আশীবাদ করতেন। বলতেন, ভালো ছেলে হবে, দেশের হু:খ দূর করবে।

এল্বি ফের আশ্রর্ঘ এক শ্রদ্ধার ভঙ্গীতে বলল, তুমি ওঁকে স্পর্শ করতে পেরেছ, প্রধাম করতে পেরেছ!

বিজন দেখল এল্বির চোথ ঘূটো শ্রান্ধ গভীর হয়ে উঠছে। এল্বি একবার 
ঘাড় ফিরিয়ে রবীশ্রনাথের ছবি দেখল, একবার বিজনকে দেখল। কবির খ্ব
নিকটের একজন যুবাকে স্পর্শ করার প্রকট ইচ্ছায় সে হাত বাড়িয়ে দিল।
বেন বলতে চাইছে—তুমি বি-জন, তুমি কবিকে স্পর্শ করেছ, তুমি কবির দেশের,
ধরের লোক। এল্বির মনে এইসব ভাবগুলো কাজ করছে।

এল বি বলল, বাবা তথন ইউরোপে ছিলেন। বাবা কবিকে ইউরোপে দেখেছেন। বাবা মাকে এবং আমাকে বলতেন, হি ইঞ্চ এ কোটা, জাত আঞ পিটার অর পদ। বিজন সেই ঋষিপুরুষের আশীর্বাদ পেরেছে। এল্বি বিজনের আরো ঘনিষ্ঠ হতে চাইল।

এলু বি বলল, ভোমবা আব কডদিন থাকবে এ-বন্দবে ?

—প্রায় মাস হুই। জাহাজ এখানে মাস হুই বসবে। **ড্রাইডক্ হবে।** মেবামত হবে।

সহসা এল বি বলে বসল, আমাব একটা অমুবোধ ভোমায় বক্ষা কৰভে হবে।

বিজন একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তবু সে বলল, বল, বাধব। যদি ক্ষমতায় কুলোয় নিশ্চয়ই বাধব।

—তোমাব কাছে আমি ট্যাগোবেব কবিত। বা লা-ভাষায গুনতে চাই।
আমাব অনেকদিনেব ইচ্ছা। যখন থেকে ট্যাগোবেব কবিতাব সঙ্গে প্রথম পরিচিত
হই তখন থেকে ইচ্ছা—তোমাব দেশে যাব, ভাবতবর্ষকে দেখব। কবিব শান্তিনিকেতন দেখব। আমি এইজন্ম প্রথম থেকেই টাকা জমিয়ে আসছি। কবির
কবিতা বাংলাভাষায় গুনব—কত দিনের ইচ্ছা আমাব।

—তাব জন্য কি আছে ? সেলিমেব ঝামেলাটা চুকে যাক। তাবপব একদিন তোমায় শোনানো যাবে।

এল বি চোধ বুজল। যেন রবীক্রনাথকে, তার দেশকে, বিজনকে অমুভব করার জন্যই চোধ বুজল। বিজন এই আবেগধর্মিতার বিমুগ্ধ হল না। ববং পীডিত হল। সাহিত্যেব অ-আ-ক-ধ সম্বন্ধে যাব কোন স্পৃহা নেই, তাকেই এই নিদারুণ সভ্যে টেনে আনাব কী যে অর্থ, বিজন বুঝতে পাবল না। তবু সে ভাবল, হাতে অনেক দিন, পরে ভেবে যা হয় কিছু একটা বলা যাবে।

বিজ্ঞন এবার উঠতে চাইল এবং বলল, তোমাব নামটা জানা হল না।

এল্বি বলল, আমাকে সকলে এখানে এল্বি বলেই জানে। পুৰো নাম সিসিল এলবার্টি। মিস এলবার্টি বলেও ডাক্তে পার।

এলবি পুনরায় শ্বরণ করিয়ে দিল, আমি তোমায় কবিতা শোনাবো। ট্যাগোরের কবিতা।

বিজ্ঞন ভাবল, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল।

সে চলতে থাকল।

এসময় এলবি ওর সামনে এসে দাঁড়াল এবং হাওলেক কবল। ভারপর প্রাশ্ব করল, জাহাজ ভোমার কোন্ ডকে নোঙর ফেলেছে ? —সাউপ-ওরাকে । বিজন এবার দৌড়ে পালাবার মতোই হলষর থেকে বের হরে রান্তার নেমে গেল এবং ত্রুসহ ভার থেকে যেন মুক্ত হল ।

ডেকে তথন পুরোদমে কাজ চলছে। এন্জিন-রূমেও। এন্জিন-রূমে বড় বড় প্রেট সব ক্ষেপ করা হছে। বড় বড় সব অক্সিজেনের বোতল নামানো হছে। ক্ষায় ক্ষায় কাজ; জাহাজীরা রঙ করছে ফানেলে, বোট-ডেকে। একজন তৃজন কবে সকলে উকি মেবে যাছে সেলিমের কেবিনে। বিজন গতকালের ঘটনার কথা কাউকে বলেনি, সে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করতে চায়। শুধু আজ সে কিনারার লোকদের ডেকে সেলিমের অবস্থা দেখাছে। দেখাল—এইখানে সেই লোকটি থাকে, তাকে তোমরা দেখে যাও।

প্রচণ্ড শীত এবং হাওয়াব জন্ম জাহাজীদের হাতে কাজ তেমন জমছে না। ওরা ফানেলের উপর ঝুলে অথবা বোটেব উপর দাঁডিয়ে শীতে কাঁপছিল। মাঝে মাঝে গ্যালীতে গিয়ে আগুনের উত্তাপ নিয়েছে। শক্ত হয়েছে ওরা এবং রাত্রির কোন আকস্মিক যৌন ঘটনার কথা ফলাও করে বলে কোন জাহাজী বাহবা নিতে চাইছে।

বিজ্বন নীচে দাঁড়িয়ে ফানেলে যে রঙ করতে উঠে গেছে তার দভিদভা টিল দিয়ে অথবা শক্ত করে বেঁধে রেখে কাব্দে সাহায্য করছে। আকাশ তেমনি আর্শীর মতো। বন্দরের পাইনগাছ থেকে তেমনি পাতা ঝরছে। এ শীতেও এনজিন-ট্যাণ্ডল পুরানো কোট গায়ে লুন্ধি পরে নীচে নেমে গেল। জেটি ধরে হাঁটতে থাকল। গতরাতেও এনজ্বিন-ট্যাণ্ডল শীতে কাপতে কাপতে বন্দরে নেমে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরের পথ ধরে সহরে উঠে গেছে। পুরানো বাজারে গিয়ে তু-শিলিং তিন-শিলিং দাম দিয়ে পুরানো জামা-কাপড় কিনেছে। জাহাজীরা আফ্রিকার বন্দরে অথবা ফিজি দ্বীপে ওগুলো বিক্রি করবে। গতরাতে কেরার পথে ট্যাগুল শীতে যথন আর হাঁটতে পারছিল না, যথন সন্তায় যৌন সংযোগের দায়িত্ব পালন করে আর হাঁটতে পারছিল না, তথন বুড়ি মেমসাব এই বুড়ো ট্যাগুলকে একটা দামী ওভারকোট গাড়ী থেকে দয়াপরবর্শ হয়ে ছুঁড়ে দিরেছিল। ভোরে সে দামী ওভারকোটটাকে সকল জাহাজীদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেশ বলেছে—বুড়ী মেমসাব দিল। শীতে রান্তার কাঁপছিলাম, বুড়ী মেমসাব দিরে দিল। গতকাল এইসব ভারতীয় নাবিকদের কথাই এলবি হঃখ করে বলছিল। বিজন কানেকের নীচে দাঁড়িয়ে এনজিন-ট্যাগুলকে সহরে উঠে যেতে দেখছে আর বিরক্তিতে কেটে পড়চে।

বিজন ফানেলের পাশ থেকে অন্য জাহাজীকে উদ্দেশ্য করে বলল, মকব্ল, দেখলি এন্জিন-ট্যাগুলের কাগু। আজও এই ভোরে শীতের ভিতর পুলি পরে বন্ধরে নেমে গেল। দেশেব জাত-মান সব ডুবাচ্ছে। তোরা কিছু বলতে পারিস না ওকে ?

বিজ্ঞল দেখল মকর্লেব মুখেও এমত ইচ্ছা—শীতের বাতে নীলরভের পায়জামা পরে ছেঁডা কোট গাযে বেব হয়ে যাওয়া, পথে দাঁডিয়ে শীতে কট্ট পাওয়া এবং কোন পুরুষ অথবা মহিলাব দাক্ষিণ্য গ্রহণ কবা। বিজন ভাবল, শীতেব রাত, রান্তায় বরফ পডছে, তবু নীল মার্কিন কাপডেব জামা পায়জামা শবীবে এঁটে এইসব জাহাজীদেব ভীড কিনাবায়। এইসব জাহাজীবা ভাবতবর্ষ থেকে আসে। বড গবীব, বড নিঃম। এইসব জাহাজীদেব ইংবেজ জাহাজ কোম্পানীব মালিকেবা কলকাতা বন্দব থেকে ধবে নিয়ে আসে। তাদেব থেতে দেওয়া হয় বাসি গক্ষ্ব মাংস, ডাল ভাত। মাঝে মাঝে বাঁধাকপিব তবকাবি দিয়ে কোম্পানী বদাগ্যতা দেখায়। এইসব জাহাজীব। বন্দবে লুদ্ধি পবে, ছেঁডা ওভাবকোট গায়ে শীতেব রাতে ঘন আঁধাবে বুড়ী মেমসাবদেব খুঁজে বেডায়। দাম যত কমে হয়, জিনিষ ষত নীবস হয় ক্ষতি নেই, তবু যৌন সংযোগটুকু বক্ষা কবতেই হবে। তথন বিদেশে এলবির মতো বমণীবা ভাবে ওবা অসভ্য, ওবা বর্বব। একদা পৃথিবীব সব বন্দব-গুলোতে কলকাতা বন্দরেব এইসব নাবিকেরা ঘূবে বেডিয়েছে। পৃথিবীব সব বন্দবে বন্দবে ভাবতবর্ষকে ওবা নো বা নিঃম্ব প্রতিপন্ন কবেছে। আঞ্চ ও কবছে। অব্বচ বিজ্বন ভাবল, এব বিৰুদ্ধে নালিশ নেই। যতদিন এবা থাকবে—এনজ্বিন-টাাগুলেব মতো এইসব লোকগুলোও থাকবে।

বিজন এইসব ভেবে এত বিবক্ত এবং অন্যমনস্ক হয়ে পডেছিল যে কখন মকব্ল ফলঞ্চার দডিতে টিল দিতে বলেছে, কখন ইটন এসে ওব পাশে দাঁডিয়েছে এবং ওর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য কবে উভয়ে হাসছে—বিজন তাব কিছুই ধবতে পারে নি

हेडेन वनन, ७७ मनिः।

विष्कृत वनन, हैरप्रम, ७७ मर्निः।

তারপব ওবা সকলেই লক্ষ্য কবল জাহাজে কেমন একটা চঞ্চলত প্রকাশ পাছে। অনেকগুলো মোটরগাড়ী এসে বন্দরে থেমেছে। সব লহা চৌকো মুখওয়ালা লোকেবা জাহাজে উঠে আসছে। ডেকের উপব সব লাহালীরা, কিনারার লোকগুলো হাত তুলে আকাশ দেখছে। ইটনও আকাশ দেখল, বিজনও আকাশ দেখল। দেখে বিশ্বিত হচ্ছে। ইটনের মুখ রহস্তময় হর্মে উঠেছে, ইটন

## বলছে—কেমন, কাজ হল তো।

কানেলের চূড়ার ঝুলে মকব্ল প্রশ্ন করল, আকালে এরোপ্লেনটা কি লিখছে রে ?
বিজন দেখল একটা এরোপ্লেন আকাশটাকে স্লেটের মতো ব্যবহার করছে।
গ্যাস দিয়ে বড় বড় হরকে ভোরের খবর দিছে। 'দি ডেইলি হেরাল্ড'-এর খবর।
হয়ত উড়োজাহাজটা ভাড়া করা—কিংবা ওদেরই। বিজন তুটো বড় খবরের পর
পদলঃ দি শিপ এস/এস টিবিড ব্যাংক উইল বি ব্যাক ব্যন্ড, ইক্ সেলিম···।

মকবৃল ফানেল থেকে বিরক্ত করছে। মকবৃল বার বার প্রশ্ন করছে—আকাশে ছাহাজটা কি লিখছে রে? বিজন এইসব পড়ে অধীর হয়ে উঠেছে। সে মকবৃলকে বলল, সেলিমকে হাসপাতালে এক্স্নি না দিলে জাহাজের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সিম্যান-ইউনিয়নের সেক্টোরি এই ছমকি দিয়েছেন।

ইটন বলল, কাল রাতে এখান থেকে যারাই কাব্দ করে ঘরে ফিরেছে তারাই ইউনিয়নে খবরটা পৌছে দিয়ে গেছে।

বিজন ভাবল, সব যেন মন্ত্রের মতো কাজ কবল। এখন জাহাজে খুবই লোকের ভীড়। সকলে কাজ থামিয়ে দিয়ে ব্যাপাবটা দেখছে। কোল্পানীর এজেন্ট পর্যস্ত জাহাজে উঠে এসেছেন। মি: উয় এবং আরো আনেক সব লোক। কার্করা এসেছেন। ওরা প্রথমে ব্রীজে উঠে গেল। কার্যানের ঘরে চুকে গেল আনেক। কার্যানেক খুবই বিষণ্ণ দেখাছে। তিনি এই খবরে প্রথমে খুবই অধীর এবং উত্তেজিত হয়েছিলেন। তুই সারেওকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কে এ-খবর ইউনিয়নে পৌছে দিয়েছে, কার এমন হিম্মত ? সেলিমের দরজা কে খুলেছিল? ওর পোর্টহোল কেন বন্ধ ছিল না? এইসব প্রশ্নের শেষে তিনি দেখলেন স্বয়ং এজেন্ট এবং অন্যান্য সব দায়িত্বলীল কর্মচারীরা ওঁর কেবিনে চুকে যাছেন। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না—এত উত্তেজিত। তবু এইসব দায়িত্বলীল কর্মচারীদের দেখে কেমন বিব্রত হয়ে পড়লেন। মি: উয় নানারকম প্রশ্ন করে উকে আরো বিব্রত করে তুলেছেন। বিজন, ইটন এবং মকবুল, পরে দেবনাথ পর্যস্ত কানেলের প্রভিতে এসে সম্বর্গনে কান্তাদের কেবিনের সব খবরগুলো শুনছিল। ওরা শুনে বলল, শালা ঠিক জন্ধ হয়েছে এতদিনে।

বিজ্ঞন মনে মনে এলবিকে ধন্যবাদ জ্ঞানাল। এলবির লছা চোখ এবং জিমের মতো মুখের গঠন ওর চোখে এখন প্রীতির জ্ঞােরারে ভাসছে। ওর কালাে চুলে মনােরম গন্ধ, বিজ্ঞন গতকাল তা টের পেরেছে। গতকালের অসহিষ্ণু ভাৰটুকু জার ওর ভিতর নেই! এলবিকে সে ক্বতক্রতা জ্ঞানাতে পারলে খুলি হবে এমড

ধারণায় বোট-ডেকে এবং নীচে ভীড়ের ভিতর এলবিকে খুঁজন। এবং খুঁজভ থাকন। অথচ এলবিকে যেই বোট-ডেকে উঠে আসতে দেখল, বিজন তাড়াতাড়ি মাস্টের আড়ালে আত্মগোপন করল।

এলবি, মিস্ এলবার্টি এবং সিসিল এলবার্টি যে-কোন নামেই ওকে ডাকা চলে। সে এই ছায়া-ছায়া অঞ্জলে য়দি এই নামে ডাকে নিশ্চয়ই এলবির সাড়া পাবে। এলবি এখন ত্'নয়র বে!টের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও যেন কাপ্তানের ঘরের দিকে উঠে যাচছে। বিজ্ঞন সব দেখেও এলবিকে গুড় মর্নিং বলতে পায়ল না, ক্বতজ্ঞতা জানাতে পায়ল না। এলবির সঙ্গে যে-কোন পরিচয়ই এ-মূহুর্তে এ-জাহাজে মারাত্মক। কাপ্তান তাার বিরক্তিভাবটুকু কলকাতা বন্দর পয়স্ত পুয়ে রাখবেন। সারেও সেই ভাবটুকু কলকাতা পয়স্ত জিইয়ে রাখবেন। তারপর এক শুভদিনে বিজ্ঞানের নলীতে লাল তুটো দাগ পভবে। বিজ্ঞন ক্ল্যাকলিক্টেড হবে।

স্থতরাং সে এলবিকে দেখে আত্মগোপন না করে পারল না। তাই সে এলবিকে দেখেও এই মাস্টের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এলবি সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। সে যেন কোন জাহাজীকে প্রশ্ন করছে, বি-জ্বন, বি-জ্বন কোথায় কাজ করছে?

বিজ্ঞন আঁতিকে উঠল। সে ধীরে ধীরে টুইন ডেকে নেমে গেল। এবং ত্র'লাকে ফলা পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে নিজের ফোকসালে চুকে দরজা বন্ধ করার আগে অন্য জাহাজীদের বলে দিল, কেউ ওকে যদি খোঁজ করে তবে যেন বলা হয়, সে জাহাজে নেই। বন্দরে নেমে গেছে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাংকে বসে ইাপাতে থাকল।

কি সর্বনাশ—বিজ্ঞন ভাবল। বিজ্ঞন নিজের ভূলের জন্য নিজেই কেপে পেল। গতকাল যা ওর সবচেয়ে বেশি বলা দরকার ছিল, এলবিকে তাই বলা হর্মন। ওর বলা উচিত ছিল, এ ধবর তোমাদের আমি পে ছি দিলাম এ কথা যেন জাহাজের কেউ না জানে। তবে আর গরীবের চাকরীটা থাকবে না। সেলিমের সঙ্গে তবে আমিও মরব। অথচ সেই কথাটাই এলবিকে বলা হয়নি।

এলবি এদিকে এসে দেবনাথকেও প্রশ্ন করল, বিজ্ঞন কোথায় ?

দেবনাথ ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বলন, বিজন তো এখানেই ছিল। ব'লে ইডব্ডও এদিক ওদিক চোধ তুলে তাকাল<sup>া</sup> তারণত বলন চল ক্রেভিতে<sup>।</sup> বৈধিক্য সে সেধানেই আছে। নীচে নামবার আগে এলবিকে নিরে দেবনাথ একবার ভীড়ে বিজনকে খুঁজে দেখল। তাকে ওবা সেখানে পেল না। সেলিম ভীডের ভিতর স্ট্রেচারে ভরে আছে। সেলিম কাঁদছে। সাবেও ব্ঝ-প্রবোধ দিছে। বলছে, ভালো হরে গেসেই কোম্পানী তোকে দেশে পাঠিয়ে দেবে। কাঁদছিস কেন ? ভালোর জন্যই তোকে হাসপাতালে দিছে।

বিজন এই বাংকে বসেও যেন টেব পাচ্ছে—এইমাত্র সেলিমকে ধরাধবি করে নীচে জেটিতে নামানে। হল। সেলিম কাঁদছে। সে বলেছিল, বিবিব কোলে মাথাবেখে মববে। সে বলেছিল, আমাব দেশেব মাটিতে আমার কবর হবে। সে একথাগুলো বিজনকে বলেছিল। ওব খুব ত্বংখ হচ্ছে এসময়—সে কাছে থাকতে পাবল না, বলতে পাবল না—বোজ আমি যাচছি। বিকেলে যাব। তুই ভয় পাবি না। তুই ভালো হয়ে উঠবি—বলতে পারল না—তথন দবজাটা কে যেন ঠেলছে। সে এই বাংকে বসে দেবনাথের গলার শব্দ পেল। দেবনাথ বলছে—এই, দরজা খোল। দবজা বন্ধ কবে ভিতবে কি কবছিস ?

বিজ্ঞন দ্বজ। খুলতেই এল্বিকে দেখল। এল্বি দেবনাথেব একপাশে দাঁডিয়ে হাসছে।

विष्कृत वलन, ७७ मनिः।

- —তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়বান।
- —কেন, এখানেই তো ছিলাম।
- —এথানেও খুঁজেছি।

বিষ্ণন বিব্ৰত হযে পড়ল।

এলবি ভিতরে ঢুকে বলল, টুয়কে কিন্তু সব কথাই খুলে বলতে পেরেছি।

বিজন ধন্তবাদ জানল। তাবপর বলল, বোসো।

ছোট বর, সোকা নেই। 'একটা ইন্সিচেয়াব আছে, কিন্তু পাতবার জায়গা নেই।

ওরা তিনজন এমত কথায় হাসল।

এলবি বলল, আমি বেশীক্ষণ বসব না। হাতে অনেক কাজ। তোমার সংস্কৃ,
কোষা করার জন্য দেরী হয়ে গেল। ওরা হয়ত এতক্ষণে চলে গেছে। সেলিমকে
রয়েল হাসপাতালে রাখা হছে। আশা করছি বিকেলে ওকে দেখতে যাবে। বেতে
অক্স্বিধা হলে, আমার ওধানে চলে বেও, সেখান খেকে আমি তোমার নিরে যাব।
ব'লে সে আর বসল না ঁ তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল।

ওরা ছজন কোকসালে বসে এলবির পায়েব শেষ শন্তুকু পর্যন্ত মিলিয়ে যেতে গুনল। দেবনাথ আবও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল বিজ্ঞানেব। বলল, কি কবে এ-মেয়েকে ধরলি ?

বিজন গোপনীয়তা বন্ধাব জন্য ব্যস্ত। স্থতবাং সে এ-ব্যাপাবে আদৌ উচ্ছল হল না। আদৌ মুখব হল না। সে জবাবে শুধু বলল, পথে আলাপ।

তাবপব ওবা হজন চুপচাপ। গ্যালীতে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। ওবা সেই গন্ধ নীচে বসে পেল। ওবা হজন কথা বলল না, তখন এক এক কবে সকলে এসে নীচে নামছে। যে যাব হাত মুখ ধুলো। খালা-মগ ধুলো। এবং ধীবে ধীবে উপরে উঠে গেল। ওবা ভোবেব এই আকস্মিক ঘটনাম্ব বিশ্বিত হযেছে, খেতে বসে সকলে এমত ভাব প্রকাশ কবতে চাইল।

বিজন এই শীতেব বিকেলে ডেকে এসে দাঁডাল। ওব পোশাক এবং মুখেব কমনীয়তায় শীতেব বঙ অথবা সমূদ্রেব বঙ। ওব শবীবেব বঙে আশ্চম স্নিশ্বতা। শীতের দেশে ঘূবে এবং সমূদ্রেব নোনা হাওয়ায় শবীবেব বঙ কমনীয় হতে হতে ক্ষাৰ্থক ভোবে বিজন যেন বিদেশীব মতো কথা বলতে শিখল।

সে বেলিঙে দাঁভিষে দেখল ছটো সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দবে এসে নোওব কবেছে। সে ওদেব ফানেলেব বঙ দেখেই বুঝল ওবা আমেবিকান জাহাজ। সে বন্দর দেখে বুঝল ওবা এখানে ইস্পাত-জাতীয দ্রব্য নামাবে। এব হয়ত অন্য কোন বিকেলে ভেড।ব মাংস অথবা ফলেব রসদে বোঝাই হয়ে অন্য বন্দবে পাডিদেবে।

শেষে অন্যান্য অনেক জাহাজীব মতো সেও সেলিমেব কয় ফোকসাল অতিক্রম কবে গ্যাংওয়ে ধবে বন্দবে নেমে গেল। অন্যান্য দিনেব মতো সে আজ সাধাবণ জাহাজী হয়ে পথ ধবল না। সব বিছু দেখেই সে চোথ ফেবাল না। লৈ চলতে থাকল। একজন স্থায়ী বাসিন্দাব মতো সে এই ঝবা পাইনেব পথ ধবে সহরে উঠে যাছে। ঝুলস্ত সেতু অতিক্রম কবে বন্দবের সিম্যান-মিশান বাঁয়ে ফেলে উঠে যাছে। সেই পাঁচ কলিন খ্রীট ও সেই মেয়ে এলবি। সে নির্দিষ্ট আজানায় উঠে যাওয়াব জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকল। মোটরে বসে এলবি এবং ওর ইউনিয়নের হলঘব, ওব চিলতে ঘবটুকু প্রদাবি অন্দরী, সে স্থাধে আছে প্রাবির চোধ গভীর, আত্মপ্রতায়ে দৃচ প্রাকৃতিক মনে মনে স্বন্ধরী বিদেশী রমণী অথচ আপনার মতো করে দেখার এক সবিক্রম্ব কোত্তিলৈ সে খ্রীভিত হতে

শাকল। এবং সহসাই স্মরণ করতে পারল—এলবি যদি বাতিকগ্রস্ত রুসীর মতো কের বলতে থাকে—তুমি ট্যাগোরের কানট্রি থেকে এসেছ, তুমি কবির কাছের লোক, তুমি কবিকে দেখেছ স্থতরাং তুমি কবির আবৃত্তি করে শোনাও। তুমি আমাকে বাংলাভাষা শেখাও। আমি মূল কবিতার রস পেতে চাই। তা হলে… তা হলে! সে শরীরের আড়ষ্টতায় এমত উচ্চারণ করে কেমন জডবং বসে থাকল, সে ডাইভারকে বলতে পারল না তুমি বন্দরে চল, পাঁচ কলিন ষ্ট্রাটে যেয়ে আমার দবকার নেই।

হলমরের দরজায় বিজন এলবিকে দেখতে পেল। বিজন ট্যাক্সি থেকে নামল ফুটপাথে। এলবি সিঁড়ি ধবে নেমে আসছে। ওরা পরস্পর অভিবাদন জানাল। তারপর উভয়ে মোটরে চড়ে সেলিমকে দেখতে রয়েল হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। শীতের সন্ধ্যা। এলবির হাতের দন্তানা লাল রঙের। মোজা বেগুনি রঙের। বব-করা ব্লগ্রুচলে ত্টো প্রজাপতি-ক্লিপ। গলায় সক্ষ সোনার চেনে পাথর বসানো। হলদে স্কার্ট, লাল জ্যাকেট শরীরে। শীতের সন্ধ্যায় এলবিকে এইসব রঙে এইসব পোশাকে অতীব তীক্ষ্ণ মনে হল।

সহরেব বডরান্তা ধরে ওরা চলেছে। আপাততঃ ওরা কোন কথা বলছে না। এলবি স্টীয়ারিং করছে। বিজন সহর দেখছে। বড়রান্তা, স্বতরাং বড় বড় সব কাচ-মোড়া আসবাবপত্তের, কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের, পোশাকের অথবা মোটরের দোকান। ভিন্ন ভিন্ন সব বিজ্ঞাপন ঝুলছে। এলবি হুটো-একটা কথা বলছে এখন। সহরের এইসব দোকানের এবং কোন্ মৃল্পুক ধরে কিভাবে রয়েল হাসপাতালে থাছে এইসব খবর দিয়ে নিঃশব্দ ভাবটুকু অতিক্রম করছে।

এল্বি বলল, জাহাজ তবে অনেকদিন থাকল।

- —তা থাকল।
- -প্রায় ত্র'মাসের মতো হবে।
- —তা হবে।

পাশের পত্রিকাটা তুলে বিজনকে দেখাল। সামনে মোড় ঘূরতে হবে। নীল বাতি জলছে না। স্থতরাং এল্বি ত্'হাতেই পত্রিকাটা বিজনের হাতে তুলে দিল।—খবরটা পড়েছ ?

—আকাশে দেখেছি এবং পড়েছি। আচ্ছা এল্বি···বিজ্বন একটা প্রশ্ন ছলে ধরার ইচ্ছার ঘাড়টা বাঁকাল্,।—আচ্ছা এলবি, তোমাদের ভিতর থেকে কেউ তো বলেনি এ-ঘটনার সঙ্গে আমি যুক্ত। পত্রিকার তেমন ধবর নেই

তো! বিজ্ञন পত্তিকাটা ধীরে ধীরে নিজের কোলের কাছে নিয়ে এল। সে
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবটুকু পড়ল। এবং এলবির মুখ দেখে যেন ব্রুতে পারছে
বিজ্ঞানের এই ফুঃসহ জ্ঞডতায় এলবি পীড়িত হচ্ছে।

এলবির কঠিন মুখ সহসা নানা রঙে ক্রমশং নরম হচ্ছে।—বিজ্বন, তুমি পাকা জাহাজী হও নি। তুমি দেখছি মিঃ ট্রয়কে খুব কাঁচা লোক ভেবেছ। পত্রিকা পড়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে এ-ব্যাপাবে আমরা কিনারার কূলী লোকদের উপব বেশী নির্ভব কবেছি। কথা কি জান, এথানকাব ইউনিয়নের মতো এড জোরালো ইউনিয়ন পৃথিবীব কম বন্দরেই আছে। পাঁচ কলিন স্ফ্রীটে পাঁচ বছর থেকে আছি। এ-ব্যাপাবে আমি অভিজ্ঞ। তোমাকে জভালে কাপ্তান অন্য বন্দবে ভোমাকে ছেডে কথা বলবে ভেবেছ ?

ওদেব মোটব হাসপাতালেব দবজায় এসে থামল। মোটব পার্ক কবে পার্কবোর্ডে নাম লিখে ওবা সদব দরজ। অতিক্রম করে ভিতরে চুকে যাচ্ছে।

বিজ্ঞন দেখল, ত্টো বৃত্তেব মতো বাগান ত্বপাশে বেখে ওরা উঠে যাচ্ছে। এলবি ব্যাগ থেকে ডাযেরী বেব করে সিট-নম্বর এবং ব্লক-নম্বর দেখে নিল। তাবপর হিসাব মিলিয়ে ওবা একসময় সেলিমের বিছানার পাশে পৌছে গেল।

এলবি বলল, গুড ইভনিং। তোমাকে এখন ভালে। দেখাচ্ছে।

বিজ্ঞন সেলিমেব বিছানাব পাশে বসে ওর চুলে হাত দিয়ে বলল, এমন ভেঙে পডেছিস কেন ? আমি রোজ বিকেলে তোকে দেখতে আসব। জাহাজ এখানে অনেকদিন থাকবে। আশা করি ওতদিনে ভালো হয়ে উঠবি।

সেলিম পাশ কিবে গুল। ওব খুব বেন কট হচছে। বুকে কট, হাতে পারে যন্ত্রণা। সেলিম বড বড চোখে এলবিকে দেখছে। এলবি কিছু কল এনেছিল সঙ্গে। সেলিমের টেবিলে ফলগুলো রাখল। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। সেলিম কুডজ্ঞতায় হুরে পড়েছে এমন ভাব ওর চোখে মুগে। অখচ এইসব যন্ত্রণার ভিতরও সেলিম হাসল। একজন ডাক্তার, ছুজন নার্স ওর পাশে এসে এখন দাড়িরেছে। ওরা ওর শরীরে ওযুধ প্রয়োগ করল। ওরা সেলিমকে বাঁচবাব জন্ম উৎসাহিত করল।

এশবি একজন সিস্টারকে প্রশ্ন করল, কাল নিশ্চরই প্লেট নেওরা হচ্ছে ?
—আজ রাতেই হবে। মিঃ ট্রন্ন সব ব্যবস্থা করে গেছেন।
এলবি সিস্টারের প্রতি ধন্তবাদস্চক অব্যরে মাধা নোরাল দশ্দ
বস্তুত বিজন এই অসুস্থ পরিবেশে সহজ হতে পারল মা। এই অসুস্থ

পবিবেশের ভিতর সেলিমকে দেখে সে আহত। সব যুবতী নার্সবা এপ্রন শবীরে জড়িযে ধীবে ধীবে অথচ সত্ত্ব পা ফেলে শবীবে সংযমী ভাবটুকু রক্ষা কবে ঘোবাকেবা কবছে। ওবা মহীয়সী বমণী হওয়াব ইচ্ছায় দীর্ঘদিন ধবে অভ্যাসে বত। অথচ হতে পারছে না অথবা বিজ্ঞন ওদেব মহীয়সী বমণীরূপে দেখাব চেষ্টা কবছে না। সে এলবিব মতো একজন নার্সেব সজে আলাপ কবতে চাইল। আলাপ কবে জানতে ইচ্ছা হল—এই যে োমবা ভোমাদেব মৃথ মোমেব মতো সাদা নিজ্ঞাপ কবে বেগেছ এমত তোমবা নিজ্ঞাপ অথবা ককণাঘন কি না

ওবা উঠে পডল। সব ভিজটাবেব শেষে ওবা প্রশস্ত পথ ধবে বড বড সব চত্বব পাব হযে সিঁডি ধবে উপবে ডঠে, ফেব সিঁডি ধবে নীচে নেমে হাসপাতালেব সদব দবজায় দেসে হাজিব হল। এলবি বলল, চল একটু ঘূবে আসি। একটু ইউনিভার্সিটিব সামনেব পার্কটায় বসব। একটু গল্প কবব। বাত ঘন হলে তোমাকে জাহাজে পৌছে দিয়ে বাডীতে ফিবে যাব।

মোটবেব ভিতৰ বদে বিজ্ঞান প্ৰশ্ন কৰল সেলিম শীগগিবই ভালো হলে উঠবে—কি বল ?

— নিশ্চযই। খব জোব দিয়েই যন এল ব কথাটা বনল। সেলিম ভালো হযে উঠলে, তুমি আমি সেলিম জীলণ্ডে যাব। সেখানে আমাব বাবা মা থাকেন। বাবা ভোমাকে পেলে কিছুতেই ছাডতে চাইবেন না। ভোমাকে পাশে বসিয়ে কেবল ট্যাগাবের কবিতা শুনতে চাইবেন। আমাদেব পরিবাবের সকলের 'গীতাঞ্জলি'ব কবিতা মৃথস্থ। ব'লে এলবি মোটবে ষ্টার্ট দিল এবং জোবে জোবে বিশুদ্ধ সঙ্গীতেব মতো কবিতা উচ্চাব্য কবল:

"When the warriors came out first from their master's hall, where had they hid their power? Where were their armour and their arms?

They looked poor and helpless, and the arrows were showered upon them on the day they came out from their master's hall.

When the warriors marched back again to their master's hall where did they hide their power?

They had dropped the sword and dropped the bow and the arrow; peace was on their foreheads, and they had left the fruits of their life behind them on the day they marched back again to their master's hall.

কবিতা আর্ত্তি কবাব সময় আবার সেই ভাবটুকু এলবির মুখে—তুমি কবিব দেশেব ছেলে, তুমি কবিকে দেখেছ, প্রণাম কবেছ, তোমার ঘনিষ্ঠ হয়ে কবিতাআর্ত্তিতে অশেষ আনন্দ। তথন মোটব চলছে। তথনো এলবি কবিতা
আর্ত্তির সঙ্গে মোটব চালাছে। সহবের সব ছোট-বড দোকান, বোশনাই
আর্হান, থিয়েটাব-হল অভিক্রম কবে ওবা পশ্চিমেব দিকে চলছে। এলবি কের
বিশুদ্ধ জগতেব বাসিন্দা হয়ে যেন প্রতিগ্রনি কবল—পিস ওয়াজ অন দেয়াব
ফোবহেডস্। অথচ বিজনেব কপালে এখন নিষ্ঠ্বতাব চিহ্ন। সে এলবির
এই সাহিত্য-প্রীতিতে পীডিত হছে। যেন বলাব ইচ্ছা—আমি বাপু জাহাজী
মামুষ, আমাব ইতস্তত মিধা। বলাব নিদারুণ অভ্যাস আছে। সাহিত্য-প্রীতি
কোনকালে ছিল না, এখনও নেই।

এলবি বিজ্ঞানের দিকে মুখ না তুলেই বলল, আমবা এসে গেছি। আমরা এখানে বেশীক্ষণ বসব না। জলপাই গাছেব নীচে বসে তুমি কবিব কবিতা বলো। আমি ভানি।

বিজ্ঞন অসহিষ্ণু হবে উঠল। সে বলতে চাইল—আমি কবির কবিতা আর্ত্তি করতে পারব না। জাহাজী মান্থবেব কবিতা কণ্ঠস্থ করে লাভ নেই। এই নীরস জীবনে সভতার আশ্রায়ে বাঁচা নিরর্থক। তবু এলবি ওকে ধরে নিমে যাছে। এলবিকে সে যেন মন্ত্রমুদ্ধের মতো অন্থসরণ করছে। এলবি যেখানে বসল, সে সেখানেই বসে পডল। এলবির প্রতি বিদ্ধেপের ইচ্ছায় অথবা মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় নিরস্তর সে কঠিন। এলবি এখন কোন কথা বলছে না। এলবি ঘন হয়ে বসল। এলবি বস্তুতঃ বিজ্ঞনকে কবির প্রতীকীতে অনক্ত করে রাখতে চাইল।

বিজন মরিরা হয়ে শিশু-বয়সের পড়া কোন কবিতার কথা মনে করতে পারল। (দশম শ্রেণীতে কবির কবিতা সে কিছু পড়েছে—কিছু এখন বিধির বিধানে তাও মনে করতে পারছে না। তা ছাড়া ঘটনাটা এমত শীষ্ট্র ঘটবে সে তাও ভাবতে পারে নি।) সে আবৃত্তি করল। ওর কণ্ঠ মহণ

বলে কবিতা-আবৃত্তির বিশুদ্ধ ভলীটুকু এলবিকে আগ্লুত করল। বিজন টেনে টেনে আবৃত্তি করছে—

> "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল কাননে কুস্থম-কলি সকলি ফুটল। রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"

ওরা পরস্পর কথা বলতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথের শ্বতিতে ওরা উভয়ে যেন গন্ধীর এবং ঘন। উভয়ে যেন রবীন্দ্রনাথেব মতো বিশুদ্ধ ইচ্ছার পরস্পর মহৎ ভাবটুকু রক্ষা করছে।

বিজ্ঞন এলবির নিকট রবীন্দ্রনাথের প্রতীকীতে বাঁচবার ইচ্ছায় এও বলল, <sup>মোটা</sup>রে যে কবিতা আমাকে শোনালে এ-কবিতা তারই মূল ভাষা।

বিজ্ঞন ভাবল-বন্দরে আমি এলবির চোখে রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঁচব।

তারপর এলবির মোটর থেকে এক সময় বিজ্বন জাহাজে উঠে ফোকসালে

চুকে দেখল, দেবনাথ বাংকে ঘূমিয়ে আছে। অন্যান্ত কেবিনেও বিশেষ সাড়াশন্দ
পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ানক শীতে দব জাহাজীরা কম্বল মুডি দিয়ে জাহাজে

ঘূমোচ্ছে। সে ফোকসালে দাঁডিয়ে কিছু কাসির শন্দ শুনল। ছ-একজন
জাহাজীর জালাপ শুনল। এ-শীতে উপরে উঠে ওর হাত-মুথ ধুতে ইচ্ছা হল না।
কোনরকমে লকার থেকে খাবারটা বের করে থেয়ে নিল। তারপর ঠাগুা জলে
কুলকুচা করে পোর্টহোলে মুথ ধুলো। এবং বাংকে শুয়ে ঘূমিয়ে পড়ার ইচ্ছায় হাতপা সটান করে দিল। অথচ ঘূম এল না। ঘূম আসছে না। বিজন অন্য
কোকসালে কের কিছু জাহাজীর আলাপ শুনছে। এখন হয়ত এলবি ঘরে কিরে

অন্য কবিতা আবৃত্তি করছে। এই বাংকেও সে এলবির কাছে মিখ্যার মুখোসের
জন্য ছটকট করছে। অথচ সে স্পট হলে দাময়িক যন্ত্রণা, ছংখ এবং নিষ্কুরতার
মানিকে ধৈর্য ধরে লালন করতে হত না; এই করে সে এক মিধ্যার জন্য হাজার
মিধ্যায় জডিয়ে পডছে।

ওর ইচ্ছা হল একবার দেবনাথকে ঘটনাটা খুলে বলে। সাহিত্য-প্রীতি এবং স্পৃহা দেবনাথের যথেষ্ট আছে। বরং সে দেবনাথকেই সঙ্গে নেবে। অথবা দেবনাথকে প্রশ্ন করে জানবে—ওর কাছে কবির কোন বই অথবা কোন কবিতা কণ্ঠস্থ অধি থাকে তবে অতবে অবে নিঃসংশয় হতে পারছে না তব্। দেবনাথ! দেবনাথ! সে যেন ভেকেই উঠল। মনে মনে ওর এই ভাক এবং এলবির সরল

বিশ্বাস, মুটো চোধের ঘনিঠতা—সব মিলিরে ওর চোথে আলা। ওর যুম আসছে না। এলবি 'পাথীসব করে রব' ইংরেজী হরকে লিখে নিতে চেরেছিল। সে হরত এইসব মুখস্থ করে অন্য কোথাও আর্ত্তি…কিংবা বাহবা…কিছ বিজন বলেছে তথন শবীবটা ভালো নেই। আবার কাল হবে। আবার সে ছলনাকে কেন্দ্র করে বাচতে চাইল। এলবির ঘনিঠতা, সক্ষ এবং তু'লওের আলাপ থেকে বিচ্ছেদের নিঃসঙ্গভায় সে বাঁচতে চাইল না। বিশেষত এই বিদেশিনীব কাছে স্পষ্ট হওয়াব দক্ষন কোন পরাভবকে স্বীকাব কবাব দক্ষণ কোন মানিকে ধৈর্য ধরে স্থ করতে পারত না। অপমানবোধটুকু বিজনেব অসামান্য। সেজন্য এই মিধ্যার মুখোসে আপাতত জাহাজী ভাবটুকু বক্ষা কবতে পেবেছে ভেবে সে খুণী।

ভোরবেলায় জাহাজে অনেক কাজ। সালফেট নামানে। হচ্ছে। হাডিয়াহাপিজ হচ্ছে ক্ষাম ফরায়। ভোরে আজ স্থ উঠল না। আকাশ মুখ গোমডা
করে আছে। সমুদ্রেব বাতাস পর্যন্ত। বন্দবেব পাইনগাছে কোন পাখী বসে নেই।
শীতের জন্য ওবা পৃথিবীতে চলে যাচ্ছে। শীতেব জন্য এইসব জাহাজীরা হি-হি
করে কাপছে। ওবা সাবান-জল নিয়ে আজ ছুটে ছুটে কাজ কবতে পারছে না, ওরা
স্থাপুর মতো নীল উর্দির ভিতব গুটিয়ে আসছে। ওরা পুরানো জামা-কাপড় সব
আঞ্জিকার বন্দরে বিক্রি করে এখন পন্তাচ্ছে। শীতের কট ভয়ানক কট।

পাশের জাহাজে কিসের যেন সোবগোল। পাশেব জাহাজের নাবিকের। পোর্ট-সাইজের ডেকে জড়ো হয়েছে। ওবা রেলিপ্রের উপর ঝুঁকছে। ওদের সকলের চোথ বন্দরের জলের উপর। এই জাহাজের নাবিকেরা ঘটনাটা ধরতে না পেরে গলুই-এ জড়ো হয়েছে। মেজ মালোম অন্য জাহাজীদের ডেকে ঘটনার কথা জানতে চাইলেন। ওবা সকলে এখন খবরটা শুনছে। পাশের জাহাজের তিননম্বর মিস্ত্রী জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা কবেছে। ঘটনাটা তারপর আরও বিস্তৃত হল। বন্দরের সব লোক জমেছে। এ-শীতেও কিছু লোক জলে নেমে অমুসন্ধান করছে তিন-নম্বর মিস্ত্রীকে অথচ মিস্ত্রীকে পাওয়া যাছে না। ইংলণ্ডে ওর স্ত্রী এডাল্ট্রি কেসে জড়িয়ে পড়েছে—এই খবরটা এখন জাহাজীদের মুখে মুখে।

ভোরের এইসব সাত-পাঁচ ঘটনায় বিজন অন্যমনত হয়ে পড়েছিল। ওর মনে নেই এবং মনে পড়ছে না—গতকাল এক রমণীয় পরিবেশে কোন এক সুন্দরী যুবজীর পাশে মরিয়া হয়ে মিথ্যার পসরা খুলেছিল। মনে পড়ছে না আজও এমড ্বটতে পারে। একজন জাহাজীর আত্মহত্যা এবং সালকেটের গছ জার এই.

প্রচণ্ড শীত ওকে ওর অন্তিম্ব সম্বন্ধে বিলকুল বিপরীত ধারণার বশবর্তী করেছে।
সে ভাবল মৃত্যুই শ্রেম, মৃত্যুই শ্রেম । পিস্ ওয়াজ অন দেয়ার কোরহেডস্—সে
একখাও ভাবল। সেলিমের কপালে শান্তির রেখা ফুটে উঠেছে হয়ত। এলবির সেই
মৃথ—সেখানেও একদিন শান্তির রেখা নামবে—কবিতা আবৃত্তির সময় এলবির সেই
গভীর দৃষ্টি, সেই দৃঢ় অথচ প্রীতিপূর্ণ চোখ সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে নিঃম্ব পাইনের
আধারে সহসা যেন দেখল। এলবি তাকে ভালবাসতে চায়। ববীক্রনাথের মতো
করে ভালবাসতে চায়। বিজন যেন এখন কবির প্রতীকীতে বাঁচবার আকাজ্জায়
ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে ডাকল—দেবনাথ, দেবনাথ নীচে এস, কথা আছে।
বিকেলের কথা রাখার জন্য সে নীচে সিঁডি ধবে ফোকসালে ঢুকে গেল।—তুমি
তো অনেক বই এনেছ সঙ্গে। কিন্তু রবাক্রনাথের কোন বই আছে তোমার কাছে?
এইসব বলার ইচ্ছা হল।

সে দেবনাথের কাছেই 'গীতাঞ্জলি' পেল। সে তিক্ত বিস্বাদে বইটির পাত। উলটাচ্ছে। সে বার বার করে একই কবিত।পডল। পড়ে মৃথস্থ কবল। সে পডল—

## "জডায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই ছাডাতে গেলে বাধা বাজে"

বিকেলে মোটর নিয়ে এলবি বন্দরে হাজির। বন্দরে সে বিজনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিনারার শ্রমিকেরা এখন জাহাজের কাজ ছেড়ে বাড়ী ক্ষিরছে। ওরা সকলে এলবিকে অভিবাদন জানাল। কোয়ার্টার-মাস্টার তখন খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন বিজনকে। বিজন একবার গলুই-এ উঠে উকি দিয়ে এলবিকে দেখল। সে একবার আবৃত্তি করল সিঁড়ি ধরে নামার সময়। সে একবার সেলিমের হাসপাভালের দৃশ্যে, পরে এই কবিতার স্থরে এবং আরও পরে পোশাকের ভিতর চুকে গিয়ে অয়ান ধাকার ইচ্ছায় শিস দিতে থাকল।

নীচে নেমে ওরা উভয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানাল। বিজন মনে-মনে কবিতা আবৃত্তি করল—সেই নির্দিষ্ট কবিতা, সেই স্বরে, সেই নিঃস্ব অথচ ভরা কোটালের মতো আবেগধর্মিতার। অথচ এলবিকে জানতে দিল না মনে মনে সে এখন কবিতা আওড়াছে। মনে-মনে সে এখন কবিতার মতোই বিশুদ্ধ ভাব নিরে বেঁচে আছে। সে সেলিমের পালে বিশুদ্ধ ভাব নিরে বসবে। সে সেলিমের মাখার হাত বৃলিয়ে বিশুদ্ধ শান্তি দেবে। বলবে, তুই ভালো হরে উঠবি। বলবে নার্সকৈ—প্রেট কি বলছে? জার কতদিন সেলিমকে এখানে থাকতে হবে ?

মোটরে ওরা ভিন্ন বৃক্ষমের কথা বলল। রাজনীতি থেকে খেলাধুলো, এমনকি রয়েল হাসপাতালে ত্জন ভারতীয় মেয়ে নাস ট্রেনিং-এ আসছে এ-খবরও দিল এলবি। ওর বাবা পার্থে যাচ্ছেন। মা এবং বাবা হয়ত যাওয়ার পথে একবার এখানে এসেও যেতে পারেন। কারণ এলবি বিজ্ঞন সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখে দিয়েছে। স্মৃতবাং বাবা আসছেন, মা আসছেন।

এলবি মোটর চালাবাব সময় একবার হাতের ঘডি দেখল। যেন আজ হাতে কিছুটা সময় বেশী আছে। খুব বিশেষ তাডা নেই কাজেব। মোটরের গডি সাধারণ। এলবি খুব খুশী-খুশী হয়ে কথা বলছিল। বলছিল, আশা করি সেলিমের ভালো খববই আমরা পাব।

ওরা হাসপাতালে কিন্তু শুনল অন্য কথা। মিঃ ট্রয় সেলিমেব কাছে এলবির নামে একটা চিঠি বেখে গেছেন। এলবি চিঠিটা পড়ল। এলবিকে এখন বিষপ্ল দেখাছে। বিষপ্লতা বিজনেও সংক্রামিত হল।

এলবি বলল, সেলিমেব মেজব অপারেশন হবে। বাঁ দিকের ফুসফুসটা বাদ যাবে। এলবি এইসব কথা হাসপাতালের সিঁডি ধবে নামাব সময় বিজনকে শোনাল।

বিজ্ঞন বিছানায় বসে সেলিমেব সঙ্গে বঙ্গতামাসা কবেছিল। দেশে ফিরলে সেলিম বিবিকে প্রথম কোন জাহাজী বন্ধুব গল্প শোনাবে, প্রশ্ন করে বিজ্ঞন জানতে চেয়েছিল আরও অনেক সব কথা—বিজ্ঞন এখন সব যেন মনে কবতে পারছে না।

অন্যান্য তৃ-একজন জাহাজীও ওব পাশে বসে ছিল। সাবেও বলে পাঠিয়েছেন তিনি কাল এসে দেখে যাবেন। বিজন সেলিমেব বিছানায় শেষ সময়টুকু পর্বস্ত কাটাতে পেরে খুলী। তাবপর ভিজিটারদের শেষ ঘণ্টা পডল। সিঁড়ি ধরে নামবার সময় সেলিমেব অস্ত্রোপচাবের কথা শুনল। এবং এই শুনে বিজনের কেমন অন্যমনস্কত। বাডছে। এলবি মোটরে বসে লক্ষ্য করছে ভন্নানক তৃশ্চিস্তায় বিজন খুব ভেঙে পডছে। এলবির এখন বিজনকে উত্তেজিত করার ইচ্ছা। জাহাজী বিজন কেমন মক্ষবলের মেয়েমান্ত্র্য বনে যাছেছ।

ওরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কটায় চুকে গেল, যেখানে মিমোসা-ফুলেরা ঝরে গেছে, যেখানে রেস্ট-রুমে বসে যুবক-যুবতীরা সর্ব শরীরী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, যেখানে বাটারকাপ ফুল ফুটে একদা স্থন্দরী রমণার টুপির পালকের মতো উদ্ধত হতে হতে লীতের তাড়নায় মলিন হয়ে গেছে—তার ভিতর দিয়ে জলপাইয়ের ঘন বন পার হয়ে ইউকালিপটাসের ঘন আলো-আঁধারে ওরা বসে পড়ল। পাতার

আড়ালে আড়ালে সব ক্টিকের মডো বচ্ছ আলো। আলোর ছারা। আকরী-কাটি

বিজন বলল, সেলিম আমার সঙ্গে ত্'সকর ধরে কাজ করছে। ত্'সকর ধরে ওর সঙ্গে উঠে বসে কখন যে আমরা একে অপরকে ভালবেসে কেলেছি জানিনা। এখন বুঝতে পারছি ওর অভাবটা জাহাজে আমার কত বড় হরে বাজছে।

তারপর ওর। এইসব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আলোয় অথবা মনের আরও স্ব নীল ইচ্ছায় প্রসন্ধ থেকে অন্য প্রসন্ধে—তারপর সেই কবিতার জগতে ফিরে আসা কবিতার জগতে ডুবে যাওয়া, ইতিহাসের মৃত নায়কের মুখের মডো ছবি হয়ে বসে থাকা এবং অবশেষে নিজেদের প্রাণ্য হিসাবে মনে-মনে অচঞ্চল থাকার বাসনা— এমন একদিন হয়নি, অনেকদিন হয়েছে। ওরা পরস্পরকে কবিতা আরুন্তি করে শুনিয়েছে। এলবি বিজ্ঞানকে বাডি নিয়ে গেছে। ওর হাতের আঁকা ছবি দেখিয়েছে। তারপর কোন রেস্ট্রেন্টে অথবা নীল আকাশের নীচে বসে সেলিমের অস্ত্রোপচারের দিনের কথা ভেবে বিষপ্ত হয়েছে।

একদিন এলবি বলল, বাবা মা কাল আসছেন।

- --জীলণ্ড এখান থেকে কতদূর ? প্রশ্ন করেছিল বিজন।
- —থুব বেশী দূর নয়। পুরো তিনশ' আটচল্লিশ মাইল।
- —কিন্সে ওঁরা আসবেন ?
- ট্রেনে আসা যায়। বাবা মোটরে আসছেন। খুব প্লেক্সান্ট জার্নি।
- একটু থেমে এলবি বলল, ওঁদের সক্ষে আলাপে তুমি খ্ব খ্লী হবে।
- —আমার সঙ্গে আলাপে ওঁরা খুশী হবেন তো ? এলবি হাসল।

ছুদিন পর এলবি ওর বাবা-মার সঙ্গে বিজনকে পরিচয় করিয়ে দিল। ওঁরা বিজনকে বললেন, আমাদের পরম সোভাগ্য—তোমাকে আমাদের ভিতর পেরেছি। পরম সোভাগ্য, এলবি এসময় ধবর দিয়ে তোমার কথা জানিয়েছে। আমরা সকলেই কবির ভয়ানক ভক্ত। তুমি তাঁর পাশের লোক। তুমি ওঁর স্পর্শলাভ করেছ—এবং আমরা তোমার সকলাভ করেছি ভেবে খুশী।

একবির বাবার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে বিজ্ঞান সভিয় খুলী। ভদ্রকোক অমায়িক। ভদ্রকোক প্রাণ-উচ্ছল অথচ কথাবার্তার খুব সংষত। বিজ্ঞানের মুখ থেকে কবির কবিতা শোনার একাস্ত ইচ্ছা ওঁদের। বিজ্ঞান পর পর করেকটি ক্ষিতা আবৃত্তি করল। ্ষ্ট বুঁ। খুনী হয়ে বললেন, তুমি আমাদের কথা দাও ভিনার্ক্টে একদিন ক্লুপছিত পাকবৈ। আমরা খুব আনন্দিত হব তোমার উপস্থিতিতে।

- --- দিন স্থির করুন, আসব।
- —কিন্তু একটা কথা। মি: চাল টন চেয়ার থেকে উঠে দাঁডালেন। একটা সিগারেট ধবালেন এবং টেবিল ঘূরে এসে বিজ্ঞানেব পাশে দাঁডিয়ে বললেন, আমরা ডোমাকে চাইনিজ ডিশ দেব। খুব মনোরম খেতে। কিন্তু ।

এশ্বি এবার আর একটু প্রকাশ করল। —বাবা চায়নাতে অনেকদিন ছিলেন। এম্ব্যাসিতে কাজ কবতেন। স্থতবাং বাবা কোন ভদ্রলোককে ডিনার-পার্টিতে নিমন্ত্রণ কবলেই তাঁকে চাইনীজ ডিস দিতে ভালবাসেন।

চাল টন আবার আবস্ত করলেন, কিন্তু কথা হচ্ছে ট্যাগোবেব দেশেব ছেলে তুমি—বলতে গেলে ঘবেব ছেলে। সুভবাং ট্যাগোব কি খেতেন এবং খেতে ভালবাসভেন নিশ্চয়ই তোমাব জানা আছে। মেহ্যুতে ট্যাগোব-ডিশও একট শাকবে—কি বল। তাব প্রিপাবেশনের ভাব তোমাব উপব। কি কি লাগবো বলে দাও, আমি সব সংগ্রহ কবে বাখব। আগামী ববিবার ছুটির দিনে আমরা এখানে কের আসব। এবার তিনি ধামলেন। পাশে মিসেস চাল টন উল ব্নভে ব্নভে লাকিরে উঠলেন, বড চমৎকাব হবে। এলবিব পিসিকে বললে হয়। তারপর আরও ভূ-একজনের নাম তিনি বলে গেলেন।

বিক্লন বশল, রারাতে আমি বপ্ত নই। দেবনাথ বলে একজন জাহাজী আছে— স্থে বাঙালী, সে ভালো রাঁধতে জানে। ওকে নিয়ে আসব।

कुंगवि টেবিলের উপর খাতা বেখে বলল, কি কি সংগ্রহ কবতে হবে বল।

—কিছুই দবকার হবে না। কাবণ মশলাপাতি তুমি এখানে কোষাঞ্চ খুঁছে পাবে না। সরবের তেলও বোধহয় নেই। শ্লেখনাথকেই বলব সব সংগ্রহ করতে, পার তো কিছু ডিম, মাংস এবং ডেজিটেবল সংশ্লহ করে বেখ্—তাতেই চলবে।

এলবি দীর্ঘদিন পর আব্দ সকলকে পিয়ানো বাজিত্বে শুনালো। বিজন দেখল আগুনের মত রঙ এলবির শরীরে। এলবির সাদা স্বার্ট এবং হলুদ জ্যাকেট থেকে সে-রঙ বেন চুইরে পড়ছে। বাইরে শীতের ঠাগুার বেন তুবাব ধরছে। ওরা ভিনত্তন আগুনের পাশে বসে উত্তাপ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে মিসেস চাল টন উন্ননে কাঠ শুলে দিছেন। মিং চাল টন চীনদেশের পর করছেন এখন। সে-দেশের রীতিনীতির পর করছেন। এলবি এখন আর পিয়ানো বাজাছে না। চেয়ারে বসে, সেও বিদেশের গর জ্বনছে। সহসা এইসব কথার ভিতর বিজন ধেন শেক্ষ

ওরা সকলে একই পরিবারজুক্ত লোক হয়ে শীতের রাতে উছনের পাশে আভন পোহাচেছ। সহসামনে হল বাংলাদেশেরই কোন পরিবারের ভিতর সে বসে যেন ঠাকুমার গল্প ভনছে।

দেবনাথ এবং বিজন সকাল-সকাল জাহাজ থেকে নেমে গেল। ছুটির দিন। এই শীতের ভিতরও সহরের সব যুবক-যুবতীরা ছুটি ভোগ করতে দলে দলে বের হয়ে পড়েছে। ওরা সব রেন্ডোর ায়, পাব-এ অথবা পার্কে কিংবা অনেকে সহরতলীতে ছড়িয়ে পড়ছে। দেবনাথ এবং বিজন হেঁটে যেতে যেতে সব টের পাছেছে। ওকের হাতে ছোট নীল ব্যাগ—ট্যাগোর-ভিশের জন্ম যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা ওতে.। ওরা গল্প করতে করতে অথবা অযথা উচ্চল হতে হতে হাঁটচে।

প্রবা বন্দর কেলে, জনসন রোড ধরে ছোট পাহাড়টায় উঠে গেল। এখানে ছোট ছোট কাঠের ঘর—নীল অথবা হলুদ রঙের। দবজায় নীল রঙের পালিল। বাড়ীর সংলগ্ন ছোট ফুলেব বাগান, সবজির বাগান। প্রচণ্ড শীতেব জন্ত বাগানে কোন ফুলের চিহ্ন অথবা সবজির চিহ্ন নেই। গোলাপেরা শুরু কুঁড়ি মেলার চেট্রা করছে। ওরা দ-এর মতো পথে, কথনও সিঁড়ি ভেঙে, কথনও ঘুরে ঘুরে এলবির ছোট নীল আন্তানার গিয়ে হাজির হল। প্রথমেই ছোট কাঠের দরজা। সংকীর্ণ ফুটপাতের বাঁ পালের থামটার লেখা 'লান্তির নীড়' তামার প্লেটে খুব চক্চক্ করছে। সদর দরজার উপর আইভি-লতার গুল্ছ। পাতা নেই—শুরু লতাগুলো ফুলছে। ভিতরে বাঁ পালে মুরগীর ঘর। ভানপার্লে ফুলের বাগান। 'এল' অক্ষরে পথ। পথের ত্র'পালে নানারকমের সামৃত্রিক পাথর। অন্য পালে কোমর-সমান কাঠের রেলিঙে কিছু নীল প্রজাপতি বসে আছে; মিং চাল'টন এবং মিসেস চাল'টন বের হয়ে তথন ওদ্বেম্ব অভিবাদন জানালেন। ব্রল্লেন, গতকালই আমরা এসে গেছি।

এলবিও সেক্ষেঞ্জন্ধবের হল। যেন ফুলের মতো এই শীতের হালক। রোদে ফুটে উঠল। এলবি ওদের ভিতরে নিরে গেল। বিজন দেবনাথের সঙ্গে ওঁদের পরিক্রের বিজন দেবনাথের সঙ্গে ওঁদের পরিক্রের বিজন দেবনাথের সংগ্রের বিজন দেবনাথের বাড়ীটা দেখাল। এই ওর বাড়ী—এখানে সে থাকে, এই ওর ধর—এখানে সে রাঁথে, এই ওর ঈজেল—এখানে সে ছবি আঁকে। দেবনাথ সব খুরে দেখল। এলবির একটি বিশেষ ক্ষতি আছে এ-বোধ ওর এখন জন্মাচছে। খরে সব বড় বড় ক্যানভাস। নানা রঙের ছবি-।

প্রেরা একে পালের ঘরটার বসল। মি: চাল'টন কডকগুলো ছোট ছোট কাঠি' অনে পালে শ্লাখলেন। মহুৰ করার জন্ত কিছু শিরিব কার্যজ্ঞ। তিনি সকলকে কাঠিওলো দেখালেন— এগুলো রাইস-ন্টিক্। তারপর ছ্-আঙ্লের ফাঁকে কাঠি চেপে কারদা-কান্থন শেখাতে থাকলেন দেবনাথ এবং বিজ্ঞনকে। দেখালেন, কি করে দিক ধরতে হয়, কি করে মৃথে ভাত তুলতে হয়। একটা খালি চিনেমাটির বাসনও রাখলেন সকলের সামনে। ছোটখাটো একটা ডেমনক্ট্রেশন দিলেন।

দেবনাথ এইসব দেখে বিরক্ত হচ্ছিল। সে ঘড়ি দেখল। এখন দশটা বাজে। এখনও এলবি টেবিল সাজাচ্ছে। কখন রান্না হবে এবং কখন খাওয়া হবে এই ভেবে সে উন্মা প্রকাশ করল।

একটি ষরকেই এলবি কাঠের পার্টিশন দিয়ে ত্'ভাগ করে নিয়েছে। এ-ঘর থেকে সে-ঘরে যাওয়ার একটি মাত্র খোলা পথ। একটি মাত্র দরজা। দরজার পালা নেই। দরজার চাইনীজ নিজের দামী পর্দা। পর্দা সরালেই ঘরটা স্পষ্ট। পর্দা সরালেই ধরধবে বিছানা স্পষ্ট। দেবনাথ পর্দা সরিয়ে সব দেখল। বার্রান্দার দক্ষিণদিকে চিলতে রায়ার জায়গা। পরে বাথকম, পাশে ছোট একটি লনের মতো জায়গা। সেখানে গরমের দিনে ইজিচেয়ার নিয়ে বসা যায়। সেখানে একটি ভালা কজেল এখনও রেলিঙের সংলগ্ন হয়ে পড়ে আছে। ছুটির দিনে এলবি সেখানে ছবি আঁকে।

ওরা উচু জায়গায় বসে বন্দর দেখল। বন্দরের জাহাজ দেখল। এখানে বসে অসীম সমুদ্রের বিস্তৃতি চোখে পডছে। পাহাডের নীচে সারি সারি ছবির মতো ঘর, ছবির মতো মান্ধবেরা হাঁটছে। দেবনাথ চারপাশটা চোখ মেলে দেখল।

দেবনাথ কের ঘড়ি দেখে বাংলাতে বলল বিজনকে, এরা কি আমাদের নিমন্ত্রণ করে খালি-পেটে রাধার যোগাড করছে নাকি! এখন বাজে সাড়ে দশটা—অথচ রান্নার কোন আয়োজনই করছে না।

বিজন বলল এলবিকে, সব যোগাড আছে তো ? অর্থাৎ এই কথা বলে বিজন রান্নার প্রসঙ্গে আসতে চাইল।

এশবি ফুলদানিতে কিছু সংগ্রহ-করা ফুল ভরে দিল। এলবি তারপর বিবাহিত রমণী-স্থলভ চোখে বিজনকে দেখল এবং বলল, সবই এনেছি। তোমাকে ভাবতে হবে না। রান্নাঘরে ঠিক আমর' এগারোটার ঢুকব। এবং আলা করছি ঠিক বারোটার রান্না শেষ করতে পারব। ট্যাগোর-ভিশের কি কি মেন্ত্যু হবে ?—এলবি-দেবনাধকে প্রশ্ন করল।

দেবনাথ বলল, মেহা বেশী করতে হলে অনেক সমন্ত্রের দল্পকার হবে। বস্তুত দেবনাথ ডিমের ঝোল অথবা মাংসের ঝোলই ভালো রারা করতে পার্টেষ। মাধ্রেক खान कत्रा दन्नी पाती हार वान ता वानन, ताहेम धवः धरा-काती।

এলবি বলল, রাইস তো চাইনীক্ষ ডিশেও থাকবে। স্থুতরাং একমাত্র এগ-কারী।

একসময় দেবনাথ এবং মি: চার্ল টন বান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। দেবনাথ সঙ্গে করে গুঁড়ো মশলা এনেছে। এলবি দেবনাথকে সিদ্ধ ডিমের কোঁটা খুলে বড় বড় কিছু ডিম বেব কবে দিল। মিসেস চার্ল টন এবং বিজ্ঞন ওঁদের সকলকে কাজে সাহায্য করলেন। গ্যাসেব উন্থনে আতপ চালের ভাত হল। এই ভাত রান্নার কৌশলটুকু আয়ন্ত কবে মি: চার্ল টন এখন গৌরব বোধ করছেন। তিনি ভাত রান্নার সময় গল্প করছিলেন—কোথায়, কখন এবং কি কৌশলে তিনি এই ফুর্লভ বিগ্যা আয়ন্ত করেছেন। অন্তত হাজারবাব সেই নির্দিষ্ট চাইনীক্ত মহিলাটিকে তিনি ধস্যবাদ জানালেন। জানালেন ভদ্রমহিলা খুব হৃদয় দিয়ে তাঁকে এই বিশ্বা আয়ন্ত করতে সাহায্য করেছেন।

এলবি কোটা থেকে কিছু কর্ম-বীফ বেব কবে দিল। মিসেস চার্লটন মন্ত্রদার ডেলা গোল গোল করে সেই কর্ম-বীফ ভিতবে ভরে দিছেন। সেগুলো জলে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। এ-সময় ভয়ানক উৎকট গদ্ধে বিজ্ঞন ঘরে থাকতে না পেরে বাগানে চিলৈ এল এবং অনেকক্ষণ ধবে একা-একা পায়চারী করল।

একঘন্টার ভিতরেই প্রায় সব হয়ে গেল। বাতে ছোট একটা ভেড়ার বাচ্চা বোস্ট করে রাখা হয়েছিল। এখন শুধু ওটাকে ক্ষের চর্বি মাখিয়ে গরম করে মেওয়া হল। গ্রীন পীজ সিদ্ধ করে মেওয়া হয়েছে। কিছু স্থালাড, স্থাপ্তউইচ। ইতিমধ্যে মিঃ ট্রয় এসে গেছেন, টনি এসে গেছে, এলবির পিসিও এসে পড়লেন। এবং অক্যান্থ আরও ত্-একজন অপরিচিত ব্যক্তি বাঁরা সকলেই মিঃ চার্ল টন অথবা মিসেস চার্ল টনের বন্ধু পর্বারের। ওঁরা ঘরে ঢুকে সকলকে অভিবাদন জানালেন এবং পরিচিত হলেন।

খাবার টেবিলে ওঁরা সকলে সকলকে সাহায্য করলেন। খেতে বসার আগে এলবি বলল, আমরা ভগবানের পৃথিবীতে নিত্য ফুটো আহার্য গ্রহণের সময় সকলে প্রার্থনা করব—বেচারী সেলিম আরোগ্য লাভ করুক। সকলে দাড়ালেন এবং মিনিট ছুই কাল সেলিমের নিরাময়ের জন্ম অংশবিদনে থাকলেন। তাঁরা সকলে প্রার্থনা করছেন। এলবিকে যথার্থ থাকন কোন বাঙালী আটপোরে পৃথিবীয় মতো গনে হছেন।

খেতে নুটাই বুৰ উৎসাহের সঙ্গে চার্গটন ভোজ্যারব্যের ফিরিডি দিলেন

প্রথম। কিছু রাইস-ন্টিক পরস্পার পরস্পারকে দিলেন। প্রথমেই চীনেমাটির বাসনে কিছু ভাত এবং আধসিদ্ধ মাংসপুর, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো চার্লটন সকলকে পরিবেশন করলেন। এবং কাঠির সাহায্যে সকলকে থেতে অফুরোধ জানালেন। এইসব আধসিদ্ধ মাংসপুর, ভাত কাঠির সাহায্যে মুথে তুলতে গিয়ে বিজন ওয়াক্ তুলতে তুলতে বলে কেলল, যথার্থ ই চমংকার আপনার এই চাইনীজ ভোজ্যক্রয়। সঙ্গে সঞ্জে মিং চার্লটন মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, বলেছি না ওয়া তারিক করবে! চীন ভারতবর্ধ পাশাপাশি দেশ। সংস্কৃতিতে সভ্যতায় ওয়া প্রায়্ব এক।

দেবনাথ ছোট ছোট চোখে মি: চার্ল টনকে দেখল। ইচ্ছে হল ডিলের সবগুলো ভোজ্যদ্রব্য চার্ল টনের মূখে ছুঁডে দেয়। অথচ সেও বলল, ভেরী নাইস।

দেবনাথ এবার ট্যাগোর-ডিশেব এগ-কাবী সকলকে পরিবেশন করল। সে জানত লঙ্কার গুঁডোটা একটু বেশীই পডেছে। সে জানত ঝাল থেয়ে ওঁদেব জিব টাটাবে। সে বিদ্ধাপ করে বলল, ট্যাগোর ঝাল একটু বেশী থেতেন।

খাওয়ার সক্ষে বাল চাল টনের মাখায় উঠে গেল। চাল টনের
মাখায় টাক—তিনি তালুতে ঠাগু হাত রাখলেন। ঝাল খেয়ে অন্য সকলের
ঠোট কৃষ্ণিত হচ্ছে প্রসারিত হচ্ছে। সকলে মাখায় ঠাগু। হাত রাখলেন।
সকলে জল খেলেন প্রচুর। এবং গাদা গাদা চিনি খেলেন। চোখ সকলের
ভারী হয়ে উঠেছে, লাল হয়ে উঠেছে। ওঁরা তব্ কোনবকমে উচ্চারণ করলেন,
গ্রাণিগু! টাাগোর-ভিশ গ্রাণ্ড।

দেবনাথ এবং বিজন ভাতের সঙ্গে ভিমের ঝোল বেশ তৃষ্টি করেই খেল। ওরাও বলল, ট্যাগোর-ডিশ গ্রাও। তারপর ওরা কাঠি দিরে ভাত খাওরার চেই করল। কিছু খেল, কিছু নষ্ট হল। তারপর স্থাওউইচ, গ্রীন পীক্ষ এবং ল্যাম্ব-রোস্ট খেরে ওরা খুশী হতে পারছে। ওদের এখন সেই ত্রাহি-ত্রাহি ভাবটুকু নেই। শেষে কফি খেরে ওরা সকলে তৃষ্টির নিখাস কেলল। সকলের মুখ দেখে মনে হবে এখন এইমাত্র টেবিলে বড়রকমের একটা ঝড় বরে গেছে।

বিকেলে টেশন-ওরাগনে মি: এবং মিসেস চার্ল টন জীলণ্ডের উদ্দেশে রওনা হলেন। মি: ট্রন্ন ও অন্যান্য ভূ-একজন আগেই চলে গেছেন। এলবির পিন্ধি গেলেন এইমাত্র। বাওরার আগে দেবনাথ এবং বিজনকে ওঁর যরে একদিয়া নিমৃত্রণ, করে গেলেন। দেবনাথ গেল সকলের শেষে। হাসপাভাল থেকে বের হয়ে ওরা

.তিনজন যখন গাড়ীতে উঠতে যাবে তখন দেবনাথ বলল, এবার আমি যাই। জাহাজে আমার একটু দরকার আছে।

গাড়ীর ডিভর এলবিকে আজ একটু উচ্ছল বলে মনে হল। এলবি বলল, সেলিম দেখবে ভালো হয়ে উঠবে। ওকে আজকে খুব ভালো দেখাচ্ছিল। সে নিজে এখন উঠতে নামতে পারছে। এখন অপারেশন হলে বাঁচি।

—আমিও আশা করছি আমরা একসঙ্গে দেশে কিরতে পারব। একসঙ্গে কিরতে পারদে খুবই আনন্দের ব্যাপার ঘটবে।

এলবি কথা বলল না। এলবি সম্ভর্পণে ওর মৃথ দেখল। বিজ্ঞানের মৃথে খেন এখন কোন যন্ত্রণার ছবি নেই। যেন সে এমত ঘটনায় যথার্থ ই আানন্দিত হবে। এলবি স্টীয়ারিং-এ বসে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পডল।

ওরা আবার জাফরী-কাটা আলো এবং পাতার ছায়ায় এসে বসল। বিকেশ থেকে ঠাও। হাওয়া বইছে না। ওরা পাশাপাশি আজ বসল না। ওরা মুখোমুখী বসল। এলবি কেন জানি ইচ্ছা করেই পর পর চার-পাঁচটি কবিতা শোনালো বিজনকে। আজ বিজনকে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য কোন অহুরোধ করল না, এমনকি বিজন কতটা আগ্রহ নিয়ে শুনছে তাও লক্ষ্য করল না। এবং এই কবিতা-আবৃত্তির সময়ই এলবির একটু মদ থেতে ইচ্ছে হল। বলল, তৃমি একটু মদ খাবে বিজন ?

সে-রাতে উভয়ে মদ খেরেছিল। অথচ পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয় নি। পরস্পর গোলাপী নেশায় উন্মন্ত হয় নি। তবু কেন জানি বিজন ঘাস খেকে উঠতে পারছিল না। সে অস্থস্থ হয়ে পড়ছে। ওর দন্তানা খুলে যাছে। পেটের ভিতর এক ত্রস্ত যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে উঠছে। সে বলল, এলবি, আমি আর পারছি না।

এলবি সমন্ত শক্তি দিয়ে বিজনকে তুলে ধরল এবং ধীরে ধীরে মোটরের ভিতর শুইরে দিল। তারপর বাড়ি ফিরে বিজনকে নিজের থাটে শুইরে দিল এবং কোন তুলে ভারাল করল; বলল, ক্যারল আছেন? ভঃ ক্যারল। শ্লীজ কাইভ বাই এইট নটিংহিল। পেশেন্ট সিরিবাস।

ভাক্তার বিজনকে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, কন্দিগেশনের জন্য এমন ছরেছে। ভরের কিছু নেই। ছ'দিনেই ভালো হরে উঠবে। ছ'রকমের পিল থাকুল। এখন একটা থাইরে দিলেই ব্যখাটা কমে জাসবে। পেটে একটু পরম জলের কেঁক দিতে পারেন।

ভাক্তারবাবু চলে গেছেন। এলবি বিজনকে বলে ছ্'মিনিটের জন্য বাইরে গেছে। বিজন বন্ধায় ছটফট করতে কবতে দেওয়ালের সব ছবি দেখল। বড় বড় সব ক্যানভাসে নানারভের ছবি। কবিব ছবি দেয়ালে। হলুদ রভেব দেয়াল। এলবির হাতে আঁকা কবির এই ছবি যেন বিজনকে বিজ্ঞপ করছে। যেন বলছে বাপুরা যাহোক তোমরা আমাকে নিয়ে তামাসা কবলে। বিজন এই যন্ত্রণাব ভিতরও প্রথম দিনের কথা ভেবে অমুতপ্ত। বস্তুত সে ছ্:সহ যন্ত্রণায় অধীব হয়ে ওর প্রথম দিনেব ইচ্ছাক্বত তামাসাব জন্য ক্ষমা চেমে নিল।

এলবি ঘবে ফিবেই বিজনেব কপালে হাত বেখে উত্তাপ দেখল। তাবপৰ জল এনে পিল খাইষে দিয়ে হট-ওয়াটাব ব্যাগে পেটে দেঁক দিতে থাকল। অধীর আগ্রহে সাবারাত জেগে ওব পাশে বসে থাকল। ভোববাতেব দিকে ত্রংসহ যন্ত্রণা ধেকে বিজন যেন মৃক্তি পেল। বিজন পাশ ফিবে এলবিব সেই আন্তবিক এবং শ্রীতিপূর্ণ চোখেব দিকে চেয়ে বলল, এলবি, তোমাকে খুব কট্ট দিলাম।

এলবি ওব কপালে হাত বাখল গুধু। কোন কথা বলল না। বিজন ওর চোখ দেখেই বৃঝল, বৃঝতে পাবছে এ-মূহুর্তে ওকে নিবামষ কবে তোলাব কী আকৃল ইচ্ছা এলবিব চোখে।

ভোবেব দিকে বিজ্ঞন ঘূমিয়ে পড়েছে। স্থাতবাং ঘূম ভাঙতে ওব দেবী হল।
জ্ঞানালার রোদ ওব বিছানায় এসে নেমেছে। এলবি বাইবেব ঘবে আছে। কাকে
ক্ষেন কোন কবল এইমাত্র। বিজ্ঞন বিছানায় শুযে সব ধবতে পাবছে—এলবি
জাইছিল কোন কবে কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলছে, ওব অস্কুত্ব হয়ে পড়ার খবব
দিছ্তে এবং সঙ্গে চাব-পাঁচদিনেব ছুটি মঞ্জুব কবাব জন্য ফোনে আবেদনপত্র পেশ
করছে।

এলবি এ-ঘবে এসে দাঁডালে বিজন ভাবল, কি দবকাব আর থেকে। শরীর আমার ভালো হয়ে গেছে। বেশ সুস্থ বোধ করছি। বরং আজ জাহাজে চলি। কিছ এলবিব মুখের দিকে চেয়ে বলতে পাবল না কথাগুলো। চোখে ওব সারারাত অনিদ্রার অবসাদ। শরীরে ক্লান্তি। এলবি ওব কপালে হাত রেখে বলল, খুব ভর ধবিরে দিরেছিলে যাহোক।

- --ভাই নাকি !
- जा नव्य कि ! अक्ट्रे मह त्थल त्जा, अमिन चारम मुख्ति अफ्ला ।
- —তুমি তো জান এপবি, ওটা মদের জন্য হয়নি। ওটা আমার জাহাজে কাজ করার পর থেকেই হচ্ছে। মাঝে মাঝে হত, কিছ এমন কঠিন হত না।

## अकर्षे (श्रास विक्रम वनन, वतः अथम काहारक हिन।

- —ত্মি কি পাগল, বিজন! ক্যাবল তোমাকে পুবো পাঁচদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কাপ্তানকে এইমাত্র খবব দিলাম। তিনি খুব ভালোমান্তবের মতো বললেন, সেজন্য কি আছে। নিশ্চয়ই ও চাব-পাঁচদিন ছুটি পাবে।
- —তুমি তো ছুটি নিলে। এখানে থাকাব অর্থ ই হচ্ছে তোমাকে অস্থবিধায় ফেলা।
- আমাব কোন অস্থবিধা হবেনা। পাশেব ঘবে আমি থাকব। যথন যা দবকার আমাকে বলবে।

विजन भूता भाँ । जिन विवः भाँ । वाष्ट्रे ध्व घरव शावन ।

পঁচি বাতে ওবা পাশাপাশি ভিন্ন ঘবে গুয়ে জানাল। য ববীন্দ্রনাণেব ছবি

নখতে দেখতে অথবা কবিত আবৃত্তি কবতে কবতে ঘৃমিষে পড় । অথবা ঘৃমিয়ে

প ডাব ভান কবত। এলবি বালিশেব নীচে ছটো হাত সম্বর্পণে চুকিয়ে কি মেন
বাব বাব খ্ঁজত। কি যেন বালিশেব নীচে ওব হাবিয়ে গেছে। কখনও এলবি

বাতেব প্রজ্ঞাপতিদেব বিছানাব চাবপাশে দেখত। ওব প্রতীক্ষাব জগতে সেইসব

প্রজ্ঞাপতিবা উড়ে উড়ে একদা অবসন্ন হত এবং সকালেব দিকে ওবা ঘুমিয়ে পড় ছ।
কোন কোন বাতে এলবি এই শীতেও জানালা খুলে বাতেব প্রজ্ঞাপতিদেব শবীব

পেকে উড়িষে দেবাব চেষ্টা কবেছে। এই ঘন বাতে এবং শীতেব রাতেও ওর

শবীব মধুব এক উত্তেজনায় অধীব হযেছে। বাঙালী এক নাবিকেব শবীবে কবির যুবা

শবীবী বৃত্তিকে স্পর্ণ কবাব ইচ্ছাব সে সহসা কাতব হত। আর বিজ্ঞন নিজেকে

ববীন্দ্রনাথেব অন্থগামী ভেবে সহজ্ঞ ইচ্ছাব বৃত্তিতে কঠিন ভাডনায়ও ভূব দিতে
পাবলে না। পদাব আডালাকুকু ওদেব চুজনকে সেজন্য প্রস্পেব মহৎ কবে রাখল।

জাহাজে ফিরে এসে বিজন প্রথম বাতে অনিদ্রায়, দ্বিতীয় রাতে অসহিষ্ণুতার হুগে সাবাদিন কাজ কবাব অজুহাতে ডেক এ পডে থাকল। ছুদিন এলবি ইউনিরনেব কাজে সহব ছেডে অন্যত্র থাকছে মি: ট্রমেব সঙ্গে। ছুদিন দেখা-সাক্ষাতের কোন অ্বোগ নেই। বিকেল কাটছে হাসপাতালে। পরবর্তী সমরটুকু আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। খুব নি:শন্ধ, নি:সঙ্গ ভাব জাহাজে। কেউ থাকছে না। বন্দবে নেমে সকলে গলির জাঁধারে হারিরে যাবার চেটা করছে। এইসব কেখে সে আর পারছে না, সহজ ভাবটুকু রক্ষা করতে পারছে না।

বস্তুত বিশ্বন এক অংহতুক ঈর্বায় পীড়িত হচ্ছে। মি: ট্রাকে কেন্দ্র করে এই

ইবার জন্ম। বিজন প্রতিমূহুর্তে নিংসক জাহাজী বিশ্বনি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল। এলবিব অন্থপন্থিতি যন্ত্রণাব গ্রাসকে কঠোব কবে তুলল। নিদারুল জাহাজী যন্ত্রণায় সে দেবনাথেব সকে গোপনে সন্তার একটু মদ এবং সন্তার একটু যৌন-সংযোগ-বক্ষার্থে সেজন্য বন্ধপবিকব। কিন্তু মূপের ভাবটুকু সকল সময়ের জন্য সরল নিংমার্থ এবং যৌন জীবনে নিজ্পাপ, যেন এই মহৎ পৃথিবীতে অশ্পীল হবাব মতে। কিছুই নেই। বিজন দেবনাথেব সকে হেঁটে যেতে যেতে বলল, আব কতদ্র ডোমাব বাতেব আন্তানা ?

অথচ বিজ্ঞন বাতেব আন্তানায় দব কবতে গিয়ে দেখল যুবতী সব সময়েব জন্য চোখ-ত্নটো কোটবাগত কবে বেখেছে। প্রতিদিনেব যৌন অত্যাচাবে গালে অঙ্গীল টোল। নগ্ন চেহাবাতে যাতকবেব লাঠিব মতে। ভেঙ্কি। এবং সমস্ত শবীবে কিসেব ষেন দাগ—্যেন অত্যাচাবেব অঙ্গীল উদ্ধি পবে নিত্য জাহাজী যন্ত্রণার সাক্ষী থেকেছে। পাশাপাশি ত্টো চোখ—এলবিব চোখ এলবিব প্রীতিপূর্ণ চোখ—পোবল না। সে নগ্ন হযে নাচতে পাবল না বাতেব আন্তানায। মদেব গোলাপী নেশা ছুটে গোলে সে যথাসম্ভব সত্মব ছুটে পালাল।

সে জাহাজে কিবে দেখল ডেক থালি। কোন জাহাজীব সাডাশন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। জেকেব উপব কিছু ইতন্তত আলো জলছে। একটা বেডাল এ-পীতেও অকিসাব-গ্যালীতে থাবাব খুঁজছে। বিডালটা শীতে কষ্ট পাচ্ছে এবং ক্ষ্ধার তাডনার কাদছে। সে আবও এগিয়ে গেল। সে শুনল—ডেক-ভাণ্ডাবী মদ খেরে নীচে হল্লা করছে। নীচে নেমে দেখল সকল জাহাজীদের দবজা বন্ধ। যে তু-একজন জাহাজী এখনও কেবেনি তাব। আব এ-বাতে ফিববে না। সে ধীরে ধীরে নিজেব দবজাব সামনে গিয়ে দাডাল। দেবনাথ আগে ফিরে এসেছে। কোকসালের ভিতবে লকারের শন্ধ। বৃঝি দেবনাথ লকাব খুলছে। ফুঝি দেবনাথ বাংকে বসে খাছে। বিজন দবজা খুলে ভিতরে চুকে বলল, আমি পারিনি, দেবনাথ—আমি পারিনি। মেয়েটির শনীব দেখে আমাব ককণা হল।

এই করুণাব কথা ভেবে যথন সে ক্ষতবিক্ষত তথন দেবনাথ খেতে খেতে বলছে—এলবি এসে এই বাংকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবে গেছে ডোমার জন্য ।

- --তুমি কি বললে?
- —বশবুম রাতের আন্তানায় গেছে।
- —দেবনাথ! সে চীৎকার করে উঠল। ইচ্ছা হল দেবনাথের গলা টিগে ধরতে। বিজন লক্ষ্য করল, দেবনাথ ছজনের ডাড একাই পিলছেএ ওর নেশাঃ

এখনও প্রকট। সেউনিস্টেখনাথেব হাত কাঁপছে। এবং গোল গোল চোখে বিজনকে দেখছে।

—বললাম তৃমি এলবিকে ঠিকিয়েছ। তৃমি ববীক্রনাথেব নামে 'পাধীসব কবে বব' ভানিয়েছ। বললাম তৃমি পূর্ববেদেব ছেলে, বললাম দেশ-বিভাগেব পর পশ্চিমবঙ্গে এসেছ। কোন এক কলোনীতে পিসিমাব ঘবে থাক। তোমাব বাজী বটতলায় নয়। স্থতবা বটতলা থেকে নিমতলা কাছেও নয়। আর কিছুবলল না দেবনাথ। কেব ভাত থাচ্ছে। অথবা বললে য়েন এবকম শোনাত—বিজ্ঞন, আমি ইর্ষাব তাডনায় ভূগছি। তৃমি এমন প্রীতিপূর্ণ চোথেব স্নেহচ্ছায়ায় বন্দবেব দিনগুলো কাটাবে, তৃমি বস্তুত ববীক্রনাথেব মতো বাঁচতে চাইবে, সে অমাব সহ্ছ নয়। সে বলল, কবিব প্রতীকী হয়ে তৃমি এলবিব কাছে বেঁচে আছ, আমি কোটবাগত চোথে জাহাজী হয়ে বেঁচে আছি, আমি ইর্ষাব তাডনায় ভূগছি— আমি পাবি নি, আমি পাবি নি। ইর্ষাব তাডনায় আমি একটু বেকাস হয়েছি।

বিজ্ञন বাংকে শুয়ে পডল। কোট প্যাণ্ট প্ৰেই শুয়ে পডল। এ-মুহুর্তে সে আর কিছু ভাবতে প'বছে না। সে এলবিব কাছে ধবা পডে গিষে বাংকে শুয়ে আজ্ঞ যথার্থ জাহাজী কায়দায় বাত যাপন কবল।

সকালে জাহাজেব কিছু কাজ—দেযালে বঙ কবা, দেযাল সাবান-জলে পরিষ্কার কবা—সে সব কাজগুলে। আজ নিখুঁতভাবে কবল। সে ইচ্ছা কবেই এলবিকে ভাবল না। সে ইচ্ছা কবেই কাঁচা খিন্তি কবল আজ। ভোরবেলায় দেবনাথ ওর পাশে স্বস্থ হয়ে দাঁভালে, বলল, আমাকে ছোট কবে কি লাভ হল, দেবনাথ ?

দেবনাথ ওব হুটো হাত ধবে বলল, বিজন, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। গঙ্কনাতে আমাব বড ভূল হয়েছে। গতবাতে টাকার অভাবে আমাব বাতেব ইচ্ছাটুকু পূবণ হয় নি। বাধ্য হবে সন্তায় গলা পর্যন্ত মদ গিলে নেশা কবেছি। মাতাল হয়ে জাহাজে ফিবেছি। ফিরে তোমার বাংকে এলবিকে দেখেই থৈর্ব ধরতে পারি নি। আমি ওকে টেনে তুলেছিলুম। এলবি বিরক্ত হয়ে তাকাতেই তোমাকে ছ্শমন ব'লে ভেবেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কব, বিজন। ব'লে দেবনাথ যথার্থই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে ওর পাশে গাভাল।

বিকেলে বিজন হাসপাতালে গেল। সেলিমের অস্ত্রোপচাব হরে গেছে। সেলিম ভালো হরে উঠছে। সেলিম ফেব জাহাজের জাহাজী হরে একই সঙ্গে হরত হরে ফিরতে পারবে। এইসব ভাবনার দেবনাথ এবং বিজন পথ চলছিল। দেবনাথ বলল, এলবির কাছে ভোর একবার যাওয়া উচিত।

- --- (कांन मूर्थ यांव, वन ।
- আমার বড় ভুল হয়ে গেল, বিজন।

ওরা পরস্পর তাকাল। ওরা পরস্পর হাত ধরে হাসপাতালে উঠে গেল।

সিঁডি ধরে নামবার সময় ভাবল, এলবি যদি আসে, এই হাসপাতালে এলবি যদি ওর জন্য অপেক্ষা করে, যদি বলে—বিজন, তুমি কি যথার্থ ই রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখীসব করে রব' শুনিয়েছ, তুমি কি যথার্থ ই কবিকে নিয়ে তামাসা করেছ —তথন, তথন সে কী উত্তর দেবে ! এইসব ভেবে বিজন, হাসপাতালে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল । এবং যখন দেখল সেলিমের বিছানার পাশে কেউ বসে নেই তথন সে এক অহেতুক আনন্দে কিঞ্চিৎ সান্ধ্রনা পেল।

সেলিমের শরীরে এখনও রক্ত দেওয়া হচ্ছে। সেলিম এমত তুর্বল যে, কথা বলতে পারছে না। ওরা ওর পালে বসল এবং বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহিত করল। বন্দরে বিজ্ঞান এলবিকে এড়িয়ে বাচতে চাইল। সামনে পড়লেই ধরা পড়বে অথবা কলিন ষ্ট্রীট ধরে হাটলেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা। সে সেজন্য জাহাজ থেকে

কম নামল, বন্দর ধরে সহরে উঠল না এবং বড় বড় পথ ধরে পায়চারি করল না।
সে শুধু বিকেলে হাসপাতালে গেল। এবং একদিন সেলিম বলল, সেলিম তথন
ভালো হয়ে উঠছে, সেলিম তথন কথা বলতে পারছে—বলল, এলবি রোজ ভোরে

আসেন।

জাহাজে সারাদিন কাজের পর যখন ক্লান্ত হয়ে বিজন রেলিঙে এসে তর করে দাঁড়াত তখন ওর মনে পড়ত নটিংহিলের সেই ছোট কাঠের ঘর, সেই ছোট অক্ষরে লেখা 'শান্তির নীড়', সেই ইজিচেয়ারটা এবং পাশের ভাঙা ঈজেলটার কথা। মনে পড়ত ওর কবিতা আবৃত্তির কথা। এলবি 'গীতাঞ্জলি'র সব কবিতাগুলিই যেন ওকে বার বার ভনিয়েছে। সে যেন এখন এই রেলিঙে দাঁড়িয়ে সব কবিতাগুলিই স্পান্ত মনে করতে পারছে। ওর একান্ত ইচ্ছা—এলবি যদি আসত, যদি সে ওর সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করত, যদি বলত, তুমি কবিতার মতো না বেঁচে, জাহাজীর মতো বাঁচলে। অথচ সে এল না। একদিন গেল, তু'দিন গেল, তু'সপ্তাহ গেল, অথচ সে এল না। পাইন-গাছগুলো তখন পাতা মেলতে তক্ষ ক্রেছে। পাখীরা সব আবার ক্রিরে এসেছে, গাছে গাছে তারা কোলাহল করছে। বসন্তের আগমনে এই ধরণী যেন উচ্ছল যুবার মতো অথবা গর্ভবতী তক্ষণীর মতো ব্যারী হতে চাইছে। অথচ এলবির আর দেখা নেই।

क्ष्या रु कित त्राउ शाकन उठ विकास अनवित कारक निरक्षक जनसंदी

সাব্যস্ত করণ। ডড: প্রু ভেঙে পঁড়ল। তত সে নিঃসন্ধবাধে পীড়িত হডে থাকল। জাহাজ হডে দেবে ছ'দিন পর। সেলিম ভালো হরে উঠছে। বে সেতৃবন্ধটি গডে উঠেছিল সেলিমকে কেন্দ্র ক'রে, সেলিম জাহাজে কিরে এলে সেটুকুও শেষ হরে যাবে।

কিন্তু কোন এক ভোরে জাহাজে খবব এশ—কাপ্তান হাসপাতালের সজে সংযোগ-রক্ষা কবছেন—ডেক-এ কের উদ্বেগ উত্তেজনা, সারেও ব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যান্য জাহাজীরাও ব্রিজের নীচে অপেক্ষা করছে—ওদের চোখে পরস্পারের প্রতি সংশায়ের দৃষ্টি, তখন কাপ্তান বলছেন ব্রিজ থেকে—সেলিম ভেড্—সেলিম মৃত।

বিকালে সব জাহাজীরা জাহাজ থেকে নেমে গেল। ঘন কুয়াশায় শীতের রঙ ফ্যাকাশে। শীতের শেষে ওরা কোন তুষার-বডেব মতো ভোরের রোদে তুবে গেল, গলে গেল। ওবা হাসপাতালের দরজায় সারিবদ্ধভাবে দাঁডিয়ে মৃত নাবিকের শরীর নিয়ে যাত্রার ইচ্ছায় উন্পৃথ হয়ে থাকল। ওদের অবয়বের ইচ্ছা য়েন এই—আমরা এই সদ্ধ্যায় সকলে কববভূমিতে নেমে যাচ্ছি। আমরা নেমে যাচিছ, আমরা নেমে যাব। আমরা মরে যাচিছ, আমরা মরে যাব।

সহরবাসীরা নাবিকের শবষাত্রার পথে ভীড় করল। একাল বিদেশী লোক জাহাজী পোশাকে কোন নাবিকের মৃতদেহ নিয়ে সৈনিকের মতো পা কেলে হাঁটছে। জানালায় য়ুবতী আর্লির আলোতে সেই শবষাত্রীদের দেখে মুখ ঘোরাল। কিছু স্বজাতীয় দেখল সেই শবাহাগমন—এলবি কফিনের বাঁ পাশে পথ দেখিয়ে চলছে। মি: ট্রয় এবং কিছু জাহাজী শ্রমিক কফিনের আগে আগে চলছে। ভারতীয় নাবিকেরা পিছনে। বিজন সকলের পিছনে। ওরা নি:শব্দে পথ অতিক্রম করছে। ওরা সকলে সহর অতিক্রম করে ক্রমে পাহাডের উৎরাইয়ে নেমে গেল। ওরা সকলে আজ কোন কথা বলল না। কত নি:সল, কত নি:শব্দ এই যাত্রা। ওরা পরস্পর অপরিচিতের মতো ব্যবহার করল যেন, অথবা এই শোকাবহ ঘটনায় ওরা পরস্পর সাময়িক বেদনায় আত্মনিষ্ঠ। এলবি পর্যন্ত কোন কথা বলে রিজনকে কিংবা জন্যান্য জাহাজীদের সমবেদনা জানাল না। এলবি চোখ ভুলে বিজনকে দেখল না। অথবা না-দেখার ইচ্ছায় সর্বদা কম্বিনের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। অথবা এলবির প্রত্যেয় এমনভাবে ভেঙে গেছে য়ে, সে বিজনকে উৎসাছ দিয়ে বলতে পারল না, সেলিম দেখবে ভালো হয়ে উঠবে।

ক্ষরভূমির সদর দরভা দিলে ওরা ভিতরে ঢুকে গেল। বিজন শাস্ত্রীক্ষয় সব-

বেদী দেখতে পেল। গীর্জাব মতো ছোট-বর্ড কবরের ্ক্লুক্ষাল দেখতে পেল। আনেক ক্ষ্য-কুংশেব এপিটাফ চোথে পডল। সেলিম কফিনে এখন শুরে আছে। সেলিমেব ব্লী এখন হয়ত দবজায় বাস মেয়েটাকে আদব কবছে। অথবা মেয়েকে খসমেব খবব দিয়ে স্থুখ পাছে। সেলিমেব কবর এখানেই হল। সে বিবিব কোলে মাখা বেখে মবতে পাবলনা। এইসব ভেবে বিজনেব অলেষ ছুংখ। তবু একবার এলবিকে বলাব ইচ্ছা—কিছু বলাব ইচ্ছা—শোকাবহ ঘটনাব কথা বলে ববীজনাথকে শ্ববণ কবাব ইচ্ছা—ওব সেই কবিতা-আবৃত্তিব ইচ্ছা—পিস্ ওয়াজ অন্ হিজ কোব-হেড।

সেলিমেব কবরেব উপব প্রথম এলবিই মাটি দিল। সকলেব শেষে বিজন
মাটি দিতে গিয়ে অসহায় মানুষেব মতো কেঁদে উঠল। এই মাটিটুকু দিয়ে সে আজ
কত অসহায়, কত নিঃসঙ্গ এমত ভাব প্রকাশ কবল। এলবি পাশে গিষে দাঁডাল।
বিজন শেষ মাটিটুকু কববেব উপব চাপডে চাপডে দিছে এবং বাদছে। সে যেন
এই মাটির স্পর্শ ছেডে উঠতে পাবছেনা। উপবে আলো জলছে। শীতেব কুবাশা
আলোব ডুমটাকে অস্পষ্ট কবে বেথেছে। সকলে একে একে কবব ছেডে চলে
বাছেছে। সকলেই যেন এই মৃত্যুতে হঃসহ এক যাতনায় প্রস্পাব কথা বলতে
পারছে না। পরস্পব সান্ধনা দিতে পাবছে না। সকলেই মাধা নীচু করে
পাহাড়েব ঢাল ধবে চডাইয়ে উঠে যাছেছ।

এলবি ডাকল, বিজ্ঞন, ওঠো। সেলিমকে বহু চেষ্টায়ও বাঁচানো গেল না।
মৃত্যুরই জয় হল। প্রভূকে ওব কথা বলো। ওব আত্মাব শান্তি কামনা করো।

এশবি বিজনকে টেনে তুলল। ওবা পবস্পব তাকাল। তাবপব হাত ধরে কববভূমি ফেলে পাহাডেব চডাই ভেঙে সমৃদ্রেব ধাবে এসে বসল। এলবিই বিজনকৈ এই অসীম সমুদ্রেব আঁধাবে বসতে অন্থবোধ কবল।

অন্য তীবে সব বড বড সমুদ্রগামী জাহাজ। ওবা এপাবে নির্ক্তন জারগার বসে শোকটুকু ভূলতে চাইল। এলবি বিজ্ঞানকে এই মৃত্যুশোক ভূলে বেতে জমুরোধ করল। এলবি ভিন্ন ভিন্ন বকমেব কথা বলে বিজ্ঞানব শেষ চুঃখটুকু মুছে দিতে চাইল — মুছে দেবাব ইচ্ছার ওকে শেষ পর্যস্ত নটিংহিলেব ছোট কাঠের খরে নিরে এসে বলল, এ-ঘব ভোমার। তুমি এখানে থেকে যাও। যেন জারও বলতে চাইল — ভোমাব জাহাজী নিঃসঙ্গভাটুকু আমি, আমি—সব দিরে ভরে ভূলব।

বিজ্ঞন মনে মনে ভাবল-মূলত আমি নষ্টচরিত্তের মাছুব। কৃল্ড তুমি

আমার এ-ঘরে রেখে শাস্তি পাবে না। বিশেষত কবির প্রতীকী হরে দীর্ঘদিন আমি বাঁচতে পারব না। আমার জাহাজী চরিত্র আমাকে সমূদ্রের মতো অশাস্ত করে রেখেছে। বন্দরে বন্দরে চরিত্র নষ্ট করে বেড়াতে না পারলে আমার জাহাজী চরিত্রের শাস্তি নেই।

বিশ্বন বদল, আশা করেছিলাম তুমি একদিন অস্তত অভিযোগ করতেও জাহালে আসবে।

এলবি বলল, ভোরে সেলিমকে দেখে, সারাদিন অঞ্চিসে কাজ করে বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যস্ত পার্কে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি।

বস্তুত উভয়ে এক তুর্বিনীত অভিমানে পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠ হয়ে অভিযোগ করতে পারে নি । এলবি জলপাই গাছের নীচে বসে যত আশাহত হয়েছে তত এক ক্ষুম্ব আক্রোশে ঘরে ফিরে মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় জানালায় প্রজাপতি গুনেছে। যথন একাস্ক উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারেনি তথন রবীক্রনাথের ছবির নীচে বসে একের পর এক কবিতা উচ্চারণ করে এক অশেষ আনন্দে ক্লান্ত হয়ে ঘূমিয়ে পড়েছে। অথবা ঈশরের মতো ইচ্ছায় বিজনকে কবিতার মতো স্কৃষ্ক করে ভোলার প্রবৃত্তিতে এলবি প্রতিদিন ছট্ফট করত। রবীক্রনাথের নামে 'পাখীসব করে রব' এবং জাহাজীদের রাতের আন্তানা উভয়ই নষ্টচরিত্তের লক্ষণ জেনেও সে ঠিক থাকতে পারে নি । বিজনকে রমণীয় শ্বৃতির অন্তরে বাঁচিয়ে রাখায় প্রেরনার সে গর্ভবতী হতে চাইল ।

এলবি বলল, তিনমাস ধরে তোমাকে পেয়ে কোন নাচবরে ধেতে ভূলে গেছি। তুমি এমত আমায় আপনার করে রেখেছ।

এলবি যেন মনে মনে বিজনকে অন্থরোধ জানাল, বিজন, তুমি যদি নইচরিত্রের মান্থই হতে চাও তবে আমান্থও নইচরিত্রের করে রেখে যাও। আমি আর এমত ভাবে বাঁচতে পারছি না। দেয়ালে কবির ছবি, আমরা নীচে বসে এমত ভাবছি —আমরা পরক্ষার প্রীতির সক্ষর্কে বাঁচছি—তুমি আমার আরও জন হরে বসো, আমার এতদিনের যৌন আদর্শকে ভেঙে দাও; তোমার হাতে আমি নইচরিত্রের হয়ে বাঁচি। ভোমার ক্ষার্লে কবির ক্ষার্ল এমত ভাব নিয়ে বাঁচি। এলবি ক্ষের বলল, তুমি থেকে যাও, বিজন। বাকিটুকু বলতে পারল না। বাকিটুকু এলবির চোবে ধরা পড়ল—এ পৃথিবীতে বিজন ব্যতীত এলবি নিঃসঙ্গ যুক্তায় দীর্ঘদিন ভূগবে। এ পৃথিবীতে ভারতবর্ধের এক রূপকথার মতো যুবকের ঘন গভীর প্রীতির সক্ষার জার্কিকে দীর্ঘকাল আছের করে রাখবে।

বিজ্ঞন ইজি-চেরারে শুয়ে থাকল। সে কোন কথা বলল না। এলবি দাঁড়াল। ধর পালে এসে দাঁড়াল। ঘন হরে দাঁড়াল এবং বিজ্ঞনের শীর্ণ ঠোঁটে ধীরে ধীরে ধ্রুরে চুম্ খেল। বিজ্ঞন এই ঘটনায় এডটুক্ উত্তেজিত হল না, বরং সে কেমন ঠাগুা-ঠাগুা হতে-হতে একসময় ইজি-চেরারের সঙ্গে খেন মিলে গেল। বস্তুত বিজ্ঞন কবিব প্রতীকীতে বাঁচতে গিয়ে মৃত্যুর মতো শিথিলতার অথবা কবির প্রতি ঠাগুা ঈর্ষায় এই ঘন চুম্বনে কোন যৌন সংযোগের উত্তেজনা পেল না। বরং সে এলবির প্রতি করুণাঘন হল। এলবিব মাথায় হাত বুলিয়ে ঈশ্বরের মতো বলল, আবাব যদি এ বন্দরে আসি, তোমার ঘরে আসব। জাহাজী মামুষের মতো আসব। বস্তুত বিজন নিজ্ঞের সহক্ত সত্তায় এলবির ঘরে বাঁচবার ইচ্ছায় উঠে দাঁডাল।

বিজন বলল, কাল ভোরে আমাদের জাহাজ ছেডে দিচ্ছে। তুমি ভোরে ষেও।

এলবি উত্তর দিতে পারল না। সে খাটে পড়ে বালিকাস্থলভ কারার ভেঙে পড়ল।

বিজ্পন ব্যাল এ-সময় কোন কথা বলে এই আশাহত বিদেশিনীকে সান্ধনা দেওরা যাবে না। সে সেজন্য অনেকক্ষণ ওর পাশে বসে থাকল এবং ওকে কাঁদতে দিল।

অনেককণ পর যথন বিজন দেখছে এলবি আর কাঁদছে না, বিছানার মূখ গুঁজে পড়ে আছে, তথন ওর হাত ধরে টেনে তুলল এবং বলল, চল, জাহাজে তুমি আমায় পৌছে দেবে।

মোটরে বসে বিজন ভাবল—সেলিম এবং তৃমি উভরে আমার আত্মার আত্মীয়। তৃজনকেই আমি এ বন্দরে কেলে বাচ্ছি। হয়ত পৃথিবীর অন্য কোন এক বন্দরে আমার জাহাজ ভিড়বে। সেখানে সেলিমের মতো কোন পাইনের ছারার ঘূমিরে পড়ব। তৃমি ভোমার জানালার সেদিন আত্মার গভীরে বে অক্সাত তুমেবর স্পর্ণ টুকু পাবে—সে আমারই। তবন তৃমি জানালার বসে এই সমূত্রকে দেখে কবির কবিতা আর্ত্তি কোরে।। সে কবিতার ভিতর আমরা, এইসব মৃত নাবিকেরা দুখরকে খুঁজব।

বিশ্বন বলল, এলবি, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো। এভাবে চুপচাপ মোটর চালালে আমার খুব কষ্ট হয়।

এলবি কথা বলার পরিবর্তে ধীরে ধীরে কবিতা আমুদ্রির সমন্ধ, দেখল-এই

সহরের পথের সব আলোগুলো এখনও জেগে আছে। ইভন্তত ছুটো-একটা মোটর ওদের অতিক্রম করে বের হয়ে যাচছে। পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশের বুটের শব্দ-পুলিশ টহল দিছে। দোকানের শো-কেসে আলো জ্বলছে না। এলবি এই ঘন রাতে বিজনকে কোন কথাই বলতে পারল না—সে ভেঙে পড়ছে। ভাই ধীরে ধীরে শেষ প্রিয় কবিতাটি সে আবৃত্তি কবে বিজনকে বিদায় জানালো—

"Art thou abroad on this stormy night on thy journey of love, my friend? The sky groans like one in despair.

I have no sleep to-night. Ever and again I open my door and look out on the darkness, my friend!

I can see nothing before me. I wonder where lies thy path!

By what dim shore of the ink-black river, by what far edge of the frowning forest, through what mazy depth of gloom art thou threading thy course to come to me, my firend?" কাকাতিয়া দ্বীপ থেকে কসকেট নিয়েছে জাহাজটা। জাহাজ আগামী দশদিন পাশাপাশি সব ওসানিক দ্বীপপুঞ্জ সকল অভিক্রম করে অনবরত জল ভাঙবে। দশদিন জাহাজীরা মাটি দেখতে পাবে না, তেরো মাস সফরে যেমন এক বন্দর থেকে অন্ত বন্দরে গিয়েছে, সম্দ্রের নোনা জল ভেঙে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে, তেমনি এ-দশদিনও শুধু জলই দেখবে অথবা অসংখ্য নক্ষত্র এবং রাতের আঁধারে অন্ত জাহাজের আলো।

তথন বিকেলের ঘন রোদের রঙ জেটিতে, ফসফেট-কারখানার প্রার্থনা-হলের গছুজে এবং দ্রে, দ্রে নারকেল গাছের ছায়াঘন চত্বরে অথবা অমিকদের ভালা কুটিরে, আকাশ অথবা নীলের গভীরতায় মগ্ন। সমুদ্র জ্বলের নীল অথবা সবুজ খন রঙের ছান্বা সাহেবদের বাংলোগুলো উজ্জ্বল করে রেখেছে। কিছু কিছু শ্রমিক বিকেলের আনন্দ হিসাবে ছোট ছোট স্কীপ নিয়ে বঁড়শী নিয়ে সমূত্রে ভেসে গেল। এবং তারা এই স্থাহান্তের পাশ দিয়ে গেল, গলুইতে স্থাহান্তীরা ভীড় করে আছে। ষেধানে দ্বীপের পাধর সমূব্রে বাতিধরের মত, যেথানে ফার্ন জ্বাতীয় গাছ সমূব্রের হাওয়ায় নড়ছে, সেধানে দ্বীপের সব শিশুরা অযথা লাফাল, নাচল, গাইল। কখনও সমুজের p प्रता ताम ज्ञान करन व्यथना माँ जात कांग्रेस । এইमन मृत्कात ভिতর জাহাজটা ছাড়বে। গলুইতে জাহাজীরা ভীড় করে থাকল। মাস্টে চব্দিশ ঘণ্টার ভিতর জাহাজ ছাড়ছে এমতভাবের কালো বর্ডার দেয়া নিশান উড়িয়ে দেওয়া ত্রীব্দে কাপ্তান, বড়ু মালোম। গ্যাউওয়েতে কোরার্টার-মাস্টার এখনও পাছারা দিচ্ছে। সি'ড়ি এখনও জেটি থেকে ভোলা হয়নি, জুগুচ সকল কাজ (नेव। एक, क्का जब कल व्याद जाक कड़ा इंट्याइ। शांह, विशंल अक्ट कार्द्धत সাহায্যে তেকে দেওর। হরেছে। তবু মেক মালোম সাল্লেছকে কেকে গলুইতে চলে क्षात्रम ना, किश्वा अवातिनि खुाम पूतिरत वनराम ना-इतिम शानिक । वर्ग्यम

না, তোমরা জাহাজীরা এস, আমরা বন্দরের নোঙর তুলে সমৃত্রে পাল তুলি।

সমূদ্রের শাস্ত নিবিড্তার ভিতর দ্বীপের পাহাড়, ঘর-বাড়ি, কারখানা এবং এইসব দ্বীপের পূরুষ-রমণীরা সকলে যেন রাজকক্সার মত জেগে সারা রাত ধরে, মাস ধরে এমন কি বৎসর, যুগ যুগ ধরে কোন এক রাজপুত্রের প্রতীক্ষাতে মগ্ন। স্থপারী গাছ, নারকেল গাছ এবং উষ্ণদেশীয় সকল শ্রেণীর গাছ দ্বীপে দৃশ্রমান। স্থমিত্র, জাহাজী স্থমিত্র, সেজনা বিকেলে প্রতি পথে ঘুরতে ঘুরতে কথনও এ অরণ্য-অঞ্চলে ঢুকে কাগজী লেব সংগ্রহ কবত। তু পা এগিয়ে গেলে ওপাশে সমৃদ্র, ধাবে ধারে বিস্তীর্ণ বালিয়াডি। স্থমিত্র প্রায়ই বালিয়াড়িতে চুপ হয়ে, বালুচরের সঙ্গে ঘন হয়ে এই দ্বীপের নিবিড্তায় মগ্ন থাকত। যেন সে দীর্ঘদিন পব নিজের দেশের মত দৃশ্রমান বস্তুসকলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

প্রস্থে দৈর্ঘ্যে তিন গুণিত চার মাইল পরিমিত স্থানটুকু জুড়ে এই দ্বীপ। কিছু সমতল ভূমি, কিছু পাহাডশ্রেণী। দ্বীপেব দক্ষিণ অঞ্চলে সাহেবদের বাংলোসকল, পার্ক, বিভালয় এবং ক্লাব-ঘর। পশ্চিমটুকু জুড়ে শ্রামিকদের নিবাস। পাহাড়েব উপব যেখানে ক্রন্ত্রিম উইলোগাছের সংবক্ষিত অঞ্চল আছে, যেখানে মার্বেল পাথরের প্রাসাদ এবং দ্বীপসকলের প্রধান কর্তার অবস্থিতি—তার ঠিক নীচে স্থপের জলের ব্রদ। পাথ্রে সিঁড়ি নীচে বালিয়াড়িতে গিয়ে নেমেছে। ছোট নীল হল অতিক্রম করার স্পৃহাতে স্থমিত্র কোনদিন সিঁডির নীচে বসে থাকত। এই উষ্ণতায় সম্ত্রের বৃকে মাবেল পাথরের স্থাপত্যশিল্প স্থমিত্রকে রূপকথার গল্প স্বরণ করিয়ে দিত। সেখানে একদা স্থমিত্র এক যুবতীকে আবিষ্কার করল। যুবতী উইলোগাছের ছায়ায় ব্রদের জীরে বসে ভায়োলিন বাজাত।

স্মিত্র জাহাজ-রেলিঙে ভর করে গতকালের কিছু কিছু ঘটনার কথা শ্বরণ করতে পারছে। সে দীর্ঘ সময় সিঁড়িতে বসেছিল এই ভেবে—যুবতী হয়তো এই পথ ধরে অপরায় বেলায় অন্য অনেকের মত সমূদ্রে নেমে আসবে। যুবতীর প্রিয়ম্থ দর্শনে সে প্রীত হবে। কিছু দীর্ঘ উচু পাহাড়প্রেণীর কাঁক দিয়ে যুবতীর ম্থ স্পষ্ট ছিল না। স্থতরাং অন্য অনেকদিনের মত ভায়োলিনের স্বরে মৃষ্ম হওয়া ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর ছিল না। প্রতিদিনের প্রতীক্ষা তার কথনও সকল হল না। এবং সেই স্বাদ্দিষিদ্ধ এলাকায় যেতে পারত না বলে সমূদ্রে যুবতীর প্রতিবিশ্ব দেখে গল্পের ডালিমকুমার হয়ে বাঁচবার স্পৃহা জন্মাত। আহা, আমি ওর চোখে স্প্রই হলুম না গো! যশুল জাহাজীরা প্রমিকদের বস্তিতে পুরানো কাপড়ের বিনিময়ে যোন-সংবোগটুকু স্ক্রেক্সিড্র, ক্রখন, স্থমিত্র পাথরের আড়ালে বসে উদাস

## হবার ভঙ্গীতে আকাশ দেখত।

পৃষ এখন সমৃদ্রে ডুবছে। নীল সমৃদ্রের লাল রঙ এখন পাছাড এবং পাছাডশ্রেণীব উপত্যকা সকলকে স্লিগ্ধ কবছে। ছোট ছোট দ্বীপগুলো ঘরে ক্লিরছে। ক্লাব-ঘবে ব্যাপ্ত বাজছে। জেটিতে অনেক মাহ্যেবে ভীড। স্থলবী বমণীরা, আব পাছাডেব সব বাসিন্দারা যুবতীকে জাছাজে তুলে দিল। সকল জাছাজীবা গলুইতে ভীড কবে থাকল। সেই যুবতী, চঞ্চল তুটো চোখে, গ্যাঙওয়ে ধরে উঠে আসছে। সন্ধ্যাব গাঢ লাল বঙ যুবতীকে স্থমিত্রেব চোখে রহস্তমন্ত্রী কবে তুলছে।

এবাব সব ডেক-জাহাজীবা হুভাগ হয়ে আগিল পিছিল চলে গেল। উইন্চ হাডিয়া হাপিজ কবল হাসিল। ড্যাবিক নামানো হল। য়ুবতীব বাপকে দেখা গেল কাপ্তানের ঘবে। কিছু কিছু জোটব লোক ডেকে উঠে এসেছিল। ওবা সিঁডি তোলাব আগে নেমে গেল। য়ুবতীব বাবা নেমে গেলেন। তাবপব জাহাজ ধীবে ধীরে তীব খেকে সবতে থাকল। ফ্রমাল উডল অনেক জোটতে, মুবতী কেবিনে ফিবে যাওয়াব আগে সন্ধ্যাব গাচ বঙেব গভীবভাষ ওই দ্বীপেব ছবি দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল। এই তাব দেশ, এত স্থানব এবং বমণীয়।

কেবিনে ঢুকে যুবতী টুপাতি চেবী দেখল কাপ্তান-বন্ধ সব কিছু সমত্ত্ব সাজিয়ে রেখেছে। চেবী আন্ধনার মুখ দেখল, তাবপর লকাব খুলে হাতেব পোশাক পবে বোট-ভেকে উঠে যাবার জনা দবজা অতিক্রম করতেই মনে হল জাহাজ্ঞটা গুলছে এবং মাখাটা কেমন গুলিয়ে উঠছে। চেবী আব উপবে উঠল না। সে দবজা ঠেলে ভিতবে ঢুকে গেল। নবম সাদা বিছানায় শরীবটা এলিয়ে দিয়ে পোর্টহোলেব কাঁচ খুলে দিল। চেরী এখন সমুদ্র এবং আকাশ দেখছে।

**ए**द्रजाद्र थूव शीरव शीरव क्जा-नाजाद्र **भरन** रहवी श्रश्न क्वन, रक ?

- -আমি কাপ্তান-বন্ন।
- -- (4F)
- —আপনাব খাবার—বলে সহত্তে টেবিল সাজাল। চেবী বলল, এক পেরালা তুধ, তুটো আপেল।
- --আব কিছু ?
- -ना।
- —আপনাব কট হচ্ছে মাদাম ?

- -- 11
- —উপরে উঠবেন না? বেশ জ্যোৎসারাত। বোট-ছেকে আপনার জন্য আসন,ঠিক করা আছে।
- —না, উপরে উঠব না। বয় চলে যাচ্ছিল, চেরী ডেকে বলল, শোন!
  কাপ্তান বয় কাছে এলো। বলল, তুমি কাপ্তানকে একবার আমার সঙ্গে দেখা
  করতে বলবে।
  - --জী, আচ্ছা। কাপ্তান-বয় দরজা টেনে চলে গেল।

তথন কোকসালে কোকসালে সকল জাহাজীরা চেরীকে কেন্দ্র করে মণগুল হচ্ছিল। সকলে ওর চোথমুখ দর্শনে সজীব। এবং চেরী যেন এই নিষ্ঠুর জাহাজে সকল জাহাজীদের নিঃসঙ্গ মনে সম্প্রযাত্রাকে স্থা ঘরণীর ঘরকল্পার মতো করে রাখছে। আর এমন সময় ভেক-সারেও এলেন, এন্জিন-সারেও এলেন। তাঁরা দরজায় দরজায় উকি দিয়ে বললেন, তোমরা উপরে যাও, বোট-ভেকে মান্তার দাও।

জাহাজীরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল সকলে। ওরা বোট-ডেকে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। ডেক-সারেও ওদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, ডোমরা, বাপুরা, ওঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে যাবে না। কাপ্তানের বারণ আছে। জেনানা মাহুষ, কাঁচা বয়েস—তার উপর আবার শুনছি রাজার মেয়ে এবং তিনি নাকি আমাদের কোম্পানীর একজন কর্তাব্যক্তি।

স্থমিত্র হাসল। কী যে বলেন চাচা ! উনি তো কাকাতিরা **দ্বীপের** প্রেসিডেন্টের মেয়ে।

সারেঙ বললেন, ওই হল। যে রাজা, সে-ই প্রেসিডেণ্ট।

এখন রাতের প্রথম প্রহর। এর জ্যোৎসা সমুদ্রে এবং জাহাজ-ডেকে।
জাহাজীরা গরম বলে সকলে ফোকসালে গিয়ে বসল না। ওরা ক্ষার ওপর বসে
ভিন্ন রকমের সব কথাবার্তা বলল। ত্ব-একজন জাহাজী অভস্র রকমের ইঙ্গিত
করতেও ছাড়ছে না। এ ধরণের কথাবার্তা শুনে অভ্যন্ত বলে স্থামিত্র রাগ করল
না। বরং হাসল। দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা স্থামিত্রকে বিরক্ত করছে।

স্মিত্র ভাবল—সেই মেয়ে—ব্রদের জীরে বসে বেহালা বাজাত, পাধরের আড়ালে বসে ব্রদে প্রতিবিদ্ধ দেখে যার রহস্ত আবিদ্ধারে দে মত্ত থাকত, যার প্রতিবিদ্ধ সম্দ্রের কোন রাজপুত্রের ইচ্ছাকে সকরণ করে রাধত, অথবা সেই প্রাসাদের ছায়া, ঘন বন, সম্ব্রের পাচিল এবং উচু পাধরের সব দৃষ্ঠ স্থমিত্রকে ঠাকুমার গল্প মনে পড়িয়ে দিত করে কাল্পুত্র ঘোড়ার চড়ে যাল্পে কাল্পুত্র

পাতালপুরীতে ভোজ্যদ্রব্য, যেন প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কোন জন-মনিষ্মির গন্ধ নেই, ফুলেরা, গাছেরা, পাখীরা এবং পতক্ষসকল পাণ্বর হয়ে আছে। ফুদের তীরে খুব নীচু উপত্যক। থেকে স্থমিত্র যতদিন চেরীকে দেখেছে, ততদিন পাতালপুরীর দৃশ্যসকল কাকাতিয়া দ্বাপের সকল দৃশ্যমান বস্তুসকলের উপর এক ক্লান্ত ইচ্ছার ঘর তৈরি করে চলে গেছে।

এখন জাহাজীরা সকলে বাংকে শুয়ে পডেছে। স্থামিত্রও দরজা বন্ধ করে কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল। স্থামিত্র এই বাংকে শুয়ে পর্যন্ত চেরীর কথা ভাবছে— চেরী হয়ত শুয়ে পড়েছে। সিঁছি ধবে গ্যাঙওয়েতে যথন উঠে আসছিল চেরী, স্থামিত্র তাকে স্পষ্টভাবে দেখেছিল। বছ বছ চোথ মেয়েটির—বাদামী রঙ শরীরে, চোপের রঙ ঘন গভীব এবং সমস্ত শরীবে প্রজাপতির মতন হাল্কা গড়ন যেন ঈশ্বব তাঁর ইচ্ছার ঘর সবটুকু খত্ব দিয়ে তৈরি কবেছেন।

জাহাজ এখন সমৃদ্রে। তীব দেখা যাচ্ছে না, কোন দ্বীপ অথবা প্রবালবলয়। ভোরের স্থ উঠেছে সমৃদ্রে। সমৃদ্রটাকে তু-ফাঁক করে সহসা যেন স্থটা আকাশে উঠে গেল। ডেক-জাহাজীরা এ সময় জাহাজে জল মারছে। এবং অন্য অনেক জাহাজী ইতন্ত রঙের টব নিয়ে মাস্টে, ভ্যারিকে রঙ দেবার জন্য ফরাম ফরাম হাটছে। স্থমিত্র ভোরে উঠে ওয়াচে যাবাব আগে গ্যাঙওয়েতে চোখ তুলে দিল। চেরী সেখানে নেই। বোট-ডেক খালি। ত্রীকে ছোট মালোম দ্রবীন চোখেলাগিয়ে দ্রের আকাশ দেখছে।

স্থমিত্র এন্জিন-ক্রমে নেমে যাবার আগে তুখানা ভাঙা চাঁদের মতে। ক্লাট খেল, জল খেল। চা খেল। অন্যান্য অনেক জাহাজীর মতো প্রশ্ন করে জানতে চাইল, গত রাতে চেরী কেবিনে ভরে সারারাত ঘূমিয়েছিল, না, গরমে কেবিনের দরজা খুলে গভীর রাতে ডেকে বসে সমুদ্র এবং আকাশের নিরাময় ভাবটুকু লক্ষ্য করে শরীর নিরাময় করছিল।

সুমিত্র এন্জিন-ক্রমে নেমে যাওয়ার সময় দেখল ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস চুরি করে টুপাতি চেবীর পোর্টহোলে উকি দিছে। স্থমিত্রেরও এমন একটা ইচ্ছা যে না হচ্ছে, তা নর। তারও না-দেখি না-দেখি করে পোর্টহোলের কাঁচ অতিক্রম করে চেরীর অবয়ব দর্শনে খুনী হবার ইচ্ছা: কিন্তু পোর্টহোলের মুখোমুখি হতে কেমন যেন বিব্রত বোধ করল। সে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সে তাড়াডাড়ি সি'ড়ি ধরে এন্জিন-ক্রমে নেমে কসপের ঘর খেকে তেল মেপে এন্জিনের পিস্টনগুলোতে এবং অন্যান্য অনেক যুক্তশ্বনে তেল ঢালতে থাকল।

ওয়াচ শেষে যথন উপরে উঠবে তথন নিশ্চরই চেরী কেবিনে পড়ে থাকবে না, সমূত্র এবং আকাশ দেখার জন্য নিশ্চরই বোট-ডেকে উঠে পায়চারী করবে—সে এমত চিস্তাও করল।

ওয়াচ শেবে অন্য পরীদারদের ডেকে দিল স্থমিত্র। এন্জিন-রুম থেকে সোজা না উঠে, স্টোকহোলড্ দিয়ে ফানেলের গুঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল, প্রত্যাশা— চেরী এখন ব্রীজের ছায়ায় বোট-ডেকে হয়তো বসে আছে। সে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে এই ইচ্ছায় য়থার্থ ই বোট-ডেকে উঠে গেল। যখন দেখল ব্রীজের ছায়ায় চেরী অথবা ওর প্রতিবিম্ব কেউ বসে নেই, তখন স্থমিত্র কেমন বিচিত্র এক অপমানবাধে পীড়িত হতে থাকল।

স্থমিত্র স্থান করার সময় ভাগুারীকে বলল, মান্তুষের কত রক্ষের যে শথ জাগে চাচা !

—বাতিজার হ্যান মনের দশা ক্যান ?

—এই কিছু না। স্থামিত্র মনে করতে পারল, এন্জিন-রুমে সে যতক্ষণ ছিল, সব সময়টা উপরে ওঠার জন্য মনটা ছটফট করেছে। যেন চেরীর সঙ্গে কি এক আত্মীয় সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ। সে মনে মনে এই বোধের জন্য না হেসে পারল না।

এ-ছাড়া স্থমিত্র পর পর ত্দিনের জন্য একবারও চেরীকে বোট-ডেকে অথবা গ্যাঙওয়েতে এমন কি ডাইনিং-হলেও দেখল না। যুবতী এই জাহাজে উঠেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। দশদিনের সম্দ্র-যাত্রা। তুদিনের নিঃসঙ্গতাকে এই অদৃশ্য যুবতী তীত্র তীক্ষ্ণ করে তুলছে—সকল জাহাজীরাই মনে মনে এমত ভাবছে। এ-ছদিন চেরী জাহাজ-ডেকে একবারও বের হল না। স্থতরাং স্থমিত্র যতবার এন্জিন-ক্রমে নেমেছে, ততবার চেরীর কেবিনের পাশে এসে একবার থেমেছে। সে পোর্টহোলে কাঁচ অভিক্রম করে চেরীর কেবিন প্রত্যক্ষ্ণ করতে চেষ্টা করত। কিছ পোর্টহোলের ঘন কাঁচের ভিতর দিয়ে চেরীর কেবিন সব সময় অম্পষ্ট থাকছে। কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মেস-ক্রম-মেট অথবা মেস-ক্রম-বন্ধ এদিকে আসছে না। বুড়ো কাপ্তান-বন্ধ চেরীকে দেখাশোনা করছে। অকিসাররা পর্যন্ত জাহাজে চুপ মেরে গেছেন। যত জাহাজটা চলছে তত যেন নাবিকরা সব ঝিমিয়ে পড়ছে। চেরী দরজা খুলল না, ডেকে বের হল না, পান্ধচারি করল না। অফিসারসকল প্রতিদিন ডেক-চেন্নারে সাজগোজ করে বনে থাকলেন, অবসর সময় একটু আলাপ অথবা উদ্বিগ্ধ হবার ভঙ্গীতে ক্বত্রিম ইচ্ছা প্রকাশের জন্ত।

নির্জনতা ভোগ করে একসময় কেবিনে ঢুকে সন্তা সব ক্যা**লেণ্ডারের ছবি দেখে** ভয়ানক অঙ্গীল আবেগে ভূগতেন।

সমূদ্রে নীল নোনা জল, আকাশে ইতন্তত নক্ষত্র জলছে। খুব গরম পড়েছে

—উষ্ণমণ্ডলের এই আবহাওয়া জাহাজীদের ফোকসালে বসতে দিছে না, ওরা
গতে পারছে না গরমে। ওরা উপরে উঠে ক্ষাতে মাত্রর বিছিয়ে সেজস্তু অধিক
বাত পয়্যন্ত তাস থেলছে। কেউ জাল বৃন্ছে মাস্টের আলোতে। জাহাজটা
চলছে, জ্যোৎসা রাত। সমূদ্রে অকিঞ্চিংকর তরঙ্গ এবং সহসা সমূদ্র থেকে ঠাণ্ডা
১াওয়া উঠে এসে জাহাজীদের স্থা দিছে। এবং সহসা প্রপেলারটা অনবরত
বিঁবিঁ পোকার করুণ আর্তনাদের মত যেন কাঁদছে। একটা বিশেষ নিশ্চর
গতিতে জাহাজটা চলছে, দৃশুমান বস্তু বলতে এই নক্ষত্রের আকাশ এবং সমূদ্র।
গরমে কাপ্তান ব্রীজে পায়চারি করছেন। তুটো একটা আলো দেখা যাছে সমূদ্রে।
দ্বীপপুঞ্জের জেলেরা এখন হয়তো গভীর সমৃদ্রে মাছ ধরছে।

স্থমিত জাহাজীদের বলল, আচ্চ। ব্যাপার তো! ছদিনের ভেতর একবার যুবতীকে ডেকে দেখা গেল না! এ যে দেখছি চাচারা ভোমাদের বিবিদের হার মানাচ্ছে!

ভেকের বড় ট্যাগুল বলল, তোমাদের ভয়েই বার হচ্ছে না।

- --আমরা খেয়ে ফেলব নাকি!
- --বড বাকি রাখবে না।

স্থমিত্র দেখল তখন বুড়ো কাপ্তান-বন্ধ এদিকেই আসছে। সে এসে ওদের পাশেই তাস ধেলা দেখতে বসে গেল।

স্থমিত্র বলল, রাজকন্তার খবর কি চাচা ?

- আর বলবেন না দাদা। রাজকস্তাকে দেওয়ানীতে ধরছে। রাত থেকে মাধা তুলতেই পারছে না। তথু বিছানার পড়ে থাকছে।
  - —রাজ্বন্যা কিছু বলছে না ভোমাকে ?
  - ---আমি বুড়োমান্ত্ব, আমাকে কি বলবে দাদা!

অন্য জাহাজী প্রশ্ন করল-মাধা একেবারেই তুলতে পারছে না ?

কাপ্তান-বন্ন বলল, পারছে। বিকেলে দেখেছি কেবিনেই পান্নচারি করছে। মনে হন্ন, কালতক ডেকে ঘূরে বেড়াতে পারবে।

জাহাজটা তথন তেমন চুলছে না। ওরা ক্ষার উপর বলে গল্প করছে। জ্যোৎসার আলোতে ওদের মুধ বিষণ্ণ দেছে। গ্যালীতে মাংস সিদ্ধ করছে ভাগুরী। উইগুস্হোল ধরে নীচ থেকে জাহাজীদের কথা ভেসে আসছে। এবং সেথানেও চেরী-সংক্রান্ত কথাবার্তাতে ওরা নিজেদের কঠিন মেহনতের হুঃখকে ভূলতে চাইছে।

স্থমিত্র সকল জাহাজীদের খবরটা দিল-কাল টপাতি চেরী তেকে বের হবে। পরদিন আটটা-বারোটার ওয়াচে স্থমিত্র এন্জিন-রুমে নেমে কসপের ঘর থেকে তেল মেপে নিল। ক্যানে ভতি তেল সে এন্জিনের সর্বত্ত ঘুরে ঘুরে দিচ্ছে। একটু হয়ে মেসিনের ভিতর ঝুঁকে পডল। তারপর ক্যানের তেল উঠাল, নামাল এবং সে ঘুরে ঘুরে একই কাজের পুনরাবৃত্তি করছে...সে ক্যান উঠাল, নামাল। ষ্পন্য কোন দিকে ভাকাতে পারছে না। সে যেন বুবাতে পারছে উপর থেকে সি<sup>\*</sup>ড়ি ধরে কারা নামছে। সে চিফ-এন্জিনিয়ার এবং কাপ্তানের গলা ভনতে পাচ্ছে। স্থুতরাং এসময়ে কোন অন্যমনস্কতা রাখতে নেই। এ-সময়ে সে ভেলমালা স্থমিত্র। তাকে ক্রমশ উপরে উঠতে হবে। তাকে ছোট ট্যাওল থেকে বড় ট্যাণ্ডল হতে হবে। বড় মিন্ত্রীর চোথে যেন কোন অন্যমনম্বতা ধরা নাপড়ে এবং সে যেন জীবনের ঋণ অনাদায়ে পরিশ্রমী তেলয়ালা স্থমিত। স্বতরাং সে ভীষণভাবে রড ধরে মেশিনের ভিতর ঝুঁকে কাজ করতে থাকল। থামের মতো সব মোটা পিস্টন রডগুলো উঠছে নামছে, ক্রাহ্বওয়েভগুলো ঘুরছে অনবরত এবং এইসব ভয়ানক শব্দে উপরের কণ্ঠসকল ঢেকে যাচ্ছে। তবু সে এ-সময় কোন রমণীর কণ্ঠ শুনতে পেল এবং চোখ না তুলেই বুঝল বড় মিল্লী আর কাপ্তান চেরীকে নিয়ে এন্জিন-রুমে নেমে আসছে। সিলিগুারের পাশে দাঁড়িয়ে রেসিপ্রাকেটিং এন্জিনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বড় মিস্ত্রী বিস্তারিত বলছেন।

স্থানিত যেখানে কান্ধ করছে, সেটা এন্জিনের তৃতীয় গুর। দ্বিতীয় গুরে চেরী এবং কাপ্তান। চেরী এন্জিনটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। স্থুতরাং অনিচ্ছাসম্বেও স্থানিত একবার চেরীকে গোপনীয় ভাবে দেখে ফেলল। চেরী সিলিগুার পরিদর্শন করে সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নীচে নামছে। পুরা স্থানিত্তের পাশ দিয়ে যথাক্রমে নীচে নেমে যাচ্ছে। স্থানিত নিজের পোশাকের দিকে তাকাল—নীল কোর্তা পুকে মোলা মৌলভী বানিয়ে রেথেছে। চেরী নীচে নেমে যাচ্ছে। মেশিনের হাওয়ায় পর চুলগুলো উড়ছে। গায়ে সাদা সিল্বের ফ্রককোট। পরনে নেভি ব্লু স্থাটি। স্থানিত নিজেকে আড়াল দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, বড় মিন্ত্রী এবং কাপ্তান চেরীকে এন্জিনের মতো ফ্রইব্য বস্তু হিসাবে স্থানিতের দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে—ধ্রমা ইণ্ডিয়ান। কোম্পানী ওদের কলকাতা অথবা বোলাই বন্দর থেকে তুলে

নেয়। খুৰ কম পরসায় ওরা বেশি কাব্দ দেয়।

বড় মিশ্রী অনেকটা পাদ্রীস্থলভ ভঙ্গীতে বললেন, বেচার!!

স্থানিত্র লক্ষায় মেশিনের ভিতব আরও ঝুঁকে পডল। চেরী ওর মুখ না দেখে এমত ইচ্ছা এখন স্থানিতেব।

স্থমিত্রের এখন যেন কত কাজ। সে ঘূরে ঘূরে এন্জিনের সকল স্থানে তেল দিল। চেরী হেঁটে যাচ্ছে, চেবী ফিরেও তাকাচ্ছে না, চেরী পোর্ট-সাইডের বয়লার ককেব সামনে দাঁভাল। বড মিস্ত্রী বলল, এটা কনডেনসার। সাকু লেটিং পাস্পের সাহায্যে ফেব বয়লাবে চলে যায়। ফের চেরী এবং বড মিস্ত্রী ওর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। ওরা গল্প করছে। সে তাকাল না। লজ্জায় সংকোচে সে টানেলের ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু চেরীব চোপত্টো বড গভীর এবং ঘন। স্থমিত্র টানেলের মৃথে এসে প্রপেলাব শ্রাফ্টের একপাশে দাঁভিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে চেরীকে আডাল থেকে দেখতে থাকল। চেরী ওকে দেখতে পাচ্ছে না, ওর শরীরের বাদামী রঙ, হাল্কা পোশাক—প্রজাপতিব মতো যেন এন্জিনে ও উডেবেডাচেট।

চেরী ইভাপোরেটারেব পাশ দিয়ে যেতেই সেই গোপনীয় চোথ হুটোকে আবিষ্কার করে ফেলল। চেরী দেখল হুটো ডাগর চোথ (ঠিক যেন ঠাকুমার গল্পের রাজপুত্রের মতো) রাক্ষসের দেশে চেরীকে দেখে হুংখিত হচ্ছে। এই সব ভেবে একটু অক্সমনস্কতায় ভূগে যথন আবাব চোথ তুলল চেরা, তথন দেখতে পেল চোণ ছুটো সেথানে নেই, অন্যত্র কোথাও সবে গেছে।

ভয়ে শ্বমিত্র এক পাশে সরে দাঁডাল। সে তেল দিল ইতন্তত এবং কাপ্তানকে টুপাতি নালিশ দিলেও যেন বলতে পারে, না মাস্টার, আমি শুধু এন্জিনেই তেল দিছিছ। টুপাতি এসময় সামনে এসে দাঁডাল। লব্জায়, সংকোচে স্থমিত্র চোধ তুলতে পারছে না। সে পেটের সঙ্গে অথব। এই সব যন্ত্রের সঙ্গে যেন মিশে যাছে। চেরী এখন শ্বমিত্রের কোঁকডানো চুল, শরীরের বাদামী রঙটা দেখছে; ঘাড়ের নরম মাংসগুলো দেখল। তারপর সিঁড়ি ধরে স্টিয়ারিং-এন্জিনে তেল দিতে যাবার সময় শ্বমিত্র শুনল টুপাতি যেন ওর সম্বন্ধে কি বলছে।

স্থমিত্র ফোকসালে এসে কাপড় ছাডল—কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলল না। উপরে উঠে স্নান করল, কোন কথা বলল না। তথতে বসে চুপচাপ খেয়ে উঠল। স্থান্য তেলয়ালা বলল, কি হয়েছে রে ? মুখটা খুব ফ্যাকাশে দেখাছে।

স্থমিত্র উত্তর করল না।

অনেকে এমত প্রশ্ন করলেও স্থমিত্র জবাব দিচ্ছে না। সে বাংকে বসে অষধা সিগারেট থেল, অষথা কতকগুলি ইংরাজী পত্রিকার সন্তা অশ্লীল ছবি দেশল এবং কোন ত্রংসহ ভয়ে সে ধীরে ধীরে নিন্তেজ হয়ে পড়ল। এন্জিনের ভিতর থেকে সেই চোখ তুটো যেন এখনও ওকে তাড়া করছে। বার বার মনে হচ্ছে চেরীর প্রতি চোথের এই স্পর্শকাতরত। স্থকর নয়। পোর্টহোলে স্থমিত্রকে উকি দিতে দেখেছে এবং সেজন্য নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে চেরী। কাপ্তানকে নালিশ দিয়েছে হয়ত।

আর বিকাল বেলাতেই বুড়ো কাপ্তান-বয় এল পিছিলে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। স্থমিত্র বাংকে শুয়ে ছিল, ঘুম আসছে না। সেই চোথ কেবল ওকে অমুসবণ করছে। কাপ্তান-বয় সারেঙের ঘরে উকি দিয়ে বলল, সারেঙসাব, বাড়িয়ালার ঘরে স্থমিত্রের ডাক পড়েছে।

ুস্থমিত্র শুনল, কাপ্তান-বয় এইসব কথা বলে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। সে শুনল, সারেঙ সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসছে এবং ওর ঘরের ভিতরও সেই শব্দ। স্থমিত্র ভয়ে ঘূমের ভান করে পড়ে থাকল।

সারেঙ ডাকল, এই স্থমিত্র ওঠ। বাড়িয়ালা তোকে ডাকছে। স্থমিত্র উঠে বসল, আমাকে যেতে হবে সারেঙসাব ?

- कि कवि वन ? वाष्ट्रियाना य याउँ वनन ।
- —আমি কিছুই করিনি সারেওসাব। স্থমিত্র অপরাধবাধে পীড়িত হতে থাকল। বার বার নামতে উঠতে পোর্টহোলে সহসা কথন ও চোথ রেখেছে এবং এক তীব্র কোতৃহল ওকে বার বার এই বুদ্ধিতে প্রলুক্ক করেছে।

স্থমিত্র লকার খুলে সাদা জিনের প্যাণ্ট পরল, জ্যাকেট গায়ে দিল, তারপর পায়ে জুতো গলিয়ে সারেঙসাবকে বলল, চলুন! সে সিঁড়ি ধরে উঠবার সমর দৃঢ় হবার চেষ্টা করল। কেউ প্রশ্ন করলে না। কারণ, বাড়িয়ালা একমাত্র জাহাজীদের অপরাধের জন্য তাঁর ঘরে অথবা ভাইনিং-হলে ভেকে থাকেন। স্থতরাং সকল জাহাজীরা স্থমিত্রকে দেখল সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে। স্থমিত্র যেন ওর অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন, সে সেজন্য চোখ তুলল না। সে এখন অন্য কোন, জাহাজীকেই দেখছে না। জাহাজটা যে চলছে এ-বোধও এখন স্থমিত্রের নেই। উক্তমগুলের গরম কমে যাছে, বিকেল হতেই ঠাগু-ঠাগু ভাব ভেকে, স্থমিত্র ভেক-ধরে যাবার সময় ভাও অমুভব করতে পারল না। সে সারেঙের সঙ্গে বোট-ভেক পার হয়ে ব্রীক্তে উঠে যাবার সিঁডি ধরে কাপ্রানের বারান্দায় গিয়ে দাঁভাল।

ওরা এই বারান্দার দাঁ ড়িয়ে থাকল। বুড়ো কাপ্তানের সংক্ষিপ্ত ছোট ছোট কাব্য। সারেও ঘরে চুকতে ইতন্তত করছে এবং কোন রকমে গলা সাক করতেই কাপ্তান দরজা খুলে বের হলেন। তিনি ওদের দেখে বললেন, সারেও তুমি কেন? তোমাকে তো ডাকিনি!

- --- হজুর, কাপ্তান-বয় যে বলল---
- আরে না না, স্থমিত্র হলেই চলবে। আমাদের সম্মানীয়া যে যাত্রীটি যাচ্ছেন, তিনি একবার ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

এতক্ষণ স্থমিত্র শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিছ্ক বাড়িয়ালার এইসব কথায় সে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করতে পারছে। সে বলল, মাস্টার, আমি যাব ?

—তুমি একবার পাঁচ নম্বর কেবিনে যাবে। যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, তথন যেতেই হবে।

সুমিত্র ইচ্ছা করলে বোট-ডেক অতিক্রম করে টুইন-ডেকে নেমে অফিসার প্যালী ডাইনে ফেলে পাচ নম্বর কেবিনের দরজায় হাজির হতে পারে, অথবা একোমোডেসান ল্যাডারেরই একটা অংশ ডাইনিং হলে নেমে গেছে—সেই সিঁড়ি ধরে নামলেও চেরীর দরজা। একটু ঘোরা পথ অথবা থুব কাছের পথ—কোন্টা ধরে যাবে ভাবছিল, ভাবছিল চেরীর সহসা এই ইচ্ছা কেন? পাধরের আড়াল থেকে চেরী ওকে নিশ্চয়ই দেখেনি, কারণ সেখানে স্থমিত্রের অবয়ব স্পষ্ট ছিল না। সে অন্যমনস্কভাবেই হাঁটছিল। সে সিঁড়ি ধরে টুইন-ডেকে নেমে দেখল কমলা রঙের রোদ ডেকে, কিছু নীল তরক জাহাজের চার পাশটায়। পিছিলে জাহাজীরা অনেকে নামাজ পড়ছে। সে নেমে আসার সময় তাদেরও দেখল।

ডেক-কসপ বদল, কি রে স্থমিত্র এখানে দ'াড়িয়ে আছিস ? কাপ্তান ভোকে কিছু বদেছে ?

স্থমিত্র কোন উত্তর না করে অ্যালওরেতে চুকে দেখল কেবিনের দরজা বন্ধ।
-সে ধীরে ধীরে কড়া নাড়তে থাকল।

ভিতর থেকে কাপ্তান-বন্ন বলল, কে ?

- -- আমি চাচা, স্থমিত্র।
- —ভিতরে এস। ভিতরে এস।

সে পা টিপে টিপে কেবিনে ঢুকল। সে দেখল, কাপ্তান-বন্ধ লকার টিপর এবং অন্য সব বাংকের বিছানা ঝেড়ে দিছে। চেরীর বাদামী রঙের খাড় আঙুর্কলের

মতো রঙ ধরছে। চেরী ঘাড়্গোঁজ করে বাল্পের ভিতর কি যেন খুঁজছে। কাপ্তান-বয় বলল, স্থমিত্র এসেছে মালাম।

স্মিত্র দেখল সেই আঙ্রফলের মতো ঘাড খুব সম্বর্গণে যেন নড়ছে। যেন বেশি চঞ্চল হতে নেই, উচ্ছল হতে নেই। সে দেখল স্মৃত্রিকে ঘাড় ঘুরিয়ে এবং যত ধীরে ঘাড় ঘুরিয়েছিল তার চেয়েও ধীরে ঘাড ফেরাল।—ওকে বসতে বলো।

স্থমিত্র পাশের ছোট্ট ভেক-চেয়ারে বসল।

চেরী তখনও বাক্সেব ভিতর কি যেন খুঁজছে। সে বলল, বন্ধ, তুমি যেতে পার।

স্থমিত্র বাংলায় বলল, চাচা, আপনি চলে যাচ্ছেন।

—মেয়েমাকুষকে এত ভন্ন দাদা, কোকসালে তো খুব হৈ-চৈ করতে।

স্থাত্র জ্বাব দিতে পারল না। সে চুপ করে বসে থাকল। কাপ্তান-বর্ম দরজা বন্ধ করে চলে গেছে। স্থাত্র এসময় উঠল এবং দরজা কিঞ্চিং খুলে দিল। সিন্তে এন্জিনের শব্দ শুনতে পাছে অথবা স্থাত্রির মূথে উষ্ণবলয়ের শেষ উদ্ভাপ-চিহ্ন দেস চুপ কবে বসে পডল কের। পোর্ট হোলের কাঁচ থোলা, উপরে পাথা ঘূরছে এবং দরজা দিয়েও কিছু হাওয়া প্রবেশ করতে পারছে, তবু স্থাত্র ঘেমে নেরে উঠল। যত সে দৃঢ হবার চেষ্টা করছে, তত যেন ওর মূথে আসর সন্ধার বিষয়তার ছোপ লাগছে। তত সে অসহায় বোধ করল নিজেকে।

এতক্ষণ পরে চেরী মৃথ ফেরাল। শরীরে হাদ্ধা-গাউন, ব্রেদীয়ার স্পষ্ট। চেরী ছুহাঁটু ভাঁজ করে বাংকে বদল। স্থমিত্রেব দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, পোর্ট হোলে রোজ উকি মারতে কেন ?

- —আর উকি মারব না মাদাম।
- —কেন উঁকি দিতে তাই বল।
- দীর্ঘদিন সম্বর করছি। দেশে জাহাজ ফিরছে না, কেবল জল আর জল।
- —একট বৈচিত্ৰ্য চাইছ ?
- আর্জে । স্থানিত্র আর কিছু প্রকাশ করতে পারল না। ভরে এবং বিষশ্বভার আড়েষ্ট বোধ করতে থাকল। ওর পারে স্থারে ফুলর ফুভা, নেলপালিশ নখে, স্থগোল হাঁটু পর্যন্ত পা । পার করে রেখেছে মুখ, তবু ওর সব যেন দেখতে পাছে। গাউনের শেব জ্লান্তে লভার গুছে, পারের কোমল স্থকে কেবিনের স্থালো । কামন পারছে না, সে বলল, মাদাম, আর হবে না। আমাকে ক্ষমা

# —তুমি তো ভারতবর্বের লোক স্থমিত্র ?

স্থমিত্র মাথা নেড়ে সন্মতি জানাল, এবং ট্রেখ তুলে এই প্রথম চেরীর চোথ হুটো থুব কাছাকাছি থেকে দেখল—এত উজ্জ্বলা, এত প্রাণবস্তু চোখ সে বেন এই প্রথম দেখল। শালীনভার তীব্র তীক্ষ ভাব চেরীকে, চেরীর চোথ হুটোকে কঠিন করে তুলেছে। স্থমিত্র চেরীকে সহু করতে পারছে না। সে বলল, আমি ভবে উঠি।

চেরী এবার অন্তুত রকমে হেসে উঠল—তুমি ভয়ানক ভীতু স্থমিত্ত। শুদেছি
সম্রাট অশোক দিগ্বিজ্বয়ে বের হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে এবং মেয়েকে
এই সব দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই ভারতবর্ষের ছেলে
তুমি!

শুমিত্র এবার একটু হান্ধা বোধ করল এবং ভাল করে কেবিনের চারপাশটা দেখে ফেলল। এতক্ষণ পরে সে ধরতে পারছে এই কেবিনে ফুলেল তেলের গন্ধ, বিদেশী দামী সেণ্টে অথবা কোথাও ধূপ দীপ অনবরত জলে জলে চেরীকে, ওর পোশাককে রূপময় করেছে। বাংকের উপর ভায়োলিন। দেয়ালে স্থেশর ক্যালেণ্ডার। সমুদ্রে তেউ। বাইরে তেউ ভাঙার শন্ধ। নীচে এন্জিন-ঘরের আওয়াজ এবং চেরীর চোথ ত্টোতে দ্বীপপুঞ্জের কমলালেবুর গন্ধ। চোথ ত্টো কমলালেবুর মতোই সজল।

চেরী কাপ্তান-বয়কে দিয়ে ত্ব' কাপ কন্ধি আনাল। চেরী ইচ্ছা করেই দ্রত্ব ভেঙ্কে দেবার চেষ্টাতে এক কাপ কন্ধি খেতে অন্থরোধ করল। স্থমিত্র এরপর ভারতবর্ষের কোন রাজপুত্রের মতোই দৃঢ় হল এবং বলল, আপনি আমায় কৈন ভেকেছেন মাদাম ?

স্থমিত্রের দৃঢ়তাটুকু কেন জানি চেরীর ভাল লাগল না। যে মান্ন্যটা কিছুক্ষণ আগেও এন্জিনে ঘাড় গুঁজে কাল করছিল, যার গোপনীয় চোথ ঘটো ভয়ে বিব্রত ছিল—সে সহসা এমত দৃঢ় ইচ্ছায় প্রকট হবে, অথচ চোথে কোন করুণার চিহ্ন থাকবে না, অবাধ্য যুবকের মুখভলীতে বসে থাকবে চেরী এমত ভাব সন্থ করতে পারছে না। সে ফের প্রশ্ন করল, পোর্ট হোলে উঁকি দিয়ে কি দেখার চেষ্টা করতে বল।

- —মাদাম, আমার সম্বন্ধে আপনি খুব বেশি ভাবছেন !
- —একবার নয়, ত্বার নয়, অনেকবার পোর্ট হোলে উঁকি দিয়েছ ভূমি। ভেবেছ, পোর্ট হোলের কাঁচ মোটা বলে আমি কিছু দেখতে পাইনি ? সি-সিকনেসে

স্থাছিলাম, নতুবা কাপ্তানকে দিয়ে उर्क्न । ডেকে পাঠাতাম।

স্থমিত্র মাথা নীচু করে আর্গের মতে। বসে থাকল।

—পরে জেনেছি তুমি ইণ্ডিঙ্গান, স্থমিত্র। টুপাতি একটা বালিশ টেনে কোলেব উপর চেপে বলল, কক্সি ঠাণ্ডা হচ্ছে, খেয়ে নাও।

শ্বমিত্র ভয়ে ভয়ে কফিতে চুমুক দিল। খব আদর-য়ত্রে এই মেয়েটি প্রতি-পালিত—সে তাও ধরতে পারছে। সে একবার ভাবল, কাপ্তানকে বলে দেয়নি ভো, স্থমিত্র কেমন শুকনো মুখে কফি গিলতে থাকল। বলল, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই পথ ধর্বেই আব এন্জিন-মুমে আসব না। আপনি দয়া করে কাপ্তানকে শুধু কিছু বলবেন না। আমি সব করব। আপনি য়৷ বলবেন সব করব। সে কেমন মাডপ্ত গলায় এই সব বলে দয়জ। খুলে বের হয়ে গেল। কারো দিকে তাকাল না। সোজা ফোকসালে গিয়ে বাংকে শুয়ে ভয়য়ব অপমানবোধে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকল।

চেরী বাংকেই চুপ করে বসে থাকল। সুমিত্রের পায়ের শব্দও একসময় মিলিরে গেছে। পোর্ট হোলের কাঁচে এখন আব কোন প্রতিবিদ্ধ ভাগছে না। এতক্ষণ এই কেবিনে সুমিত্রের চোখ মৃত এবং সাদা ছিল, এতক্ষণ চোখ ঘুটোতে মেন নিঃসঙ্গ ভূতের আতক্ষ—এইসব ভেবে চেবী নিজের উপরই বিরূপ হতে থাকল। সে সুমিত্রেকে কোন কোশলেই যেন আয়ত্ত করতে পাবছে না। অথচ ছিলনের দেওয়ানী চেরীকে যথন এই কেবিনে মৃত্যুর মত শক্ত করে রেখেছেল, তথন পোর্ট হোলের কাঁচে কোন এক যুবকের চঞ্চল চোথ—জীবনেব প্রতীক যেন…যেন দর্পণ—তাকে নিয়ত রাজপুত্রের মত করে রেখেছে। ঠাকুমার গল্লের স্থাত এই কোবনে কোন এক যুবকের শরীরে রূপ পাচ্ছিল—রাজপুত্র, কোটালপুত্র ঘোড়ায় চডে যাচ্ছে, এক রাজ্য আক্রমণ করে অন্য রাজ্যে, কত গাছ, কত পাখ-পাথালী, কত বন-বাদাড় অতিক্রম করে যাচ্ছে—আহা, ভারতবর্ষের রাজপুত্রের। ঘোড়ায় চডে একদা রাজকন্যা খুঁজতে বের হত, গল্লে রাজপুত্রের চোখ যেমত এই বয়স পযন্ত অম্বরণ করেছে চেরীকে—এই কেবিনে সেই চোখ, সেই মন এতক্ষণ ক্লান্ত ঘোড়ার মত পা ঠকে ঠুকে নিঃশেষ হঙ্গে গেল। চেরী উচ্চারণ করল—বেচারা!

বস্তুত টুপাতি চেরী শৈশবের রূপকথার রাজপুত্রের চোথকেই যেন পোর্ট হোলে প্রত্যক্ষ করেছিল। দেওয়ানীতে মাথা তুলতে পারছে না, শরীরে ভয়ানক যন্ত্রণা এবং সারাদিন বাংকে পড়ে থাকা, সারাদিনের ভিতর পোর্ট হোলের ঘন কাঁচে স্মিছের চোখ দুটোই এক অসামান্য রূপকথার রাজত্ব, সূথ এবং আনন্দ এই দেরালে পৌছে দিয়ে গেছে। ঠাকুমার কোবে গুরে যে রাজপুত্রের গর শুনতে শুনতে চেরী ঘূমিরে পড়ত, যে রাজপুত্রের চোর্থ ছুটো জীবনের এতদিন পর্বস্থ অন্থসরণ করে আসছে, পোর্ট হোলে সহসা সেই চোর্থ ছুটোকে যেন আবিষ্কার করেছে চেরী এবং প্রত্যক্ষ করেছে।

রাত্রিবেলায় স্থমিত্র ওয়াচে নামার সময় অন্যপর্থ ধরে গেল।

ওয়াচ থেকে উঠে আসবার সময় কসপ বলল, কাল রাজকন্যা ভোমাকে কি বলল স্থমিত্র ?

স্থমিত্র জ্বাব দিল, আমার দেশ কোপায়, কি নাম—এইসব নানারকমের কথা। সব মনে নেই।

- —সাহেবদের ফেলে তোমার দিকে এমন নজর।
- কি করি! রাজকন্যার মর্জি বোঝা দায়।

বিকেশ বেলার স্থমিত্র দেখল চেরী ছোট ডেকে বসে আছে। কাঁটা দিয়ে উল বৃন্ছে। পাশে ছোট মালোম বসে—নিশ্চরই গল্প করছেন। ডেক-আ্যাপ্রেন্টিসরাও সেখানে আছে। বেশ গুলজার বলতে হবে। সে পিছিলের ছাদের নীচ থেকে সব দেখল। রঙিন কাগজের মত মথমলের পোশাক চেরীর সমস্ত শরীরে জড়ানো। পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত গাউনের শেষ প্রান্ত ঝুলছে। চুলের গুছে বৃহ্ণা কায়দায় জড়ানো। বাড়ের মস্থা ত্বক, কমলা রঙের রোদ, চুলের সোনালীগুছে এই সম্ব্রের নীল নির্জনতাকে ভেঙে দিছে। স্থমিত্র গ্যালীতে চুকে, গ্যালীর জানালা দিয়ে প্রায় গোপনীয় ভাবেই চেরীকে দেখতে থাকল। অন্যান্য জাহাজীরাও সেখানে এসে জীড় করছে। ওর এই জীড় ভাল লাগছে না। ওর মনে হল কের জাহাজী নিঃসক্তা ওকে জড়িয়ে ধরছে। এই মনোরম বিকেল, কমলা-রঙের রোদ এবং ছোট মালোমের উপস্থিতি কেন জানি তাকে কেবল পীড়া দিছে। সে গ্যালী থেকে বের হয়ে সি ড়ি ধরে নেমে-কোকসালে চুকে বাংকে শুয়ে পড়ল। এক অহেতুক কর্বার জয় হছেছ মনে। সে বাংকে শুয়ে চেরীর অসামান্য রূপে দম্ব হতে থাকল।

কাপ্তান-বর ছুটতে ছুটতে এসে বলল, স্থমিত্র, আবার বে ডাক পড়েছে পাঁচ-নম্বর কেবিনে।

স্থমিত্র বলল, কেন, চেরী তো বোট-ডেকে বলে আছে দেখে এলাম।

- -- এখন আর নেই। কেবিনে ঢুকেই বলছে, সুমিত্রকে আসতে বল।
- কি ক্যাসাদে পড়া গেল চাচা।
- कान कानाम त्ने । आजाजाबना ठिक बक्ता कबत्व । भूते एता छटन वाक्री

কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে সুমিত্র প্রথম অসুমতি নিল, পরে বরে চুকে ভান-দিকের বাংকে বসল i চেরী সুমিত্রের জন্য প্রতীক্ষা করছিল এমন ভাব চোখে-মুখে। সে-ও স্থমিত্রের পাশে বসে পড়ল এবং বলল, জাহাজে কতদিন ধরে কাজ করছ?

- এই निया इ मक्त ।
- —্যাত্রী-জাহাজে কোনদিন চড়নি ?
- --- না মাদাম।
- —তাই তুমি জানতে না অন্যের কেবিনে কখনও উঁকি দিতে নেই।
- —পোর্ট হোল দিয়ে কেবিন অস্পষ্ট বলে আমিও আপনার কাছে অস্পষ্ট—এই ভেবেছি। আপনি ঘরের অন্ধকারে পড়ে থাকতেন, আমি বাইরের আলোতে থাকতাম। সে কথাটা তথন আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি।
  - —তবে বল আমাকে দেখার জন্য চুরি করে উকি দিতে ? স্থমিত্র মাথা নীচু করে রাখল আগের মত।
  - —হুঁ এ-ভো ভাল কথা নয়, স্থমিত্র।

স্থমিত্র মাথা তুলছে না। স্থমিত্তের চোখে-মুখে ফের অপরাধবোধ জেগে উঠছে।

- —এইসব জাহাজে তোমার কাজ করতে ভাল লাগে ?
- —না মাদাম। কাজ করতে ভাল লাগে না।
- —তোমার দেশ ভারতবর্ষ, কত বিরাট আর কত অসামান্য দেশ !
- —আজে, মাদাম ?
- —ঠাকুমার কাছে তোমার দেশের রাজপুত্রদের গল্প শুনেছি। সমুদ্রের ধারে ঠাকুমা আমাদের তোমার দেশের রূপকশার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন। এইসব কথা বলে চেরী উত্তেজিত হল অথবা কেমন উত্তেজিত দেখাল চেরীকে। চেরীবলন, চিফ-এন্জিনিয়ারের কথায় তোমার কিন্তু প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।
  - —কোন কথায় মাদাম ?
  - —তোমাদের সম্ভায় নেয়া হয়। যেন অনেকটা গরু-ভেড়ার মত ভাব।
  - —ওঁরা তো ঠিকই বলেছেন মাদাম। আমরা তাঁদের কাছে—
  - --এইসব লোকদের আমি ঘুণা করি।

স্থাতি এবার কথা বলল না। সব কিছুই রহস্তময় মনে হচ্ছে। চেরীর সকল কথাই কেমন অসংলয়। স্থাতি বুঝল নাচেরী যথার্থ কাকে দ্বলা করছে। স্থতরাং সে ক্যাল করে তাকিয়ে থাকল এবং চেরীর অসামান্য রূপে বিহবল হতে থাকল।

- আমি কাপ্তানকে ধমক দিতে পাবতাম। কিন্তু দিইনি। এতে তোমাদেব আরও বেশী অপমান কবা হবে। একটু থেমে চেবী ফেব বলতে থাকল, কাপ্তান এবং চিক-এন্জিনিযাব আমাকে এন্জিন কমেব সব কিছু দেখালেন। তোমাদেব দেখালেন, যেন তোমাদেব বাদ দিলে এন্জিন কমেব একটা এন্জিনকেই বাদ দেওয়া হল।
- —মাদাম, আমবা নাবিক। এব চেষে বছ অস্তিত্বেব কথা ভেবে আপনি অষথা কষ্ট পাবেন না।
- —তাব চেষে বড কথা তুমি ভাবতবর্ষেব ছেলে। বদ্ধদেব, গান্ধী, ববীক্সনাথ তোমাব দেশে জন্মগ্রহণ কবেছেন।
  - —আপনি দেখছি ভাবতবর্ষেব প্রতি খুব অন্তবক্ত।
- মামি একটি মহান জাতিব প্রতি অন্থবক্ত। এখন চেবীকে দেখে মনে হচ্ছে সে এই মুহূর্তে জাহাজে বিপ্লব গুৰু কবে দিতে পাবে।
  - —আমি উঠি মাদাম। ওবাচেব সময় হতে বেশী দেবি নেই।

যেন চেবী শুনতে পেল না, যেন খুব অন্যমনস্ক। চেবী আবেগেব সঙ্গে বলতে থাকল, স্থমিত্র, আমিও ভাবতবাসী। আমাব পূর্বপুক্ষ ভাবতবর্ষ থেকে বাণিজ্য কবতে এসে এই সকল দ্বীপে থেকে গেল। আর ফিবল না। তোমাকে দেখে আমি তবে খুলী হব না, তোমাব অপমানে আমি আমাব অপমান ভাবব না?

স্থমিত্র ক্ষেব স্মবণ কবিষে দিল তাব ওবাচেব সময় হযে গেছে। অথচ চেবী এতটুকু কর্ণপাত কবছে না কথায়। এবং সেজন্য স্থমিত্র চেবীব সকল কথাব ভিতব নষ্ট চবিত্রের লক্ষণ খুঁজে পাছে। এই বিষণ্ণ আলাপ স্থমিত্রকে চেবী সম্বন্ধে আদে। কোন কোতৃহলী কবছে না। স্থমিত্র মৃত চোখ নিষে বসে থেকে সকল কিছুকে বিবক্তিকব ভেবে পোর্টহোলেব কাঁচে ঠাণ্ডা হাওয়াব গন্ধ নিতে সহসা উঠে দাঁভাল।

স্থমিত্র চলে যাচছে। দবজায় এক পা বেখে দেখল চেবী কথাবার্তায় এখন
নবম এবং সহজ হয়ে উঠছে। চেবীর মুখ প্রসন্ধতায় ভরা। যেন প্রগাঢ স্লেহ
এই জাহাজী মামুষটির জন্য সে লালন কবছে। স্থমিত্র নির্ভয়ে দরজা টেনে দিডে
শুনল, চেবী ভিতব থেকে বলছে, ঠাকুমা আমাদেব সকলকে সমুদ্রের ধারে বেডাতে
নিয়ে যেতেন। ভাবতবর্ষেব বাজপুত্রদের গল্প কবতেন। ভল্প অথবা বিষপ্লতা
এ-ক'দিন ধবে স্থমিত্রকে কুরে কুবে খাচ্ছিল, চেবীর শেষ আলাপ, প্রগাঢ় ক্লেহবোষ
স্থমিত্রকে নৃতন জীবন দান করছে। সে ভেকের উপর দিয়ে প্রান্থ ছুটে এল।

## হাঙা শিস্ দিল কোকসালে নামার সময়।

চেরী বাংকে বলে থাকল। ভয়ানক নিঃসঙ্গ এই সমুদ্রযাত্রা—চেরী ঠাকুমার শ্বতি মনে করল। সেই সব রাজপুত্রের ঘোড়াসকলকে মনে করল। অথবা রাক্ষসের প্রাণ রুপোর কোটায় সোনার ভ্রমরে েযেন পা ছিঁড়ছে হাত ছিঁড়ছে— রাক্ষসটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে...চেরী এই কেবিনে উঠে দাঁড়াল। অথবা নির্জন দ্বীপৈ রাজকন্যা নিদ্রিত, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে, ছুটছে ... চেরী ঠাকুমাকে স্মরণ করতে পেরে এইসব ভাবল। সেইসব মনোরম বিকেলের কথা তার মনে হল। যেন স্থমিত্রকে দেখেই সে তার কৈশোর-জীবনের কথা মনে করতে পারছে। বিকালের সমুদ্র পাহাড়ের ধারে, ছোট ছোট মাছেরা থেলছে। সমুদ্রের ধারে ওরা ছটোছটি করছে। নারকেল গাছের ছায়ায় ঠাকুমা ভারতবর্ষের দিকে মুখ করে বদে আছেন, যেন যথার্থ ই তিনি ভারতবর্ধকে, তাঁর পিতৃপুরুষের দেশকে, দেখছেন। তথন আণ্টনী নারকেল গাছ থেকে ভাব কেটে দিচ্ছে সকলকে। ওরা বালিয়াড়িতে ছুটে ছুটে ক্লান্ত। ওরা ডাবের জ্বল থেতে থেতে ঠাকুমার পাশে বালুর উপর শুয়ে পড়ল। তথন সমূদ্রে স্থ্য ডুবছে। নির্জন পাহাড়ী দ্বীপে কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে গেল এবং ঠাকুমা তার ঠাকুমার-মত-রূপকথার গল্প আরম্ভ করে চেরীর মৃথ টিপে বলতেন, তোর জন্য ভারতবর্ধ থেকে এক টুকটুকে রাজপুত্র ধরে আনব। চেরীর সেই কৈশোর মন ঠাকুমার কথা যথার্থ ই বিশ্বাস ক'রে এক রঙীন স্বপ্নে ঠাকুমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত।

চেরী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিল। পর্দা তুলে দিল, অথচ সেই চোখ হুটোকে আর খুঁজে পেল না। যতক্ষণ স্থমিত্র এই বাংকে বসেছিল, যতক্ষণ গল্প হল পোর্টহোলের চঞ্চল চোখ হুটোর গোপনীয় ভাব স্থমিত্রের চোখে-মুখে ফিরে এল না। কেমন নিশ্রভ, কেমন পাথরের মত চোখ নিয়ে এতক্ষণ ওর কেবিনে বসে থাকল স্থমিত্র। স্থতরাং সকল হুংথকে ভূলে থাকবার জন্য পোর্টহোলের পাশে দাঁড়িয়ে ভায়োলিনটা বাজাতে থাকল চেরী। উপরে নীচে, সামনে পিছনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন আকাশ, শুধু নীল সম্জ্র এবং মনে হল সমুজে রপকথার রাজপুত্রেরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাছে। এবং সেইসব দ্বীপপুঞ্জের অনেক সম্বান্তবংশীয় যুবকদের চেরী পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে দেখল ঘোড়ায় চড়ে সমুজে স্থমিত্রের সমানে সমানে ছুটতে পারছেনা। জাবনের প্রথম লগ্নে ভারতবর্ষের এক স্থপুক্ষর যুবাকে, যুবার কোমল চোখ হুটোকে পরম অপার্থিব বস্তু ভেবে চেরী কমন প্রীত হতে থাকল। চেরী, সেই দীবির (ঠাকুমার বর্ণিত ক্লেকখা) সিঁড়িতে

স্থমিত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। যেন রাজপুত্র কোটালপুত্র নামছে, নামছে।
মানিকের আলোয় দীবির সিঁড়ি ধরে রাজকন্যার দেশে নামছে। নিঝুম পুরী, কোন
শব্দ নেই। লোক নেই, প্রাণী নেই, পাথি নেই, নিঃশব্দ ভাব। সোনার গাছ।
গাছে হীরা-পারার কল। সোনার ঝরণা, সোনার পাথি। একই গাছের ভালে
নাচ এবং গান। রাজপুত্র গান শুনতে শুনতে নাচ দেখতে দেখতে সদর দেউড়ি
পার হয়ে সাভ দরজা ভাইনে ফেলে অন্দরের চাবিকাঠিতে হাত ব্লাল। এথানে
ছোট নদী বইছে—স্থবর্ণরেখা নদী। নদী ধরে পল্ম ভাসছে—কখনও হীরা, কখনও
মানিক্যের। এবং রাজপুত্র চন্দনকাঠের পালকে রাজকন্যাকে দেখল। এই
সব গল্প শুনে টুপাতি চেরী বলত, আমরা কোনদিন ইণ্ডিয়ায় যাব না ঠাকুমা?

ঠাকুমা বলতেন, বড় হলে যাবে। দেখবে তখন কত রাজপুত্র তোমাদের খু জতে বের হয়েছে।

চেরী যেন এই বয়স পর্যন্ত কোন রাজপুত্রকে অন্তুসদ্ধান করে সহসা পোর্ট-হোলের কাঁচে তাকে আবিষ্কার করেছে।

ছোট বড় ঢেউ উঠছে সমূদ্রে। দূরে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডলফিনরা, ফ্লাইং-ফিশের ঝাঁক বর্ণার মত ছুটে আসছে জাহাজের দিকে। ছুটো-একটা দ্বীপ, ছুটো একটা আগ্নেয়গিরি আকাশ লাল করছে। দ্বীপে ছোট ছোট পাথীরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। জলে, লাল নীল হলুদ রঙের মাছ। তথন স্থর্ষ উঠছে।

আবার বিকাল। স্থ পাটে বসেছে। পোর্টহোলের ঘন কাঁচে কোন চোধ ধরা দিচ্ছে না। টুপাতি দেখল, স্থমিত্র আর আলওয়ে ধরে এন্জিনে নামছেনা। অথবা এন্জিন-রুম থেকে উঠে আসছে না। অভিমানে টুপাতির চোথে জল আসতে চাইল।

সেই বিকালে ছোট মালোম এসে বললেন, আস্থ্ন, আমরা একসঙ্গে চা খাই।
চেরী বলল, ক্ষমা করবেন মিস্টার। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।
পরদিন ডিনার-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন করলেন কাপ্তান। বললেন, আজ

আপনি আমাদের গেস্ট্। আমরা সকলে একসঙ্গে ডাইনিং-হলে খাব।

किती वनन, त्वन श्रव।

বুড়ো কাপ্তান উঠলেন। চেরী ফের প্রশ্ন করল, আর ক'দিন বাদে বন্দর ধরবে ক্যাপ্টেন ৪

তিনি কি হিসাব করে একটি তারিখের উল্লেখ করলেন এবং কাপ্তান কি ভেবে কের বললেন, সন্ধ্যায় ভাইনিং-হলে একটু নাচ-গান হোক—এই আমার ইচ্ছা।

- —বেশ হবে।
- —আপনি অংশগ্রহণ করলে বাধিত থাকব।
- —অংশগ্রহণ করব।
- —ভারতীয় জাহাজীটি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা ব্রুছে? কাপ্তান কথাপ্রসঙ্গে যেন এই কথাগুলো বললেন।
  - --কোথায় করছে! চেরী এই বলে বড় বড হাই তুলল।
  - —ছোঁড়া ভারী বেয়াদপ দেখছি।
  - —ভয়ানক। আবার হাই তুলল চেরী।
  - —দাঁডান, ঠিক ব্যবস্থা করছি।
  - —তা করুন। সে কেবল হাই তুলতে থাকল।
  - -এবার আমি আসি।
  - --- আচ্ছা।

ভখন ঘড়িতে সাতটা বাজল। আটটা-বারোটা ওয়াচের জাহাজীরা বোট-ডেকে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওরা ফানেলের পাশ দিয়ে স্টোকহোলডে নেমে যাবে এমন সময়ে কাপ্তান-বয় ছুটে ছুটে এল। বলল, স্থমিত্রকে বাড়িয়ালা ভাঁর কেবিনে ভাকছে।

স্থমিত্র এই ডাকে ভীত অথবা সম্ভ্রন্ত নয়। চেরীর চোথে যে স্নেহ দেখেছিল, নিশ্চরই তা বেইমানী করতে পারে না। অন্য কোন কারণ অথবা সারেঙের কান-ভারী কথা-—এমন সব ভেবে সে অ্যাকোমোডেশান ল্যাডার ধরে বীজ্ঞ অভিক্রম করে কাপ্তানের ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দরজ্ঞা থোলা ছিল বলে কাপ্তান তাকে দেখতে পাছে। কাপ্তান যেন চার্ট-ক্রমে কোন মানচিত্র দেখছে এমন চোথে স্থমিত্রকে দেখে দেখে এক সময় বলল, তুমি এই জাহাজে কোল-বয়ের চাকরী করতে?

- ---ইয়েস মাস্টার।
- —আমি তোমাকে ফারারম্যান করেছি?
- —ইয়েস স্থার।
- —তারপর ইকাতুলা কার্ডিফে নেমে গেল বলে তুমি গ্রীঙ্গার হলে ?
- —ইয়েস স্থার।
- —ইরেস স্থার, ইরেস স্থার ৷ বেরাদপ পাজি, ন্যাস্টি হেল্ ৷ কাপ্তান চিৎকার করতে থাকলেন ।

স্থমিত্র নীচের দিকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। স্থমিত্র ব্রুতে পারছে না। ওর বেয়াদপি কোথায় এবং কখন ঘটেছে। তবু স্বীকার করাই ভাল। নতুবা কাপ্তান এখনই লগ বুক এনে খচ খচ করে হয়তো লিখবেন—স্থমিত্র, অ্যান ইণ্ডিয়ান সেলর ডাজ্ব নট ক্যারী আউট হিজ্ব জব্। সে বলল, ইয়েস মাস্টার, আর কোনদিন বেয়াদপি হবে না।

- —তাহলে কোনদিন বেয়াদপি করবে না বলছ ?
- —না মাস্টার কোনদিন করব ন!।
- —কের কোল-বয় হবার যদি ইচ্ছা না পাকে, চের্নাকে যথাযথ সম্মান দেখাবে।
  স্থমিত্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর কাপ্তানের কথামত যথন ব্রীজ্ঞ
  পার হয়ে সিঁড়ি ধরে বোট-ভেকে নেমে এল, যথন দেখল সকল জাহাজীরা নেমে
  যাচ্ছে স্টোকহোলডে, তথন উত্তেজনায় অধীর হতে হতে সে বাংলায় অল্পীল সব
  কথাবার্তা বলল চেরীকে উদ্দেশ্য করে এবং এ-সময় একটু মদ খাবার শথ জাগল।

বিকেল বেলা, চেরীর ঘরে ডাক পড়তেই স্থমিত্র তাড়াতাড়ি ছুটে গেল।
এক মুহুর্ত দেরী করল না, অথবা সাজ-গোজের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াল না।
সে অহ্মতি নিয়ে ঘরে চুকতেই দেখল—চেরী ভয়ানক ভাবে সাজগোজ করে বসে
আছে। কোলের উপর ভারোলিন। প্রসাধনের তীব্র তীক্ষভাব স্থমিত্রকে
স্ফচতুর যৌনবিলাসী হতে যেন বলছে। চেরীকে সে দেখল। মথমলের পোশাক
দেখল এবং নগ্ন ভঙ্গীতে বসে ঠোটে বিহাৎ খেলতে দেখল। চিবুকে ভাজ পড়েছে
—পায়ের ভাঁজে ভাঁজে কেমন আড়ই ভঙ্গী।

সুমিত্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, কোন কথা বলল না।

- --এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বোস।
- সুমিত্র কোথায় বসবে ঠিক করতে পারল না।
- —ভেক-চেয়ারটাতে বোস সুমিত্র।
- সুমিত্র খুব আড়ষ্টভঙ্গীতে বসল।
- —অমন পুতৃল-পুতৃল ভাব কেন? কোন সজীবতা নেই চলাফেরাতে। কেবিনে ঢোকবার আগে পোর্ট হোলের চোধছটো কোথায় রেখে আস?
- —আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম। সেই চোখছটো কিছুতেই আর সংগ্রহ করতে পারছি না।
  - —কেন, কেন পারছ ন। १
  - —আত্তে, কাপ্তান অষণা ধমকালেন।

চেরী ব্যাপারটা ব্রুতে পেরে অযথা হো হো করে হেসে উঠল, আচ্ছা কাপ্তানের পাল্লায় পড়েছ।

- ---ইয়েস মাদাম। আপনি কিন্তু ও-কথা আবার কাপ্তানকে বলবেন না।
- —কাপ্তানকে তুমিও কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারলে না ?

শ্বমিত্র জিব কাটল।—তা হয় না মাদাম। আমাদের কাপ্তান খুব ভাল লোক।
অন্য জাহাজের কাপ্তান ভারতীয় জাহাজীদের সঙ্গে সাধারণতঃ কোন কথাই বলেন
না। সব সারেঙের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। অথচ আমাদের প্রিয় কাপ্তান সকল
জাহাজীদের নাম জানেন। তাছাড়া নাম ধরে ডেকে ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করেন।
আমি কিছু ইংরেজী জানি বলে তিনি খুব খুনী আমার উপর। এই জাহাজে
কোল-বয় হয়ে উঠেছি, তার দয়ায় এখন আমি গ্রাজার। জাহাজীদের এর চেয়ে
বড় উয়তি এত অল্প সময়ে নেই।

- —তবে বলতে হয় কাপ্তান তোমাকে খুব ভালবাসেন ?
- --- হাা মাদাম।
- —আমি ভায়োলিন বাজাই, কই কোনদিন তো বললে না আপনার বাজনা শুনতে ইচ্ছা হয়, ভাল লাগে।

কথার আকস্মিক পরিবর্তনে স্থমিত্র ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সাহসে কুলায় না মাদাম।

—সাহসে কুলায় না, না, ইচ্ছা হয় না?

স্থমিত্র এবারও জ্বিব কাটল। চোথে পোর্টহোলের প্রতিবিম্ব ক্ষণিকের জ্বন্য ভেনে উঠেই ক্ষের মিলিয়ে গেল। যদি অভয় দেন তো বলি।

স্থমিত্র আবার ভাবল কোন বেয়াদপি করে ফেলছে না তো! সে বলল, না থাক মাদাম।

- —কেন থাকবে ? তুমি বল। অভয় দিচ্ছি।
- —সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় আপনার বাজনা শুনেছি,
  দীঘির পারে উইলোগাছের ছায়ায় বসে রোজ বিকালে ভায়োলিন বাজাতেন।
  - —তুমি লুকিয়ে এত সব করতে?
- কিছু মনে করবেন না মাদাম। আমরা সেলার। দীর্ঘ সম্প্রযাত্তার পর বন্দরে এলেই একটু বৈচিত্তা খুঁজি। কেউ মদ খায় ··· কেউ ···। চুপ করে গেল সহসা। না থাক।

চেরী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, ডাইনিং-হলে নাচ-গান হবে। তুমি এস।

স্থমিত্র জবাব দিল, সে হয় না মাদাম। জাহাজীদের অত দ্র যাবার সাধ্য নেই।

চেরী বলল, আমি কাপ্তানকে যদি অহুরোধ করি।

—মাদাম, আপনি জাহাজে আর চার-পাঁচ দিন আছেন। আপনি নেমে গেলে সকল জাহাজীরা, সকল অফিসাররা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে।

চেরী চুপ করে থাকল। অগুমনস্কভাবেই ছড় চালাল ভায়োলিনের তারে। এই স্থ্য স্থমিত্রের সেই পরম অপার্থিব চোধহটিকে যেন খুঁজছে।

ছোট মালোম এলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে অমুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই শব্দে স্থুমিত্র উঠে দাঁড়াল। —আমি তবে আসি মাদাম।

- —বোস। ছোট মালোমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যাচ্ছি। একটু দেরি ছবে। চেরী এবার স্থমিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি রোজ এই পথ ধরে নামবে স্থমিত্র, কথা দাও।
- —আপনি ছঃখ পাবেন মাদাম। আমার চোথছটো ক্ষের বেইমানী করতে পারে।
  - --না, কথা দাও।
  - -এই পথ ধরেই নামব। কথা দিলাম।

চেরী বসেছিল চুপচাপ। স্থমিত্র চলে গেছে। ছোট মালোমও চলে গেছেন। সে ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজার দেরি নেই। সে বাংক থেকে নেমে জামা-কাপড় বদলালো। সে তার দামী ইভনিং-পোশাক পরে আয়নায় প্রতিবিশ্ব কেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। এ-সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। চেরী প্রশ্ন করল, কে প

- —আমি, ক্যাপ্টেন শ্বিথ।
- —হয়ে গেছে আমার। আমি যাচ্ছি। বলে চেরী ভায়োলিন হাতে বের হল। কাপ্থেনের সলে চলতে থাকল। ওরা ডাইনিং-হলের দিকে যাচ্ছে। যে সকল অফিসারদের, এন্জিনিয়ারদের ওয়াচ নেই, তারা পূর্বেই নির্দিষ্ট স্থানে বসে, আছে। চেরী চুকলে সকলে উঠে সম্মান দেখাল চেরীকে। মালবাহী জাহাজের ছোট ডাইনিং-হল, অল্প পরিসরে কয়েকজন মাত্র পুক্ষ। ঘরে নীল আলো। বাটলার, কাপ্থানের আদেশমত এই ছোট্ট ঘরটিকে বিচিত্র সব রঙীন কাগজে এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেয়ার-টেবিলের জেল্লায় জলুস বাড়াবার চেষ্টা করেছে। চেরী কেমন পুঁতেপুঁত করতে থাকল।

কাপ্তান একটু ইতন্তত করে বলল, সমূদ্রের দিনগুলোতে কোন আনন্দ নেই মাদাম। স্থতরাং বল্প আরোজন থেকেই যতটা আনন্দ নিতে পারি।

- —আমি কিন্তু অন্ত কথা ভাবছি কাপ্তান। সেটা আপনাকেও ভেবে দেখতে বলি।
  - -- वनुन ।
  - —এই ছোট্ট ঘরে না হয়ে খোলা ভেকে হলে ভালো হয় না ?

কাপ্তান এবারও একটু ইতন্তত করল। আপনি সকল জাহাজীদের এ-আনন্দে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন ?

—মন্দ কি ! আমার কিন্তু মনে হয় সেই ভালো হবে। তেকে স্থন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। সমুদ্রে ঢেউ নেই। এমন স্থন্দর দিনে…।

#### —তাই হবে।

স্থতরাং চার নম্বর এন্জিনিয়ার দোড়ে গেল ডেকে। ডেকের ভিন্ন ভারগায়, ভ্যারিকে, মাস্টে সব্জ লাল-নীল আলো জেলে দিল। সতরঞ্চ পেতে সকল জাহাজীদের বসতে বলা হল। তারপর কাপ্তান নিজেই বলতে পাকলেন, আমাদের মাননীয়া অতিথি মিস টুপাতি চেরীর সম্মানার্থে এই আনন্দের আয়োজন। আমাদের সমুদ্রের দিনগুলো ভয়ানক নিঃসঙ্গ। স্ত্রাং সকলেই আজ খোলা মনে আনন্দ করব। এবং এই সম্মানীয়া অতিথির প্রতি নিশ্চয়ই অশালীন হব না।

অফিসারদের জন্ম কিছু চেয়ার, কাপ্তান একপাশে এবং তার ডাইনে রেলিঙের ধারে চেরী বসল। সমৃদ্রে চেউ নেই বলে জাহাজ বিশেষ তুলছে না। একটু একটু শীত লাগছে। সকল জাহাজীরা চারপাশে বসে আছে। চেরী সহজ্ঞ হয়ে দাঁড়াল, প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলল, আমরা আজ্ঞ সকলে পরস্পারের বন্ধু। আস্থুন, আমরা আজ্ঞ সকলে একসক্ষে ঈশ্বরের প্রার্থনা করি। এই কথায় সকলে উঠে দাঁড়াল। ওরা প্রার্থনার ভঙ্গীতে আকাশ দেখতে থাকল।

তারপর ছোট মালোম চেরীর অহমতি নিয়ে গান গাইলেন, লেট্স লভ মাই গার্লফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড কিস হার…।

মেজ মিন্ত্রি তাঁর ছোট্ট ক্যানারী পাখিত। খাঁচা-সহ টেবিলের উপর রাখলেন।
শিষ দিয়ে পাখীটাকে নানারকমের অঙ্গভঙ্গীতে নাচলেন। সকলে হেসে গড়াগড়ি
দিল।

কাপ্তান কীটসের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন সকলকে।
একটু বাদে এলেন জাহাজের মার্কিন সাব। মুখোশ পরে চারিধারে বিজ্ঞ

ব্যক্তির মত ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। হাতের লাঠিটা মাঝে মাঝে ঘোরাছেন, তিনি যেন কি খুঁজছেন, অথবা কি যেন তাঁর হারিয়ে গেছে। শেষে কাপ্তানের কাছে এসে বললেন, দিস্ ম্যান, মাই ক্রেণ্ড, দিস ম্যান ইজ দি রুট অফ অল ইভ ল্স্। স্বতরাং আস্থন ওকে খতম করে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাই। ব'লে তিনি তাঁর লাঠিটা কাপ্তানের মাথায় তুলে ফের নামিয়ে আনলেন, না, মারব না। নোবেল কমিটির শান্তি পুরস্কারটা আমার ভাগ্যে ফসকে যাক্— সে আমি চাই না। এবং হুংথে হুটো বড় হ্যাচ্চ দেওয়া যাক্। তিনি বড় রকমের ছুটো হঁয়াচ্চ দিলেন। লাঠিটা আপনারা নিয়ে নিন, বলে ক্লাউনের কায়দায় লাঠিটা ছুঁড়ে মেরে ফের ধরে ফেললেন। এবারও সকলে না হেসে পারল না।

এন্জিন-রুমে যাদের ওয়াচ ছিল, তারা উপরে উঠে মাঝে মাঝে উকি মেরে যাছে। স্থমিত্র সকলের পিছনে বদে আছে। ত্রীজে ঘণ্টা বাজল। এখন সাতটা বাজে। স্থতরাং আর আধঘণ্টা এখানে বদে থাকা যাবে। স্থমিত্র উঠি-উঠি করছিল, এ সময় চেরী বলল, এবার স্থমিত্র আমাদের একটু আমন্দ দিক। কাপ্তান বললেন, স্থমিত্র গান গাইবে।

- —স্যার, আমাদের গান আপনাদের ভাল লাগবে না।
- —না স্থমিত্র, ঠিক কথা বলছ না। আমরা এখানে কেউ সঙ্গীতজ্ঞ নই। গুধু একটু আনন্দ—সে যেমন করে হোক। একটু আনন্দ, আনন্দ করো।

স্থমিত্র একটি সাধারণ রকমের বাংলা গান গেয়ে সকলকে শোনাল।

এ-সময় ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস এল পায়ে খড়খড়ি লাগিয়ে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে অথবা শুয়ে বসে নাচল। এবং সবশেষে চেরী ওর দীর্ঘ দিনের অভ্যাসকে ভায়োলিনের তারে মূর্ত করে তুলে সকলকে আনন্দ দিল।

তারপর রাত নামছে, ডাইনিং-হলে কাঁটা-চামচের শব্য। সেখানে বাটলার এবং অক্যান্ত বর সকল ছুটোছুটি করে পরিবেশন করল। সকলে মদ খেল অল্প-বিস্তর। চেরী মদ খেয়ে মাতাল হল আজ।

রাত দশটা বেজে গেছে। চেরী নেশাগ্রস্ত শরীরে কেবিনের ভিতর ডেকচেয়ারে বসে আছে। স্থমিত্র সকলের পিছনে চুপচাপ বসেছিল। উইংস থেকে
একটি আলোর তির্বক এসে ওর চোখে পড়েছে। চেরী ক্ষণে ক্ষণে স্থমিত্রকে
দেখছিল। ঘুটি পরস্পর গোপনীয় দৃষ্টি ঘনিষ্ঠ হতে হতে এক সময় লজ্জায় আনতহল। চেয়ারে বসে চেরী সেই চোখতুটোর কথা ভেবে পোর্টহোলের কাঁচ খুলে
দিল। পদা সরিয়ে দিল। ঘুম আসছেনা। এ সময় স্থমিত্রকে ভেকে পাঠালে হত।

- —বয়, বয় ! দরজায় পায়ের শব্দে চেরী উঠে গেল এবং দরজা খুলে
  দিল। শরীর টলছে।—বয়, আজ স্থান রাত। বয়, তোমার বাড়িতে কে কে
  আছে ?
  - —মাদাম, অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়ুন। শ্লাসে জল রেখে গেছি।
  - —বয়, তুমি জান আমি ভারতীয় ?
  - --জী, না।
- —জেনে রাথ আমি ভারতীয়। বড ত্বংথ বয়, গামর: আর সে-দেশে থেতে পারব না। বয়, একটা কথা বলব তোমাকে। কিন্তু সাবধান, কাউকে বলবে না।
  - —মাদাম, আপনার শরীর ভাল নেই। গুয়ে পড়ুন।
  - —বয়, স্থমিত্র কিন্তু রাজপুত্র হতে পারত। ওর চোখ, মুখ, শরীর সব স্থন্দর।
  - —মাদাম, স্থমিত্র যে রাজার ঘরেরই ছেলে। ভাগ্যদোষে—
- চেরী এবার কিছু বলল না। সে ধীরে ধীরে উঠে পোর্টহোলে মুথ রাখল।—
  তুমি যাও, বয়।
- —মাদাম, দরজাটা বন্ধ করে দিন। কাপ্তান-বন্ধ বের হয়ে যাবার সময় এ-কথাগুলো বলল।

চেরী পোর্টহোল থেকে যথন দেখল কাপ্তান-বয় ঘরে নেই—ওর পায়ের শব্দ অ্যালওয়েতে মিশে গেছে এবং যথন মনের উপর শুধু স্থমিত্রই একমাত্র দৃশ্যমান বস্তু, তথন দরজা বন্ধ না করে নীচে এন্জিন-ক্লমে নেমে স্থমিত্রের পাশে এসে দাঁড়ানোই ভালো। চেরী দরজা খুলে বাইরে বের হল। এন্জিন-ক্লমে নামার মুখেই দেখল স্থমিত্র তেলের ক্যান নিয়ে উপরে উঠে আসছে।

- -এই যে, মাদাম !
- —স্থমিত্র, তোমার ওয়াচ শেষ ?
- —না মাদাম, পিছিলে যাচ্ছি, দিয়ারিং-এন্জিনে তেল দিতে।
- —রাত এখন কত ?
- --- এগারোটা বেব্দে গেছে, মাদাম।
- —জাহাজে আর কারা এখন জেগে থাকে স্থমিত্র ?
- ——আনেকে মাদাম। আনেকে। ব্রীজে ছোট মালোম, এন্জিন-রূমে তিন নম্বর্গ মিস্ত্রি, স্টোকহোল্ডে চারজন ফায়ারম্যান, তিনজন কোল-বয়, কম্পাস বরে কোন্নার্টার-মাস্টার, করোয়ার্ড পিকে কোন ডেক-জাহাজী।
  - —ভূমি এভ কষ্ট করতে পার সুমিত্র!

- —- এখন তো কোন कहेंद्र तिहै मानाम। यथन कान-वन्न जलवा कान्नात्रमान हिनाम म कि कहे।
  - ---তুমি আমার ঘরে আসবে সুমিত্র ?
- —আপনার শরীর ভাল নেই মাদাম। আমি আপনাকে ঘরে পৌছে দিতে সাহায্য করছি। কারণ চেরীর এই উচ্চুছাল ভাবটুকু ভাল লাগছে না স্থমিত্রের। সে চেরীর অন্ত কোন অন্থরোধ রাখল না। সে চেরীকে ধরে বলল, আস্থন।
  - —কোথায় স্থমিত্র ?
  - কেবিনে।
  - —আমার ভাল লাগছে না।
  - —ভাল না লাগলে তো চলবে না মাদাম।
  - -- তুমি কেবিনে বসবে, বল ?
  - —বসব।
  - —তোমার কের ওয়াচ কটায় ?
  - —ভোর আটটায়।

চেরী কেবিনের দিকে না গিয়ে ডেকের দিকে পা বাড়ালে স্থমিত্র বলল, এ তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি। রাত ছুপুরে জাহাজীরা দেখলে বলবে কি ?

- —কি বলবে স্থমিত্র ?
- কি আবার বলবে ! আস্থন । ধমকের স্থুরে কথাগুলি বলল স্থমিত্র । তারপর জ্বোর করে চেরীকে কেবিনে ঠেলে দিতেই স্থমিত্র গুনতে পেল—চেরী বলছে ভাল হচ্ছেনা স্থমিত্র । আমি মাতাল বলে কিছুই বুঝতে পারছিনা ভাবছ । কাল ঠিক কাপ্তানকে নালিশ দেব দেখো । আমার উপর জ্বোর খাটালে ঈশ্বর সহ্থ করবেন না ।

ক্ষের স্থমিত্র নিজের অবস্থা বুঝে খানিক বিত্রত বোধ করছে। এমত ঘটনার কথা কাপ্তানকে বললে—তিনি নিশ্চয়ই খুলী হবেন না। অথবা মনে হল বৃদ্ধ কাপ্তানকে থবর দেওয়া যাক—চেরী ডেকের অলিগলিতে ঘুরতে চাইছে। চেরী মদ খেয়ে মাতাল এবং চেরীর এইসময় যোনেচ্ছার বড় ভয়ানক সখ। কিছু দেখল যে রাত গভীর। করোয়ার্ড পিক থেকে ওয়াচ করে ডেকজাহাজী হামিছল ক্সিরছে। ওয়াচের ঘণ্টা বাজছে ত্রীজে। স্বভরাং বৃদ্ধ কাপ্তানকে এ-সময় ডেকে ভোলা নিশ্চয়ই স্থাকর হবেনা। বরং কাপ্তান বরের থোঁজে গেলে হয়, য়থার্থ উপকার এসময় তবে হতে পারে। সে আরও কিছু ভাবছিল তথন চেরী ওর হাতটা পিছন থেকে খণ

করে ধরে কেলল। বলল, দোহাই সুমিত্র আমকে একা ফেলে বেও না। ভরানক ভর করছে।

স্থমিত্র ছোটমালোমের কথা মনে করতে পারল।. প্রতিদিন ওয়াচের শেষে অথবা রাতের নিঃসঙ্গতায় ভূগে ভূগে এই দরজার ফাঁকে চোথ রাখার জন্য উপস্থিত। ছোট মালোম এই দরজায় হাত রেথে বলত, বোট ডেকে বড় স্থান্দর রাত।

চেরী বলত, আমার শরীরটা যে ভাল যাচ্ছেনা থার্ড।

- -- আমরা এখন একটা নির্জ্বন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, মাদাম।
- मिं आभात दीलात किया निकार दिनी स्मात रहत ना थार्छ।

চেরী কতদিন এমন সব কথা বলে প্রাণখুলে হাসত।—তোমাদের থার্ড আচ্ছা বেহায়া, স্থমিত্র। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় কেবিনে চুকিয়ে তালা বদ্ধ করে দি। বেচারা! চেরী ভয়ানক টলছিল। সে এখন এক হাত বাংকে রেখে অন্য হাতে স্থমিত্রের কলার চেপে বলছে, মাই প্রিষ্ণ।

- —মাদাম আপনি কি সব বলছেন।
- —আমি ঠিক বলছি স্থমিত্র। আমি ঠিক বলছি। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও স্থমিত্র, নতুবা আমি জোরে জোরে চীৎকার করব। বলব, প্রিন্ধ প্রিন্ধ। একশবার বলব। সকলকে শুনিয়ে বলব। তুমি কি করবে ? কি করতে পারছ?

ভয়ে স্থমিত্র কাঠ হয়ে থাকল। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বলল, চুঁপ করুন মাদাম, চুপ করুন। আপনার ঈশ্বরের দোহাই।

স্থমিত্র দেখল কেবিনের পোর্টহোল খোলা। করোয়ার্ড পিকে কোন জাহাজী যদি এখন এইসময় ওয়াচে যায়, চোখ তুলে দেখলে ওদের হজনকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সে তাড়াতাড়ি পোর্টহোলের কাঁচ বন্ধ করতে গিয়ে দেখল—ক্যালেগুারটা উড়ছে। সে সম্ভর্পণে পোর্টহোল দিয়ে মৃথ কিঞ্চিং বার করে যখন দেখল কেউ এ-পথে আসছে না, বারোটা চারটার পরীদাররা সব এনজিন-ক্রমে নেমে গেছে এবং শেষ ওয়াচের পরীদারদের চীৎকার স্টোকহোল্ড থেকে উঠে আসছে তখন ক্রত পোর্টহোলের কাঁচ এবং লোহার প্রেট উভয়ই বন্ধ করে দিয়ে চেরীর মৃথের উপর স্থাকৈ পড়ল এবং বাংলায় বলল, বেঞা। তারপরের থিন্তী উচ্চারণ না করে মনে মনে হজম করে কেলল। শেষে অভ্যন্ত ইংরাজীতে উচ্চারণ, মাদাম আমাকে-বিপদে কেলবেন না।

—বোস স্থমিত্র।

স্থমিত্র পূর্বে এ-কেবিনে যে সংকোচ নিয়ে যে ভয় এবং মানসিক য়য়ণা নিয়ে বসত আজও তেমন তুহাতের তালুতে মাণাটা রেখে কেমন অসহায় ভঙ্গীতে বসে থাকল। সে এ-মৃহূর্তে কিছুই ভাবতে পারছে না। চারঘন্টা ওয়াচের পর ক্লান্ত শরীরটাকে যথন ফোকসালে নিয়ে যাবে ভাবছিল, যখন স্লান সেরে শরীরের সকল ক্লান্তি, উত্তাপ দ্র করবে ভাবছিল তখন চেরীর এই মাতাল ইচ্ছা ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের মত ক্রমশ ওকে তুর্বল করে দিচ্ছে।

চেরী বলল, তুমি ইচ্ছা করলে স্নান সেরে নিতে পার স্থমিত্র।

স্থমিত্র যেহেতু একদা এইসব কেবিনের দেয়াল সাবানজন দিয়ে পরিষ্কার করেছে যেহেতু ওর সব জানা----স্থমিত্র স্মতরাং উত্তর করছে না।

চেরী বাংক থেকে উঠে ওর পাশে বসল। বলল, মাই প্রিন্স। বলে স্থমিত্রের কপালে চুমু দেবার জন্য ঝুঁকে পড়লো। স্থমিত্র উঠে দাঁড়াল এবং বলল, মাদাম আপনি পাগল।

চেরীর পা তুটো টলছে এবং চোথ তুটো তেমনি মায়াময়।

স্থাতির এই অপমানস্থচক কথার চোথ ত্টো কেমন সজল হয়ে উঠল। নীচে এন্জিনের শন্ধ। আরও নীচে সমূত্র অতল থেকে যেন ফুঁসছে। চেরী বলল, স্থামি ভারতবর্ষে যাব স্থামিত। তুমি নিয়ে চল। তুমি আমাকে ঘোড়ার পিছনে নিয়ে কেবল ছুটবে, ছুটবে—কোথাও পালিয়ে যাবে।

চেরীর সেই রাজপুত্রের কথা মনে হল। সেই রাজকন্যার কথা মনে হল। রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভা অতিক্রম করে দ্রে দ্রে চলে যাচছে। ঝাড় লঠন পরিত্যাগ করে আঁধারের আশ্রায়ে চলে যাচছে। মুক্তোর ঝালর—, দ্বারীরা হাঁকছে অথচ নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে প্রতিবিশ্ব রাজপুত্রের। সকলের অলক্ষ্যে রাজপুত্র রাজকন্যার জন্য প্রতীক্ষা করছে। চেরীর এইসব কথা মনে হলে বলল, তুমি পার না স্থমিত্র, তুমি আমাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে পার না!

স্মাত্রকে উদাস দেখে ফের বলল, পার না তুমি ? আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না ভারতবর্ষে ?

मार्जान त्रमगीरक थ्मी कतात जना दन वनन, निरम याव।

—তোমার দেশের গ্রাম মাঠ দেখব স্থমিত্র।

স্মিত্র সহজভাবে কথা বলতে চাইল।—ফুল দেখবে না ? পাখী দেখবে না ?

- -- फून (एथव, भाशी (एथव।
- ---আমার দেশের আকাশ দেখবে না? আকাশ?

### --আকাশ দেখব, নক্ষত্ৰ দেখৰ ।

—সাপ বাঘ দেখবে না ? সাপ বাঘ ? বিধবা বৌ, যুবতী নারী ? এইসব বলতে বলতে স্থমিত্র কেমন উত্তেজিত বোধ করছিল। সে মরিয়া হয়ে যেন বলে ফেলল, আমি সব দেখাতে পারি। কিন্তু দেখাব না। তুমি নেশায় টলছ। নিজ্ঞের সম্বন্ধে সচেতন নও, স্থতরাং সাব দেখালে অন্যায় হবে।

প্রথমটায় চেরী ধরতে না পেরে বলল, কি বললে ? চেরীর চোখ ছটো তার-পর সকল ঘটনার কথা বৃঝতে পেরে ছোট হয়ে এল।—কাপুরুষ! চেরী স্থমিত্রের ম্থের কাছে এসে কেমন একটা পুশন্দ করে দরজার পাট সহসা খুলে দিলে। গেট আউট, ইউ গেট আউট! এমন চীংকার স্কুল্ন করল যে স্থমিত্র পালাতে পারলে বাঁচে। স্থতরাং স্থমিত্র ছুটতে থাকল। সে ডেক ধরে ছুটে এসে পিছিলে উঠে দেখল পরীদারেরা সকলে যে-যার মত ঘুমিয়ে পড়েছে। সে এইসব কথা গোপনে লালন করে দীর্ঘসময় ধরে মেয়েটির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হুংথবাধ করল।

তথন চেরী পোর্টহোলের প্লেট খুলে দিল। কাঁচ খুলে দিল। সে শরীরটাকে বাংকে এলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—এমন সময় দরজায় শব্দ, কড়া নাড়ছে কে যেন। ধীরে ধীরে এবং সম্ভর্পণে। অথবা চোরের মত। সে ব্রুতে পারছে—কারণ চট্ করে শরীরের মাতাল ভাবটা কেটে গেছে পোর্টহোলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং নিজের বেলাল্লাপনার রেশটুকু ধরতে পেরে লজ্জিত, কুঞ্জিত। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজায় সামনে। বলল, কে ৪

- ---আমি মাদাম।
- —আপনি কে ?
- —আমি থার্ড।
- —আজ তো আকাশে নক্ষত্র নেই। আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। এইসব কথার ভিতর চেরীর মাতাল মন ধীরে ধীরে যেন স্বস্থ হচ্ছে। এতক্ষণ প্রায় সে সকল বস্তুকে ছটো অন্তিত্বে দেখছিল—হটো ক্যালেণ্ডার, ছটো লকার, চারটা বাংক এবং এমনকি স্থমিত্র পর্যন্ত ছটো অন্তিত্বে ওর পাশে বসেছিল। পোর্টহোলের ঠাণ্ডা হাওয়ার সব কিছুই মিলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে। যেন সবই এখন এক অখণ্ড বস্তু। তবু থার্ড কৈ দাঁড়িরে থাকতে দেখে বলল, চলুন কাপ্তানের ঘরে। রাভ স্থপুরে কেমন জ্ঞালাতন করছেন টেরটি পাবেন।
  - --এতক্ষণ মাদাম, দয়া করে আপনার কেবিনে কে ছিলেন ?

চেরী বিজ্ঞাপ করে বলল, কেন আপনি নিজে। তারপর দরজাটা মৃথের উপর ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে বলল, লক্ষী ছেলের মত বরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ওঞ্জে পড়ুন।

কিন্তু স্থমিত্র নিজের বাংকে বেশীক্ষণ শুরে থাকতে পারল না। স্থমিত্রের মনে পড়ল মাতাল রমণা ষদি দরজা খুলে শুরে থাকে, যদি থার্ড সেই ফাঁকে বেড়ালের মত সম্বর্গনে চুকে পড়ে এবং চুরি করে চেটে চেটে মাংসের স্বাদ নিতে নিতে যদি
ভাল নয়, ভাল নয় সব—এমত ভেবে সে ডেকের উপর উঠে এল। কাপ্তান-বয়ের
দরজায় কড়া নেড়ে ডাকল, চাচা, অ চাচা একট উঠুন।

বৃদ্ধ কাপ্তান-ব্রের সারাদিন পরিশ্রমের পর এই বিশ্রামটুকু একান্ত নিজম্ব। সে গভীর ঘূমে আচ্ছর। স্বতরাং ত্ব এক ডাকে সাড়া পেল না স্থমিত্র। স্থমিত্র বার বার ধীরে ধীরে ডাকল, চাচা, আ চাচা। সে জ্যোরে ডাকতে পারছে না কারণ পিছনে মেসক্রম মেট্ এবং মেসক্রম বয় থাকে। তারপর এন্জিনের স্থাইলাইট পার হলে কানেল। কানেল অতিক্রম করে অ্যাকোমোডেশান ল্যাভার, যা ধরে কাপ্তানের ঘরে উঠে যাওয়া যায়। জ্যোরে ডাকাভাকি করলে বৃদ্ধ কাপ্তানের ঘূম পর্যন্ত ভেক্ষে যেতে পারে। স্বতরাং ধীরে ধীরে সে কড়া নাড়তে থাকল।

বৃদ্ধ কাপ্তান-বন্ধ এক সময় দরজা খুললে বলল, চেরীর দরজা বন্ধ করে আত্মন চাচা। মদ থেয়ে ভয়ানক মাতলামি করছে।

তাড়াতাড়ি কাপ্তান-বয় গায়ে উর্দি চাপিয়ে নীচে ছুটল। গিয়ে দেখল দরজা বদ্ধ। কাজেই সে ধীরে ধীরে ঠেলে দেখল—দরজা খোলা এবং খুলে মাছে। চেরী বাংকের উপর বসে ক্যালেগুারটা দেখছে নিবিষ্ট মনে। কাপ্তান-বয়ের কোন আওয়াজই চেরী যখন ভনতে পাছে না তখন দরজাটা বদ্ধ করে দেওয়াই ভাল। কিছু কি ভেবে ঘরের ভিতর চুকল কাপ্তান-বয়। টিপয়ে খাবার জল রাখল, ভারপর পিতৃত্বের ভঙ্গীতে বলে উঠল, মাদাম, ভয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে। এখন প্রায় একটা বাজে।

চেরী বড় বড় হাই তুলছে। সে কম্বলটা নীচে ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। কাপ্তান-বয় দাঁড়িয়েছিল—চেরী কাত হয়ে শুয়ে ক্যালেগুারটা দেখছে। গুর পোষাকের গাঢ় রঙের ভাঁজে এখন আর নেই। চোখে অবসাদের চিহ্ন। কেমন এক তক্সাচ্ছন্নভাব ওর সমস্ত অবয়বে। কাপ্তান বয় কম্বলটা ওর শরীরের উপয় বিছিয়ে দিয়ে বাইরে এল। দরজা টেনে সম্ভর্পণে তালা মেরে দিল। ডেকে বের হয়ে দেখল ঠাগুায় সূমিত্র তখনও পায়চারী করছে।

কাপ্তানবন্ধ কাছে এলে বলল, দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিলাম।
—বাক বাঁচা গেল। এইটুকু বলে স্থমিত্র পিছিলের দিকে উঠে যেতে থাকল।

ভোরবেলায় জাহাজীরা সাবানজল নিয়ে কেবিনের দেয়াল ধুতে অথবা ফলঞ্চা বেঁধে নীচে নেমে অদুশ্য হতে চাইছে। তখন চেরী বিছানায় উঠে বসল। দরজা বন্ধ দেখল। সে গতবাতের কিছু কিছু ঘটনাব কথা স্মবণ করতে পাবছে। স্থমিত্র জাহাজী স্থমিত্রের প্রতি চেবীব বনতে ইচ্ছা হল, গতরাতেব ঘটনার জন্ম আমাকে ক্ষমা কর স্থমিত্র। এই জাহাজ, সমুদ্রেব ভয়ানক নিঃসঙ্গতা এবং তোমার পাধরের মত শরীবের শ্বিব অথবা অচঞ্চল উপস্থিতি আমাকে নিয়ত তীব্র তীক্ষ্ণ কবছে। আমাকে অন্থির, চঞ্চল করছে। অথচ তুমি কখনও পুতুলের মত শরীর নিষে, ক্খনও একান্ত বশংবদেব চিহ্ন শবীরে এঁকে আমার কেবিনে সময়, কাল অভিক্রম করার হেতু আমি ক্রমশ এক অস্থিব নিয়তির ইচ্ছায় কালক্ষয়ের বাসনায় মগ্ন। কৈশোরের স্বপ্ন তোমার অবয়বে কেবল রূপ পাচ্ছে। আমার প্রিয়তম দ্বীপে এমত ঘটনা ঘটলে কি হ'ত জ্বানি না, 'আমার বাবা বর্তমান—তিনি আমাকে কি বলতেন জানি না এবং তোমার উপস্থিতি সহসা আমাকে অন্ধকারে নিদারুণ চঞ্চলতার জন্মদানে আমার সম্মানিত জীবনকে বিব্রত করে কেন জানিনা, তব্ তুমি কথনও এই কেবিনে এসে দাঁডালে আমি অধোবদনে লচ্ছিত থাকব। তারপর আরনায় চেৰী মুখ দেখে উচ্চারণ কবল-গতবাতে বটনার জন্ম তুমি আমায় ক্ষমা করে। স্থমিত্র।

রাতের বিডম্বনার জন্যই হোক অথবা অন্য কোন কারণে, স্থমিত্র ভোর রাতের দিকে শরীরে ভীষণ ব্যথা অন্ধভব করতে থাকল। পাশের বাংকে অনাদি নাকভাকিরে খুমোছে। ওব বেহেতু চারটা আটটা পরী, যেহেতু একুনি তেলরালা
হাফিজদ্দি ওকে এসে ভেকে তুলবে স্থভবাং জল তেষ্টাতে কট পাওয়ার চেরে ওকে
ভাকা ভাল।

স্থমিত্র ভাকল, অনাদি, ও অনাদি। একটু উঠে জল দে ভাই। এই রাতে জল চাওয়ায় অনাদি আশ্চর্য হল। সে বলল, উঠে খেতে পারিসনা! —শরীরে ভয়ানক কটা।

- --- (कन कि रम !
- —मत्न रव कर अरम्ह ।

অনাদি ভাড়াভাড়ি উঠে কপালে হাত রেখে দেখল অরে স্মিত্রের শরীর পুড়ে

ৰাছে। সে জন দিল ক্ষিত্ৰকে এবং শরীরটা টিপে দেবার সময় বলল, রাড একটা পর্যস্ত তুই কোধায় ছিলিরে ?

স্থমিত্র উপরের দিকে হাত তুলে দেখাল।

- --কি কবছিলি ?
- -- চেরীকে পাহারা দিচ্ছিলাম।
- —চেরী ভোকে কিছু বলেছে !
- <u> --- 리 1</u>
- —জাহাজের একবেয়েমী তোর কাটছে ভাল।

স্থমিত্র জ্ববাব দিলনা। চূপ করে অনাদিকে দেখতে দেখতে স্থমিত্র কেমন অনামনস্ক হয়ে গেল।

ভোরের দিকে সারেও ঘরে ঢুকে বলল, কিরে বা অসুখ বাধাইছ!

—না, তেমন কিছু নয় চাচা। মনে হয় ফু গোছের কিছু। মেজ মালোমের কাছ থেকে একট ওযুধ এনে দেন চাচা।

সারেওকে চিন্তিত দেখাল। ওর পরী কে দেবে এখন এমতই কোন চিন্তা যেন সারেওর মনে। স্থতরাং সে একজন ফালতু আগওয়ালাকে ভেকে স্থমিত্রের পরী দিতে বলে গেল এবং যাবার সময় বলে গেল—পরীতে স্থমিত্রের আজ যেতে হবেনা এবং এখুনি কোন কয়লায়ালাকে দিয়ে ওমুধ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। এমন কথাও জানাতে পেরে সারেও যেন খুশী। তবে স্থমিত্র যেন ভেকে উঠে কের ঠাগু। না লাগায়, বেশী হাঁটাহাঁটি না হয় সেজন্য সারেও শাসনের ভলীতেও কিছু কথা বলে গেল। বিশেষত, ভাতের জন্য ভাগুরীকে পীড়াপীড়ি করলে নির্ঘাত পরী দিতে হবে এইসব কথার দারা সারেও সকলের উপরে, সেই জাহাজের সব ধালাসীদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এমন এক ধারণার ভিত্তিতে সারেও মেজ মিস্ত্রির মত ভেকের উপর দিয়ে হেঁটে গেল—যেন এনজিনিয়ার হাঁটছে ভেকে।

স্থাতি শুরে ছিল, সে পরীলারদের ওঠানামার সব্দে ধরতে পারছে, এখন কটা বাব্দে। পোর্টহোল খোলা ছিল, কিন্তু সে সমৃত্র দেখতে পাচ্ছে না। উপরের বরে ট্যাণ্ডেলের তামাক কাটার শব্দ ভেসে আসছে। পাশের কোকসালে কোন জাহাজী এখন নামাজ পড়ছে। তা ছাড়া সমৃত্রে চেউ একটু বেশী আজ। জাহাজটা বিঞ্চিৎ বেশী ছুলছে যেন।

মুখটা ওর বিশ্বাদ লাগল। সে এক মগ চারের ব্যক্ত প্রতীক্ষা করছে এখন। ভাগোরী এক মগ চা এনে দিলে চক চক করে স্বটা খেরে কম্বল সমস্ত পরীরে ঢেকে পড়ে থাকবে—তারপর যদি ভীষণভাবে দাম হয় শরীরে তবে নিশ্চয়ই শরীরটা ঠাণ্ডা হবে এবং অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ থেকে সে মুক্তি পাবে।

চেরী কেবিনে বসে চা-এর সঙ্গে স্থাণ্ডউইচ, কিছু ফল এবং মাখনের স্বাদ এতবার চেখেও যথন তৃপ্তি পেল না, যখন আটটা বারোটার পরীদাররা সকলে নেমে গেছে ধীরে ধীরে অধচ স্থমিত্র নামছে না-দূরে সমূত্রেব বুকে স্থর্বের মান আলো তেমনি ছডিয়ে পড়ছে এবং তরঙ্গ সকলকে আলোকিত করছে; কিছু উডোকো মাছ তেমনি ঝাঁক বেঁধে সাঁতাব কাটছে, ছোট মালোম দুরবীণে আকাশ এবং স্বর্ষের অবস্থান প্রত্যক্ষ করছেন তথন চেরীর মনে হল ডেক ছাদের ছায়া ধরে একটু दरैंটে এই জাহাজেব রেলিঙে ভব করে সুখ এবং শাস্তিকে খুঁজলে হয়। ममुख्यत छेभत्र कारास्त्रत প্রপেলার कन কেটে যাছে, জলে কসকরাস জলছিল— স্বের মান আলোর জন্য সে কিছুই দেখতে পারছে না। অন্ধকার 'বাকলে এখন ষেন ভাল হত। ফসফরাস জলছে, এইসব দেখে গতরাতের মত বোর উত্তেজনায় ভূগতে পারত। রাতের নি:সঙ্গতায় এখানে চেরী কতবার এসে ভর করে দাঁডিয়েছে। রেলিঙে ঝুঁকে ফসফরাস জলতে দেখেছে। কখনও স্থমিত্র থাকত, ক্থনও থাকত না। একদিন সে স্থমিত্রকে খুশী করার জন্ম বলেছিল নেমে সোজা আমাদের প্রাসাদে গেলেনা কেন? স্থমিত্র তুমি । তুমি । । স্থমিত্র। এই সময় কোখায়। ডেক সারেও এক নম্বর কন্ধার দিকে হেঁটে যাচেছ। জাহাজীবা সাবানজ্বল নিম্নে মাস্টের উপর উঠে হাসি ঠাট্রায় মসগুল। চেরী তথন ডাকল. সারেও, সারেও।

ভেক সারেঙ দৌডে এলে চেরী বলল, স্থমিত্র কোপায়? সে তো এখনও নীচে নামেনি। ওর ভো আটটা-বারোটা ওয়াচ।

সারেও জ্বাব দিল, মাদাম ওর অসুধ হয়েছে।

চেরী অবিশাসের ভঙ্গীতে বলল, যাং!

- भी मानाम। अপनाक आमि मिथा। वनाउ भाति ?
- —ওকে কে দেখান্তনা করছে ?
- —কে করবে মাদাম ? সমর তো কারো হাতে নেই। সকলেই কান্ধ করছে। ও জরে কাতরাচেছ।
  - —ভোমরা ওকে দেখতে পার না ! জর হরেছে···একলা ফেলে ·:
- --জা দেখি, মাদাম। সারেও নিজের দোর কাটাবার জন্ম বলে গেল, সব ব্যবস্থা করা হরেছে মাদাম। এনজিন-সারেও মেজ মালোমের কাছ থেকে ওর্ধ এনেছে।

তারপর চেবীর মনে পড়ল এই মালবাহী জাহাজে সেবা গুল্লবার কোন ব্যবস্থা নেই। জাহাজীদের জন্ম ভাল ওর্ধ নেই। কোন ডাজ্ঞার নেই। সাধারণ রকমের অস্থাথ মেজ মালোমই ওর্ধ দেন। সাধারণ রকমের অস্থাথ প্রয়োগ কবার মতো কিছু ওর্ধপত্র এই জাহাজের কোন এক প্রকোঠে সঞ্চিত আছে। কাপ্তানের উপর, কোম্পানীর উপর চেরীর রাগ ক্রমশ বাড়তে থাকল। অথচ চেরী কোকসালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। গতরাতের ঘটনাসকল চেরীকে সঙ্কৃতিত করছে। যেন এই মুখ স্থমিত্রকে দেখানো চলে না। যেন স্থমিত্রের কোকসালে ঢুকলে—সে গুংখবোধ করতে পারে। গতরাতের গুংসহ অপমানের কথা নিশ্চয়ই সে ভূলে যায় নি। স্থতরাং, স্থতরাং কি ভেবে চেরী নিজের কোবনে ঢুকে কিছু কল তূলে নিল হাতে এবং কাপ্তান-বয়কে ডেকে বলল, যাও, স্থমিত্রের কেবিনে এই ফলগুলি রেখে এস। কিছু বললে বলবে, বাটলাব দিয়ছে। অন্ত কোন কথা বলবে না।

কাপ্তান-বন্ধ দরজার চৌকাঠ পার হলে চেরী বলল, জ্বব কত এবং কেমন আছে দেখে আসবে।

কাপ্তান-বয় অ্যালওয়েতে হাঁটছিল এবং শুনতে পাছে, ওকে বেশী নডাচডা কয়তে বারণ করবে। মনে পাকে যেন, অন্য কোন কথা বলবে না।

কাপ্তান-বয় খ্ব ধীরে ধীরে হাঁটছে। কারণ তথনও চেরী নানারকমের নির্দেশ
দিছে।—কম্বল গারে না থাকলে দিয়ে দেবে। কাপ্তান-বয় সব শুনে হাসল।
বস্তুত চেরী আভিজ্ঞাত্যবোধে কোকসালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। কাপ্তান-বয় বয় ব্ঝল, চেরীর ভয়ানক কট্ট হচ্ছে। ডেকছাদের নীচে দাঁড়িয়ে একবার পিছন
দিরে তাকাতেই দেখল—দ্রে কেবিনের দরজাতে ভর করে চেরী অপলক চোখে
কাপ্তান-বয়ের ম্বে কোন খবরের প্রতীক্ষাতে ময়। কাপ্তান-বয় এবার সম্বর ছুটে
গেল। কারণ ওরও চেরীর ছঃখবোধে মনের কোণে এক স্লেহস্মলভ ইচ্ছার রঙ
কঙ্কণ হয়ে উঠছে।

সিঁড়ি ধরে নামছিল কাপ্তান-বয়। নীচের কোকসালগুলি সবই প্রায় থালি।
কিছু কিছু জাহাজী ভেকে হল্লা করছে। ওরা বেশের গল্পে, বিবিদের গল্পে মসগুল।
প্রতিদিনের মত কলঞ্চা বেঁধে কেউ কেউ জাহাজে রঙ করছে। কাপ্তানবর
প্রতিদিনের এইসব একবেরেমি দুশ্য বেখতে বেখতে নীচে নেমে গেল। স্থমিত্রের
শিররে দাঁড়িরে কপালে হাত রাধল। ভাকল, স্থমিত্র, স্থমিত্র ওঠ বাবা।

এইসময় ঠাপা হাত উত্তপ্ত কপালে-সুমিত্রের মনে হল বড় প্রীতিময় এই

জাহাজীদের সংসার। দীর্ঘদিনের সফবে কাপ্তানবয়কে আপনজনের মত করে দেখতে গিয়ে চোখে জল এল।

সে ভাকল, চাচা !

- -কেমন আছ ?
- --শরীরটা বড় ব্যথা করছে।
- —একটু হুনজন এনে দেব ? গরম জল ?
- —গরম জল ভাগুারী দিয়েছে।
- —কি খেলে ?
- কিছু না। ভাবছি ভাত থাবনা। শবীরটা খুব ঘামছে। মনে হয় ভাল করে ঘাম হলে শরীরটা খুব ঝরঝরে হবে।

যথন কাপ্তান-বয় দেখল শরীরে কোন উত্তাপ নেই এবং যথন ব্যাল ফ্লু গোছের কিছু হয়েছে তখন আর বেশী দেরী করল না। পকেট থেকে আপেলগুলি বের করে দিয়ে বলল, নাও রাখ। খাবে। কি খেতে ভাল লাগে বলবে। বিকেশে এনে দেব। স্থমিত্রকে একটু বিস্মিত হতে দেখে বলল, বাটলার দিয়েছে। বড় বড় চোখে তাকাবার মত কিছু হয়নি।

স্থমিত্রের শরীরে কম্বল টেনে দিয়ে কাপ্তান-বয় বাইরে বের হয়ে গেল। সিঁড়ি ধরে উঠছে। স্থমিত্র শুরে উপরে উপরে কাপ্তান-বয়ের জ্তোর শব্দ মিলিয়ে য়াছে শুনতে পেল। ওর পোর্টহোলটা খোলা নেই। খোলা থাকলেও সে আকাশ দেখতে পেতনা। মাল বোঝাই জাহাজ। সমুদ্রের জল মাঝে মাঝে পোর্টহোলটাকে ঢেকে কেলছে। সমুদ্রের এই জল দেখে গতরাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা শ্বরণ করতে পারছে স্থমিত্র। চেরীর মৌন ইচ্ছা এবং প্রগলভতা ওর মনে এখনও কামনার জন্ম দিছে। অথচ সে পারছে না। বার বার এই আত্মঘাতী ইচ্ছা ওকে নিদাকণ যন্ত্রণার করছে, রাতে চেরীর কেবিন থেকে কিয়ে এসে এই কোকসালে দীর্ঘসমন্থ পায়চারী করেছে এবং সকল দয়্ম যৌন ইচ্ছার প্রতি উন্ধা প্রকাশের জন্য বার বার জাহাজীস্থলভ খিন্তি করে আত্মভৃপ্তি লাভ করতে চেরেছে।

কিছ বিকালে শ্বমিত্রের জরটা থাকল না। বাংকে বসে সে—শরীর এখন নিরামর নিরন্তর এই বোধে খুশী। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে একটি বেঞ্চিতে বসল। সমূত্রের হাওয়ার ওর শরীর প্রাণ খেন জুড়িয়ে বাছে। সে এবার ধীরে ধীরে চারনম্বর করা অতিক্রম করে ভেকছাদের নীচ দিরে এলওয়ে পথটাকে দেখল—সেখানে কোন পরিচিত মুখ ভেসে উঠছেনা। সেই মুখ, নরম যাড় আর তার

কোমল মন স্থমিত্রের নিঃসঙ্গ এবং পীডিত শরীরের জন্য বড় প্ররোজন। এবং গভরাতের বেশা। এই শন্ধটি মানিকর স্থতরাং উচ্চারণে কিঞ্চিৎ সংঘত হওয়া প্ররোজন। তারপর এই মৃহুর্তে নিজেকে ছোটলোক ভেবে কোভ থেকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়া গেলে মন্দ কি ? চেবীৰ মাভাল যৌনেচ্ছাতে সমৃত্রের নেশা ছিল। ওর ঘরে পিতৃ অবয়ব অনেক দ্রের যাত্রির মত এবং এই জন্যই বৃঝি সমৃত্রের ঢেউ অথবা আকাশ দেখতে দেখতে একটু প্রেম কবা চলে—ভালবাসলে ক্ষতি নেই তারপর রাত যদি ঘন ঘন শরীরেব রমণীয়তায় তর্ময় কবে বাখে, যুক্ত করে রাথে তবে বিশ্বকাবী জানোয়ারেব মত ইতর হবার প্রয়োজন কোখায়! সে ভাবল, স্থতরাং আজ্ব বাতে চেরীর দরজাব পাশ দিয়ে একবার হেঁটে যাবে। এবং গৃহ-প্রবেশের দিনে গিরিমার মত একবার যৌনসংযোগ ঘটাবে—এই নিরস্তব ইচ্ছার জন্য সে এবার ভাকল—ভাগুবী-চাচা আমাকে একমগ চা দিন।

ভাগারী উকি দিল গ্যালী থেকে। জাহাজীরা ঘরে ফেরাব মত একে একে সকলে পিছিলে জমছে। ওদের হাতে রঙেব টব ছিল। ওর' হাতের রঙ কেরোসিন তেলে মুছে দিছে। ওরা এবার স্নান করবে। নামাজ পডবে এবং আহার করবে। সমুদ্য কাজ সেবে ওরা গিয়ে বেঞ্চিতে বসে ন্যকারজনক কথাবার্তার জুবে জুবে জুল খাবে। স্থমিত্র ওদেব সকলকে দেখল। ওরা সকলে ওকে এক প্রশ্ন করল, তোমার শরীরটা ক্যামন আছেবে ব। এইসব বলে ওবা কোকসালে নেমে গেলে ভাগাবী বলল, চা কডা করে দেব ?

## —ভাই দাও।

শুমিত্রের এখন আর কিছু করণীয় নেই। স্তরাং পা ঝুলিয়ে বসে থাকল।
শরীরে সমস্ত দিনের সঞ্চিত প্লানি এই সমৃদ্র এবং এক কাপ চা দূর করে দিল। সে
এবার জাহাজের অলিগলি না খুঁজে সোজা দিগন্তে নিজের দৃষ্টিকে নিযুক্ত করে তার
দেশ বাড়ীর চিন্তা—সেখানে কি মাস, কি ফুল ফুটছে অথবা কোন ঋতু হতে পারে
দুর্গাপূজাব সময় হতে কত দেরী, শেকালী ফুল ছডানো উঠোন অথবা বৃষ্টি বৃষ্টি—
এবং জাহাজে থেকে থেকে বাংলা দেশের মাস কালের হিসাব স্থলে গেল স্থমিত্র।
অথবা এইসব চিস্তার ঘারা দেশের আকাশকে উপলব্ধি করার জন্য আঁকু-পাকু
করতে থাকল স্থমিত্র।

ডেক সারেঙ বলল, তবিয়ত কেমন ?

- —ভাশ, চাচা। জরটা মনে হয় সেরে গেছে।
- —কি খেনেছিলে ?

- --- চপাটি খেলাম চাচা।
- —ভাল করেছ।
- —রাত্রে দেখি বাটলারকে বলে একটা পাউকটি সংগ্রহ করতে পারি কি না।
  আনাদি উঠে এল পিছিলে। সে বলল, এখানে বসে শরীরে ঠাণ্ডা লাগানো
  হচ্চে ?
- এক্স্নি নেমে পাডব। বলে, স্থমিত্র অনাদিকে অন্থসরণ করে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। সারেঙের ঘবটা অভিক্রম করে ষ্টোর রুমের পালের নির্জন জারগাটুকুতে দাঁড়িয়ে স্থমিত্র ডাকল, অনাদি!
  - -- কিছু বলবি ?
  - —তুইতো সারাদিন পাঁচ নম্ববের সঙ্গে ডেকে কাজ কবছিলি ?
  - —হঁ্যা তা করছিলাম।
  - —চেরীকে ডেকে বের হতে দেখলি না ?
  - —না। তবে এলওয়ে ধরে আসবাব সময় দেখলাম চেরী বিছানায় ওয়ে আছে।
  - -- কিছু কবছে না ?
  - --- घरठी जन्नकाव । नत्रका कार्नाना प्रव वन्न करव द्वरशह ।
  - —স্তরাং ভাল মত দেখিসনি !
  - -- 71 1

সুমিত্রকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আশাহত। অনাদি নিজেব কোকসালৈ চঙ্গে গেল এবং পিছনে এসে এ-সময় কাপ্তান বয় ডাকল, স্থমিত্র এই নাও তোমার বিকাল এবং রাতের খাবার। বাটলার দিয়েছে।

- —চাচা, বাটলার এত সদয় কেন আমার প্রতি ?
- —তা আমাকে বললে কি হবে ! বরং বাটলারকে জিজ্ঞেদ কর। একটু থেমে বলল, তোমার শরীর এখন কেমন ?
  - —ভাল চাচা।
- —বেশী নড়বে না। এ-জর কিন্তু খুব খারাপ। আবার কিরলে অনেক ভোগান্তি হবে। ব'লে চলে যাবার জন্য উল্লোগ করলে স্মিত্র কেমন সংহাচের সঙ্গে ভাকল, চাচা।

কাপ্তান-বন্ধ মুখ কিরিছে বলল, কি !

- -- চেরী আমার যে শরীরটা খারাপ করেছিল, জানে ?
- —তা আমি কি করে জানব বাপু।

- —তোমাকে কিছু জিজেন করেনি।
- —না। আমি কডক্ষণ থাকি ওর কাছে? কাপ্তান-বন্ধ আব দাঁডাল না। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্থানি কোকসালে চুকে কের বাংকে শুরে পড়ল। শরীরটা বেশ তুর্বল মনে হচ্ছে। গড়রাতের ঘটনাগুলো ওকে এখনও যেন যন্ত্রণা দিছে। অঘচ একবার চেরীর কেবিনে যেতে পারলে সব তুর্ঘটনার যেন অবসান হত। তব্ সে নিজ্পের শরীরে কম্বল টেনে পাশ কিবে শুরে থাকল। নিজ নতায় ভূগে কেমন বিস্থাদ বিস্থাদ সব। অনাদি পাশের বাংকে শুরে বকবক করছে ছোট ট্যাণ্ডলের সঙ্গে। এইসব কথা এবং যৌন আলাপ শুনতে ভাল লাগছে না। কোকসালের সর্বত্র একই জৈব-ঘটনার পুনরার্ত্তি। মুসলমান বৃদ্ধ পুক্ষসকল অয়থা বদনা নিয়ে বারবার এই ঠাণ্ডা দিনেও গোসলখানায় চুকে স্থান করছে এবং আল্লা আলা করছে।

কোকসালে কোকসালে এখন অন্ধকার। এবং সন্ধ্যা অভিক্রম করছে বলে সকলে আলো জেলে দিল। কিন্তু স্থমিত্রের এই আলো ভাল লাগছেনা। আলোটা ওর চোখে লাগছে। সে অনাদিকে আলোটা নিভিয়ে দিতে বলল। এবং এই অন্ধকার এখন ওকে গ্রাস করছে। রাভ বাড়ছে। কোকসালে কোকসালে কাহাজীরা ভীভ করে আছে। ওরা এবার উপরে উঠবে। ওরা রাভের আহার শেব কবে আবার নীচে নেমে আসছে। তারপর শুয়ে অয়থা একটার পর একটা বিড়ি টেনে কখনও সুখটান, কখনও বাড়ীতে বিবির মুখ শবীর এখন এই রাভে কোন ভক্লীতে অবস্থান করছে এবং দরে কিরে বিবির শরীরটা কত প্রকার বৌনস্কথের আধার হতে পারে সেটা যেন পর্য করে দেখাব বাসনা।

স্থাতবাং স্থামিত্র দীর্ঘসময় এই বাংকে বিস্থাদের গন্ধ নিয়ে পড়ে থাকতে পারছেন। রাত বত বাডছিল, ঘন হচ্ছিল তত শরীরের তুর্বলতা ঘৌনকুধাকে আবেগমণিত করছে। এবং যখন দেখল কোকসালে কোকসালে ডেক জাহাজীরা ঘূমিয়ে পড়েছে, এন্জিন অথবা ডেক সারেঙের ঘরে আলো জলছেনা তখন ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি ধরে চোবের মত পা টিপে টিপে উপরে উঠতে থাকল।

ডেকে উঠতেই শীত শীত অমুভব করল স্থমিত্র। অষ্ট্রেলীর উপকৃলের যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত শীতটা যেন বাড়ছে। তত সমুদ্র যেন শাস্ত হরে আসছে। আশুও সে ডেকে এসে দেখল কেউ কোধাও নেই। মাস্টের আলোগুলি ভূতের মত রাতের আঁধারে তুলে তুলে পারচারী করছে। ব্রীব্দে ছোটমালোম পারচারী করছেন; ওঁর এখন ওরাচ নিশ্চরই। স্থমিত্র আড়াল থেকে দেখল সব এবং খুশী হল।

ছোটমালোম পাশের কেবিনে থাকেন। স্থুভরাং চেরীর কেবিনে কোন শব্দ হলে পোর্টহোল দিয়ে উকি মারতে পারেন। সে উন্তেজনায় দাঁড়াতে পারছিল না, চুলোয় যাক ছোটমালোম—সে ছুটে এলওয়ে পথে চুকে গেল। এবং চেরীর দরজার উপর ভর করে ছোট ছোট আওয়াজে ভাকতে থাকল, মাদাম, মাদাম! আমি এসেছি। দরজা খুলুন! যেন বলার ইচ্চা, আমি যথার্থ ই কাপুরুষ নই। আপনাকে বেশ্যা ব'লে নিরস্তর আমি দয়। আমরা সকলেই উন্নেব তাপ চুরি করে শবীর গরম করছি। আপনি দরজা খুলুন মাদাম।

চোরের মত স্থমিত্র কডা নাডতে থাকল। রাত বলে এন্জিনের আওয়াজ প্রকট। স্থতরাং এখন কেউ স্থমিত্রের কডা নাডার শব্দ শুনতে পাবে না। কেউ ' এদিকে এলে সে এন্জিন রুমে নেমে যাবার মত ভান করে দাঁড়িয়ে থাকবে। বড মালোমের ঘর পর্যস্ত থোলা নেই। সে আবার কডা নাডতে থাকল এবং এ-সময়েই দেখল ঘরে আলো জলে উঠেছে। চেরীব পায়ের শব্দ ভিতরে। চেরী দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। ভিত্র থেকে প্রশ্ন এল, কে । কে ?

—আমি স্থমিত্র, মাদাম। সে আর কিছু প্রকাশ করতে পারছে না। সে উত্তেজনায় অধীর। শরীরের প্রতি লোমকৃপে সমস্ত দিন ধরে উত্তাপ সঞ্চিত এবং যেন ভোরের ক্লান্তি সকল উত্তাপকে এখন কের অবসর কবতে চাইছে। সে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। সমস্ত গা পুডে যাচ্ছে। গলা ভরে শুকনো, কাঠ। সে কোনো রকমে গলা ঝেড়ে আবার ভেকে উঠল, মাদাম, আমি স্থমিত্র।

দরজা খুললে চেরী দেখতে পেল স্থমিত্র দরজার দাঁভিরে ঘামছে। এই শীত-শীত রাতেও এমত ঘাম স্থমিত্রের মুখে শরীরে সর্বত্র। কেবিনের আলোর মুখের বিন্দুসকল ঝলমল করছে। স্থমিত্রের চোখের নীচে কালি পডেছে; বিশেষ করে গত রাতের সেই যুবকটিকে খেন আর চেনাই যাচ্ছেনা। চেরী এবার স্থমিত্রের হাত ধরে ভেতরে নিরে এল। পাখা খুলে দিয়ে বলল, বোস। ইজিচেয়ার ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল চেরী। তারপর ধীরে স্থস্থে বাংকে বসে বলল, এত রাতে।

স্মিত্র চেরীর কঠে গতরাতের কোন ইসারাকেই খুঁজে পেল না। এতরাতে! এই শব্দ দ্বারা চেরীর আভিজাত্য বোধ অথবা প্রথম বারের অভিযোগের মত
ত্মি কেন এই কেবিনে, কি ইচ্ছা শরীরে মনে কাজ করছে, তুমি আমার মাতাল
রমণী ভেবে থাকলে
ত্মি তারীর ফুল ঝরছে। এইসব দেখে স্থমিত্রের বলতে ইচ্ছা হল, মাদাম
সাপনি প্রসন্ন হোন। আমাকে আতক্ষপ্রত করবেন না। ঘুম গভীর হওরার জন্য

চোখ আপনার ভারি ভারি। মুখটা বেশ ভরে উঠেছে। আব্দ গতরাত্তের মত চেপে যাওয়া নয়। চেরী বিছানা থেকে উঠে প্রসাধন করেনি বলে মূথে কোন ক্রত্রিমতার চিহ্ন নেই। বিশেষ করে পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিলে চেরীর চুল উড়তে থাকল। মুখ সমুদ্রের হাওয়াতে তাজা আপেলের মত গন্ধ ছড়াতে থাকল। আর তথনই চেরী স্থমিত্রের একটা হাত নিজের হাতে স্থাপন করে ... কি হচ্ছে মাদাম, আমি যে আর পারছি না। আপনি স্পষ্ট হোন গত রাতের মত, আমি কাঁপছি, জবে নয় আবেগে। চেরী ওর হাতের নাড়ী দেখল এবং হাতটা পূর্বের মত যথাস্থানে স্থাপন করে বলল, জর নেই। স্থমিত্রের মুখ চোখ নৈরাশ্যবোধে পীড়িত হতে থাকল। যেন বলার ইচ্ছা ছিল, এই দেহ নিয়ে আজ আপনি ইচ্ছা-মত ব্যবহার করতে পারেন অথবা শরীরে সংস্থাপন করে কোলাহল পূর্ণ জীবনের কোন কালকে অমৃতময় করে রাখতে পারেন—আমার কোন আদর্শ নেই, আমি জাহাজী তথন চেরী সহসা ওর পায়ের কাছে নেমে হাটুগেড়ে বদল। বলল, গতকালের ঘটনার জন্য আমি হু:থিত স্থমিত্র। মদ থেয়ে আমি বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। তারপর চেরী কিছুক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে থাকল। অধচ তথন সমূদ্রে কোন তরঙ্গ উঠছে না। স্থির। কোন আবেগ চেরীকে মধিত করছে না। চেরী পাশের বাংকে উঠে যাচ্ছে এবং সমাজবদ্ধ জীবের মত ব্যবহারে কিঞ্চিৎ সমীহ। সে বলল, রাত জেগে থাকলে শরীর বেশী খারাপ করবে। বরং ভয়ে ঘুমাও।

- —আমার ভতে ইচ্ছা হচ্ছেনা মাদাম। ঘুম আসছেনা।
- —শরীরে কোন যন্ত্রণা হচ্ছে না ভো?
- -মাদাম !
- -- কিছু বলবে ?

চেরী দেখল স্থমিত্রের চোথ তুটো জলছে। সমস্ত শরীর থেকে কামনার আবেগ গলে গলে পড়ছে। স্থিরভাবে তাকাতে পারছে না—যেন অবসর সৈনিক কুয়াশার অন্ধকার থেকে পথ খুঁজে খুঁজে অবিরাম হেঁটে হেঁটে কোন আশ্রমে উপস্থিত। পানীর জলের মত যুবতীর চোথ এবং উদগ্র বাসনা নিরম্ভর ভোগাছে। সে ক্লের ভাকল, মাদাম আপনার শরীর ভাল তো ? স্থমিক্ত নিজের উপরে এবার যত রাগ— সে যথাযথভাবে বলতে পারছেনা, রাতে এ-বরে শয়ন করার বাসনা মাদাম, কাপুরু-বোচিত সমস্ত চিহ্ন মুছে কেলতে চাই। কিন্তু সে শুধু বলল, আপনি মুল ভালবাসেন মাদাম ?

- —ভালবাসি স্থমিত্র।
- --পাখী ?
- --পাখী ভালবাসি।
- -- আমার ফুল, পাথী কিছুই ভাল লাগছেনা মাদাম।
- —কেন, কেন !
- कि जानि। এই जाशा कित्र किक् अन शक वन ।
- —স্থমিত্র ! খুব দূর থেকে যেন চেবীব গলা ভেসে আসছে। গলা আবেগে কাঁপতে থাকল।
  - —আমাকে কিছু বলবেন মাদাম ?
- তুমি উচ্ছুঝল হলে আমার যে কিছু থাকল না। নিজের সতীত্ব প্রমাণে চেরী যেন মরীয়া হয়ে উঠল।
- না না। আপনি ভূল বুঝবেন না মাদাম। আমি যত্নের সঙ্গে সব পরিহার করে চলছি মাদাম। অথবা বলতে পারেন, চলার চেষ্টা করছি।
  - —স্থমিত্র, কখনও যদি সময় অথবা স্থযোগ পাই আমি ভারতবর্ষে যাবই।
- —ভয়ানক গরীবের দেশ। রাজপুত্রেরা এখন ফুটপাথে হেঁটে বেডাচ্ছে মাদাম।
  চেরী নিজেও তার ইচ্ছার কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারছে না। এক
  ক্রত্রিম আদর্শ উভয়কে সঙ্কৃচিত করে রাখছে। অথবা এও বলা যেতে পারে, চেরী
  ব্যবহারে কেবলই মাতৃস্কলভ হয়ে উঠছে। সে স্থমিত্রের কপালে হাত রেখে বলল,
  সারাটা দিন আমার কি যে গেছে!

স্থমিত্র আর পারছে না। স্থতরাং মাধাটা ইজিচেয়ারের উপর আরাম করার জন্য স্থাপন করল। যেন ঘুমোছে স্থমিত্র এবং দেখলে মনে হবে মৃত। শরীরের সব অন্ধ প্রত্যন্ধ অসাড়। সে যেন আর দাঁডাতে পারছে না। সে হেঁটে যেতে পারছে না কোকসালে—দেখলে এমতই মনে হবে স্থমিত্রকে। দীর্ঘসময় ধরে চেরীও চুপ করে গুরে থাকল বাংকে। এখন ওরা উভরে পরস্পর আদর্শকে ক্ষুপ্ত করার জন্য প্রথম শহীদ কে হবে, কে প্রথম যৌন বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আনিন্ধনে আবদ্ধ করবে এমতই কোন এক প্রতিযোগিতার মন্ত। চেরী শুরে শুরে করে স্থাত্রের প্রতিবিম্ব দর্শনে আর স্থির ধাকতে পারল না। সে খুরের নাম শ্বরণ করে ডাকল, এস স্থমিত্র।

চেরী আবার ডাকল, স্থমিত্র এস। নীল আলো জলছে, দেখ।
স্থমিত্র জবাব দিচ্ছেনা। এমন কি ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ল না। যেমন শিধিল

শরীর নিয়ে পডেছিল তেমনি পডে থাকল।

—স্থমিত্র, স্থমিত্র। চেরী বাংক থেকে নেমে স্থমিত্রের ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে দেখল, স্থমিত্র যথার্থ ই ঘুমিথে পড়েছে। যে আবেগ এবং ইচ্ছা এভক্ষণ ধরে বাজীকরের মত অভিভূত করে রেখেছিল, স্থমিত্রের অসহায় মুখ দেখে সেই বঙ জলের মও নির্মল হল। চেবী সম্তর্পণে কাছে গিয়ে কম্বলটাতে পা শবীর ঢেকে দিয়ে কেবিনের নীল আলোর ছায়ায় ভারতবর্ষেব বাজপুত্রের মুথ দেগতে দেখতে রাত ভোব কবে দিল। বাইবে আলো ফুটে উঠছে। পোর্টহোলেব কাচ খুলে দিতেই বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া এই কেবিনেব সকল ঘটনাকে প্রীতিময় করে তুলছে। চেরী বাংক থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকে পোষাক পান্টাল। শেষে কাপ্তান-বন্ধের থোঁকে ডেকে বেব হয়ে গেল। ডেক-ছাদেব নীচে এসে দাঁডাতেই দেখল হুটো নির্জন দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। সবুজ এক প্রান্তব, এই ভোরের মিষ্টি আলো, এবং দিগস্তের ফাঁকে স্থ উঠছে, গুধু বক্তিম আকাশ—কোবনে সুমিত্র ঘুমোচ্ছে, চেরীর বুক ঠেলে কেমন এক কারার চিহ্ন গোটে মূথে ফুটে উঠল। দূরের দ্বীপ থেকে মাটির গন্ধ ভেদে আসছে, সবুজের গন্ধ এই জাহাজের ফাঁক ফোকরে যত অন্ধকার আছে সব । নির্মল করে দিচ্ছে। দ্বীপের পাধীসকল জাহাজটাকে দেখে চক্রাকাবে উড়তে থাকল। নীলরঙের পার্থীবা ডাকল আর আকালেব চাংধাবে সালা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এবং তাব ফাঁকে ফাঁকে দ্বীপের সকল পাথীরা কোন এক নিরুদ্দেশে পাড়ে জমিয়েছে। চেবী ভাবল, এই দ্বীপের কোন শুহায় তার এবং স্থমিত্রের জন্য একটু আশ্রয় মিলতে পাবে না। একটু আশ্রয়েব জন্য মাটিব কাছে তার প্রার্থনা, ঈশ্বর আমাব কি হবে।

কাপ্তান-বয় এসে ডাকল, মাদাম।

--কৃষ্ণ। তুকাপ।

ধীরে ধীরে জাহাজটা দ্বীপ ঘটোকে পিছনে ফেলে চলে যাচছে। সুর্যের আলো দ্বীপের সব অপরিচিত গাছের ফাঁক দিয়ে সমৃত্রে এসে পড়েছে। জনহীন এইসব ছোট ছোট দ্বীপ কতকাল থেকে এমন নিঃসঙ্গ কাটাচ্ছে কে জানে। দ্বীপের ঝোপ জঙ্গলের পাশে স্থমিত্র এবং তার জন্য যদি কোন তপোবন থাকত, যদি এককালি রোদ এসে সেই কুটর-সংলগ্ন উঠোনে এসে পড়ত এবং সারাদিন পর সমৃত্র থেকে ঘরে কিরে এসে স্থমিত্র ওকে জড়িয়ে জীবনের স্থাদ যদি গ্রহণ করত—কত রঙিন স্থপ্ন দেখল চেরী, কত আকাজ্যার কথা, বিচিত্র সব সথ সারাদিন ধরে তেক পাটাতনে ভেবে কথনও অন্যমনন্ধ, কথনও বেদনায় বাংকে ভয়ে ভ্রের

শ্ব ডিকে ধরে রাখার স্পৃহাতে এক নির্দিষ্ট যুবকের পায়ের শব্দ গুনতে চায়।

তথন সৃমিত্র চোথ খুলে দেখল এই কেবিন। গভীর ঘুমের আচ্ছরভাবটুকুর জন্য ব্যুতে পারল না কোথায় এবং কি ভাবে, সে দেখল এই কেবিন ওর পরিচিত। তারপর একে একে বিগত রাতের ঘটনার কথা শ্বরণ করে সে কের আত্রিত হল। দিনের আলো পোর্টহোল দিয়ে কেবিনে গলে গলে পড়ছে। চেরী ধরে নেই। সৃতরাং মনে ভিরু ভিরু সব অগোছালো চিস্তা জ্বট পাকাচ্ছে। অথবা রাত হলেই এমন সব অসুথের ঘোরে সে ভুগছে: নিজের এই অপরিমাণদর্শিতার জন্য সে ঘুংখিত হল। তারপর চেয়ার থেকে সম্বর্গণে উঠে ডেকে এসে দেখল, চেরী দ্বের দ্বীপসকলকে দেখছে। চেরী খুব ঝুঁকে আছে রেলিঙে। সে ভাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে চুকে বিছানায় শুরে রাতে চেরীকে কোন্ কোন্ সংলাপে জৈব ক্ষ্ণা মেটাবাব স্প্রা জানিয়েছিল, কোন্ কোন্ শব্দ মনের ইতর চিস্তা প্রকাশে উত্মুখ ছিল এইসব ভাবতে গিয়ে চোথম্থ প্রচ্ছর বিষাদে মগ্ন। ধ্যু কুরুবের মত কম্বল টেনে বাংকে শুয়ে পড়ল।

কাপ্তান-বয় এসে ডাকল, মাদাম।

- -এই যে।
- —আপনাব কফি দেওয়া হয়েছে।
- —তু কাপের মত ?
- -- হা। মাদাম।

চেরী ভাড়াতাড়ি কেবিনে চুক্বে ভাবল এবং স্থমিত্রকে হাত মুধ ধুতে বলবে বাথকমে। তারপর একসন্দে ককি খেতে খেতে স্কৃষ্ণ সব গল্প, ওর দেশ বাড়া এবং অন্য অনেক সব খবর নিতে হবে—কিন্তু ভিতরে চুক্টে দেখল, কেবিন কাঁকা। স্থমিত্র নেই। তারপর সে দেখল পোর্টহোলের কাঁচ খোলা। সে এবার কিন্তুর সবটুকু বেসিনে ঢেলে দিল। একটু এগিয়ে গিয়ে কাঁচ এবং লোহার প্লেট দিয়ে পোর্টহোল বন্ধ করে দিল। খেন স্থমিত্রের কোন প্রতিবিশ্ব ভাসবে না এবং লক্ষার আর অধাবদনও হতে হবে না। নিক্ষের এই তুর্বলতাকে পরিহার করার জন্য সে আক্ষ ভালভাবে স্নান করল। স্থমিত্রকে এড়িয়ে চলার জন্য নানারকমের পত্র পত্রিকা খুলে বসল বাংকে। মনের বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাগুলোকে সংযত করতে গিয়ে বার বার সে হোঁচট খাছে। কোণার যেন কি বিশাল পাথরের বোঝা হরে ভারতীয় ক্ষাহাক্ষটা মনের উপর চেপে বসে আছে। চেরী আর পারছে না। চেরী নিক্ষেক রক্ষার জন্য দরক্ষা খুলে তাড়াভাড়ি

কাপ্তানেব কেবিনে ছুটে গেল। বলল, আপনার এই বারান্দায় একটু বি**লা**ম নিতে চাইছি।

## --- যতক্ষণ খুলী।

একটি ইজিচেয়ারে বসে সম্জ দেখতে থাকল চেরী। এখানে স্থমিত্র নেই, শুধু সম্জ, শুধু তেউ। কিছু পারপয়েজ মাছ। কিছু মেব হয়েছে আকাশে। সম্জের ও পাশ দিয়ে একটা জাহাজের ছোট চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। কাপ্তান নীচে আছেন। তিনি দ্রবীণ চোখে রেখে জাহাজকে দেখলেন। চেরী উঠে দাডালে কাপ্তান ওর হাতে দ্রবীণ দিয়ে বললেন, দেখুন দ্রে একটা তিমি মাছ দেখতে পাবেন। চেরী কিছু দ্রবীণ চোখে রেখে স্থমিত্রের দিকে চেয়ে থাকল। পিছনের রেলিঙে সুমিত্র ঝুঁকে আছে—সে বোধ হয় প্রপেলারের শব্দ কান পেতে শুনছে। চেরী দ্ববীণটা কাপ্তানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারটা ইচ্ছা করে দ্রে সরিয়ে নিল। সুমিত্রকে আর দেখা যাচ্ছে না এবং সে খুশী হওয়ার ভান করে কাপ্তানকে পরবর্তী বন্দর সম্বন্ধে প্রশ্ন কবল, আশা করছি ছ দিন বাদেই আমরা সিভনি পৌছাব।

—আপনার সমুদ্রধাত্তা ভাল লাগছে না বোধহয়

टित्री कथा वनन ना।

—ভাল লাগবে কি করে ! যাত্রী জাহাজে যেতে পারলে আপনার এভটা অসুবিধা হত না।

**राज्यो वनन, कान विरक्ति विश्व नागन।** 

- —তা বটে।
- --- আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে ক্যাপ্টেন।
- —আপনার কথাও আমাদের মনে থাকবে। কাল আপনাব ভায়োলিনের সূর অপূব<sup>'</sup>লাগছিল।
  - ---ক্যাপ্টেন, এবার কিন্ধ কথাটা একটু খোশামোদের মত মনে হল।
- —না মাদাম, আপনি বিশ্বাস করুন। সকলেই আপনার প্রশংসা করছে। সুমিত্র ভারতীয়, সে পর্যন্ত বলল, মাস্টার, এ সক্ষরের কথা আমরা সকলেই মনে রাখতে বাধ্য হব। তারপর সে আপনার কথায় এল।

চেরীর বলতে ইচ্ছা হল, আর কিছু বলেছে, আর কিছু ? কিন্তু সম্মানিত জীবনের কথা ভেবে সে ওই প্রগাঢ় ইচ্ছাকে জোর করে থামিরে দিল।

কাপ্তান চেরীর নিকট থেকে কোন উৎসাহ না পেরে চার্ট-রুমে চুকে গেল এবং

## ানজের কাজ করতে থাকল।

চেরী ব্রীজে পায়চারি করছে। একবার উইংসটার পাশে ঝুঁকে অথবা কথনও কম্পাসটার সামনে এসে ( যেখানে কোয়াটার-মাস্টার ক্টিয়ারিং ছইল বোরাছে ) নিজেকে বারবার আড়াল দিল। সৃমিত্রকে আর দেখাই যাছে না। স্থমিত্র পিছিলে কোথাও নেই। সে আ্যাকোমোডেশান ল্যাডার ধরে নেমে বোট-ডেক পার হয়ে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। স্থমিত্র এখন এন্জিন-ক্রমে—সে হাত ঘড়িতে সময় দেখে এমত ধারণা করল। এবং কেন জানি অপার বিষয়তা চেরীকে গ্রাস করছে। এবার ত্হাত ছুঁড়ে চেরীব যেন বলবার ইচ্ছা—কে আছ ডোমরা এস, স্থমিত্র নামে এক ভারতীর যুবক আমার জীবন নিয়ে ভয়ানক বড়য়ছে লিপ্ত। আমাকে রক্ষা কর।

স্থতরাং বিকেলে জ্বোর করে নিজেকে কেবিনে আবদ্ধ করে রাখল। স্থমিত্র যে ক'বার এন্জিন-ক্রম থেকে উঠেছে নেমেছে, প্রত্যেকবার চেরীর দরজা, পোর্টহোল বন্ধ দেখেছে। বিকেলবেলাতে স্থমিত্র কাপ্তান-বয়কে প্রশ্ন করল, চাচা, রাজকন্যার দরজা-জানালা যে সব বন্ধ।

— কি জানি, মেয়েমাস্থারের মর্জি বোঝা দায়। আমাকে বলল, ঘুমালে ভেকো না। বারোটার সময় দবজার কডা নাড়লাম, থাবার দিতে হবে কান্তানশব্দ নেই। কাপ্তানকে বললাম—তিনি বললেন, বোধহয় ঘুমোচেচ, স্থতরাং বাটলারকে বলে দাও যেন খাবারটা গরম রাখার ব্যবস্থা রাখে। ও আল্লা, নীচে নামতেই দেখি হৈ-হল্লা বাঁধিয়ে দিয়েছে।

সুমিত্র বলল, কাপ্তান আচ্ছা রাজকন্তার পালায় পডেছে !

- जा इत्व। किन्न कान बाटा टामाब कथारे वाब वाब वनहिन।
- -কেন ? কেন ?
- —না, থাক। ও সব আমার বলা বারণ আছে, বলে কাপ্তান-বন্ধ টুইন-ডেকে নেমে গেল।

এবং এসময় স্থমিত্র দেখছে চেরী সাদ্ধা-পোশাকে টুইন-ডেক অভিক্রম করে এদিকেই আসছে। স্থমিত্র অন্যান্য সকল জাহাজীদের সঙ্গে কথা বলছে—চেরীকে দেখছে না এমত ভাব ওর চোখে-মুখে। চেরী অ্যাকট-পার্টে চলে আসছে। স্থমিত্রের গলা শুকনো শুকনো ঠেকছে। চেরী অ্যাকট-পার্টে উঠে স্থমিত্রের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। প্রমিত্রের দিকে তাকাল না, অথবা কথা বলল না। সে যুরে বেড়াছেছ জাহাজ-ডেকে। স্থভরাং সকলে সরে দাঁড়াল।

চেরী স্টারবোড -সাইডের ডেক ধরে এক নম্বর, তু নম্বর ককা পার হরে কের অদৃষ্ঠ হরে গেল।

স্থমিত্র পাশের জাহাজীকে বলল, চেরীকে খুব শুকনো শুকনো লাগছে না চাচা ?
—জাহাজে চডলে প্রথম সকলেরই একটু শরীর খারাপ হয়। সুখী ঘরের
মেরে। তা, একটু শুকনো লাগবে।

স্থানিত এইসব কথা শুনল না। সে পিছিল থেকে নডছে না। সে চেরীকে করোরাড ভিকে অদৃশ্র হয়ে যেতে দেখল। চেরীর মুখ শুকনো, সেইহেতু একটা কষ্ট-কষ্ট ভাব স্থানিত্রের মনে। চেরী চুপচাপ চলে বাচ্ছে—গেল। স্থানিত্র শ্বাপৃবং। এই প্রথম একজন পরিচিত যুবতীর জন্য মনে মনে তৃঃখ বোধ করছে এবং যতবার অস্বীকাবের ইচ্ছায় দৃঢ় হয়েছে তত এক তুর্নিবার মোহ স্থানিত্রকে উত্তেজিত করে করে এক সময় নিদারুল প্রেমে ঘনিষ্ঠ কবতে চেয়েছে।

স্থমিত্র অনেকক্ষণ স্থানুবৎ দাঁডিয়ে থেকে সহসা দেখল ডেক এবং অন্যত্ত্ত সকল স্থান আলো আলোমর করে জাহাজ গতিশীল। সে স্থাণুবৎ দাঁডিয়ে থাকতে পারছে না। সে ডেক ধরে নেমে গেল। সে হাঁটতে থাকল উদ্দেশ্রহীন ভাবে। অথচ এক সময় সে নিজেকে দেখল চেরীব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চেরীর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হচ্ছে ভিতবে কোন আলো জলছে না। চেরী অন্ধকারে ভয়ে আছে চুপচাপ। সে ধীরে ধীরে কডা নাড়ল। ক্লান্ত গলায় ভিতর থেকে প্রশ্ন করল চেরী, কে ?

—আমি, স্থমিত্র।

স্থমিত্র ভিতরের শব্দে বুঝল চেবী খুব জ্রুত কাঞ্চসকল সম্পন্ন করছে। আলো জালছে, প্রসাধন করছে। সব কিছুতেই ত্রন্তভাব। স্থমিত্র এ-সমন্ন এতটুকু ভীত হল না।

চেরী দরজা খুলল। চোখে ভয়ানক ক্লান্তি, তবু স্থমিত্রের হাত ধরে এনে ভিতরে বসাল।

- —আপনাকে আজ ভরানক অস্মস্থ মনে হচ্ছে। কাল রাতে বৃঝি এভটুকু দুমোন নি ?
  - —স্থমিত্র, আমি তোমাকে মিধ্যা বলব না। কাল আমি খুমোতে পারিনি।
  - ---আমি দেখছি মেজ-মালোমের কাছে ওধুধ পাওয়া যায় কি না।
- —না স্থমিত, তৃমি বোস। ঘূমোতে পারছি না বলে আমার কোন অসূ বিধা হচ্ছে না।

- -- কিন্তু আপনার চোখের কোল যে ভয়ানক ফুলে উঠেছে।
- ---সব সেরে যাবে। তুমি বোস। একটু কন্ধি খাও। চেরী দরজার গলা বের করে কাপ্তান-বরকে ডাকল।

কঞ্চি খেতে খেতে চেরী প্রশ্ন করল, তোমাব কে কে আছে স্থমিত্র ?

- —কেউ নেই।
- —কেউ নেই ?
- **-- a**1 1
- -V1 ?
- --- ai I
- —বাবা গ
- -ना।
- ---আত্মীয়-স্বজন ?

স্থমিত্র এবারেও ঠোট ওন্টাল।

- -কি করে এমন হল ?
- --- সব দান্বাতে মারা গেছে। আমার বাভি পূর্ববন্ধে ছিল।
- ঈশব ! চেরী আর কিছু প্রকাশ করতে পারদ না। অনেকক্ষণ নির্জনে বসে থাকার মত চুপচাপ বসে থাকল পরস্পর। দীর্ঘসময় ওরা হতবাক হয়ে থাকল।

স্থমিত্রই কথা বলল, আমি না ডাকতেই এসেছি বলে রাগ করেন নি তো ?

- -- पूरित, व्यामि श्रुत श्रुनी दरविह, श्रुत ।
- —আপনার শুকনো মূখ দেখে আমার আজ কেন জানি বারবারই মনে হল, এই জাহাজে আপনি আমার মতই একা। আমার মত আপনারও কেউ নেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অভুত ধরনের কটে পীড়িত হতে থাকলাম। শেবে বিখাস কলন, কে যেন জোর করে আপনার দরজায় আমাকে এনে হাজির করল।

এই সব কথার চেরী-আবেগে প্রগাঢ় হল। সমন্ত শরীরে এক অনুষ্ঠ কশানা সে ভার সকল দৃঢ়তা, সকল প্রভার, সকল সমানিভ জীবনের আলো গান পরিভাগে করে স্থমিত্রের তু' হাত চেপে ধরল। কিছু আবেগের প্রগাঢ়ভার কিছুই প্রকাশ করতে পারল না। বলতে পারল না, মাই প্রিল। আমার আশৈশবের রাজপুত্র। সে মাথা নত করে স্থমিত্রের মুখোমুখী বলে খাকল। মনে কোন আলোগান জাগল না। নিমজনান ভরীর মত জীবনের এক প্রবল

মাধ্যাকর্ষণে ক্রমণ গভীব সমুদ্রে ওবা মিলে যাচছে, মিশে যাচছে। এবং একসময় স্থামিত্র যথন চোথ তুলল চেবীকে দেখবাব জন্য, তথন চেবী অবাক হতে হতে দেখল, সেই চোথ, সেই বিষণ্ণ চঞ্চল চোথ কাঁচেব জানালায় প্রতিবিদ্ধ হয়ে ভাসছে। কত ইচ্ছাই না চেরীকে এ-নম্য় বিব্রত কবেছে, কিন্তু কোন ইচ্ছাব সফলতাকেই অমৃত্যয বলে মনে হল না, স্থাতবাং চেবী স্থামিত্রেব প্রিয়ম্থ দর্শনে শুধু বিহ্বল হতে থাকল।

বাত্তির বিষয় আ**লোতে চেবীকে সু**খী কবাব জন্য সুমিত্র বলল, তোমাকে যদি বাজা-বানীব গল্প বলি, তুমি খুশী হবে ? চেবী শুধু চেয়ে থাকল ক্যাল ক্যাল কৰে।

পবদিন ভোবে স্থমিত্র টুপাতিব কেবিনে ঢুকে বলল, তোমাব সময হবে ?

एवरी वनन, **आभात शर्य**, তোমাব शर्य कि ना वन ?

- -- আমাব আজ থেকে কোন ওয়াচ থাকবে না।
- --কেন ?
- —কাপ্তান সারেওকে বলে পাঠিয়েছে, আজ এবং কালকেব জন্য জন্য কাউকে দিয়ে ওয়াচ চালিয়ে দিতে। স্থমিত্র আজ বেশ আবাম কবে তুটে। পা নাংকেব উপব তুলে দিয়ে বসল, তাবপব ঠাকুবমাব মুখে শোনা চম্পা এবং আব তুই সখীব গল্প করে চেরীকে আনন্দ দিল। গল্পটা বলতে বেশী সময় নিল না স্থমিত্র। বারোটাব পব সাহেবদেব লাঞ্চ। চেবী খাবে তখন। স্থমিত্র এগাবোটা বাজতেই উঠে গেল।

বিকেলে বোট-ডেকে গল্প কবতে এসে দেখল চেবী বসে বসে সমূল দেখছে। সে ওব পালে দাঁডিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তাবপব কি ভেবে চলে যাবাব জন্য পা বাজাতেই ব্রীজে কাপ্তানেব গলা পেল।

- —স্থমিত্র, গুড আকটারহুন।
- --গুভ আফটারমুন, মাস্টাব !
- --কাল আমবা বন্দব পাব।
- —কখন স্থার ?
- --- मकाय ।

टिती এখনও চোখ जूनहा ना, अथना असन समरह ना।

কাপ্তান বলল, বেশ সমূত্র-যাত্রা আমাদের। কোন ঝড নেই, সমূত্র একেবারে শাস্ত।

- —মাস্টাব, আকাশ খুব পরিষ্কাব।
- দশটা রাতেই ডেকে জ্যোৎসা। মাদাম কি বলেন? চেবীকে উদ্দেশ্য করে কাপ্তান ব্রীজ থেকে কথা বলতে চাইল।

চেবী মুখ না তুলে এক ধবনেব সম্মতিস্থচক শব্দ কবল।

স্থমিত্র চলে যাচ্ছিল, চেবী ডেকে বলন, স্থমিত্র, কাল আমবা বন্দব পাব।

- ---আশা কবছি।
- —বন্দবে আমাব এক আত্মীয়া এবং এক বন্ধু আসবেন তুলে নিতে, তুমি তাদেব সঙ্গে পবিচয় কববে না ?
  - —নিশ্চয় কবব। কি বকম আগ্রীয়া হন তাবা /
- —একজন পিসিমা। অন্যজন পিসেমশাবেব দাদাব ছেলে। একটা মোটব কোম্পানীৰ পৰিচালক।
- —এই সব কথাব ভিতব কেবলই তোমাকে বিষপ্প দথাচ্ছে। বল তো **আ**ব-একটা গল্প শোনাই। খুব আনন্দ পাবে।
- —না, আব কপকথা নয়। এবাব জীলনেব কথা বল। আমি জাহাজ থেকে নেমে গেলে ভোমাব কট্ট হবে না ?
  - हरत, थूत कष्ठे हरत।
  - --তোমাকে অয়পা মন্দ কথা বলেছি।
  - -- এ-কথা এখন আব ভাল শোনাচ্ছে না।
  - —হযতো আব দেখাই হবে না কোন দিন। অথচ •
  - —দেখা হবে না কেন ? জাহাজে যথন কাজ কবছি, তথন নিশ্চযই দেখা হবে।
- স্থমিত্র, তুমি তো জিজ্ঞাসা কবলে না তোমাব জন্য আমাব কট হবে কি না ?
- —তে।মাবও হবে। স্থমিত্র পাশেই বসে পডল। বলল, বেশ স্থলব হাওয়া দিছে।

এই কথা শুনে চেবী ভীষণভাবে ভেঙ্গে পডছিল। অথচ স্থমিত্রকে দেখে মনে হল না, যে চেবীর বিদাযবেলাতে কোন ত্রংথবোধে পীডিত হবে। চেবী বলল, আমাব কেবিনে এস। বলৈ, সে ইটিতে থাকল।

- —একটু বোস না, এই সমুদ্রকে তোমাব ভাল লাগছে না ?
- -এখনই সন্ধ্যা হবে। চল, কেবিনে নীল আলো জেলে তোমার গল্প শুনব।
- —একটা অ**ত্**রোধ করলে বাখবে ?

- ---বল। যা বলবে আমি সব করব।
- —আমাকে ভায়োলীন বাজিয়ে শোনাবে?
- —শোনাব। কেবিনে চল।
- —কেবিনে নম্ব চেরী। এই বোট-ভেকে। খোলা আকাশের নীচে বসে।
- —তাই হবে।

এখন রাত নামছে সমুদ্রে। ফরোয়ার্ডপিকে পাহার। দিতে তুজন জাহাজী চলে গেল। ব্রীজে পায়চারী করছেন মেজ মালোম। ওরা লাইফ-বোটের আডালে বসে আকাশ দেখল, নক্ষত্র দেখল। পরস্পার গল্প করতে করতে এক সময় ঘনিষ্ঠ হল এবং পরস্পার হাতে হাত রেখে সমুদ্রের গর্জন শুনল যেন যথার্থ ই কোন রাজপুত্র কোটালপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে ছুটছে। চেবী এ সময় গর্ভিণী তিমির মত উদগ্র আবেগে ছটফট করতে থাকল।

চেরী ভাষোলীন বাঙ্গাতে বাঙ্গাতে বলল, কেমন লাগছে স্থমিত্র ?

শীতের নদীতে কাশফ্লের রেণু উভছে। প্রজাপতি উভছে যেন এবং খণ্ডরবাড়ি যাচ্ছে নতুন বৌ। কলের গান বাজছে নৌকার পাটাতনে। ছটো ফুটফুটে ছেলেমেয়ে সাদা ফ্রক গায়ে তথন চরের কাশবনে প্রজাপতি খুঁজে বেডাচ্ছে—টুপাতি চেরীর বেহালার বাজনা স্থমিত্রের মনে সে রাতে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করেছিল।

তারপর অধিক রাতে যথন পরস্পব বিদায় জানিয়েছিল কেবিনে—চেরী স্থমিত্রের চোথ হুটোতে চুমু থেল যে চোথছটো দীর্ঘকাল ধরে চেবীকে অনুসরণ করে ফিরছে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জাহাজীরা জমি দেখার চেষ্টা করল। আকাশের কিনারায় কোন দ্বীপ অথবা মাটির রেখা ভেসে উঠছে কি না দেখল। ওরা খবর পেয়েছে, জাহাজ বিকালে নোঙর কেলবে। এবং রাতে পাইলট-জাহাজ এসে বন্দরে জাহাজ টেনে নেবে। স্কুতরাং জাহাজীরা মন দিয়ে কাজ করল, ডেকে ক্ষায়, অথবা ড্যারিকে। কানেলে কেউ রঙ করল। চেরী একবার ডেকে বের ছয়ে সকল কিছু দেখে কেবিনে ঢুকে গেছে। এবং স্থমিত্র এই ভারেও বাংকে পড়ে ঘুমোছে। কাগুনি-বয় এল এ-সময়। কোকসালে চুকে ভাকতে থাকল স্থমিত্রকে।

স্থমিত্র একটা বড় রকমের হা**ই ভূলে বলল,** তারপর চাচা, ন**ভূন কিছু খবর** স্থাছে ?

## —কাপ্তান যে আবার ডেকে পাঠিয়েছে।

স্থমিত্র ত্রীব্দে গেলে কাপ্তান বলন, বিকালে পাইনট ধরবে জাহাজ। স্থতরাং তথন থেকে তৃমি আব চেবীব কেবিনে বাবে না। পাইলট-জাহাজে ওর আত্মীয়-স্কলন আসার কথা আছে।

- —কিছু স্থাব…।
- আমি সব বুঝি স্থমিত্র। মনে বেখো, তুমি জাহাজী। কত বন্দবে কত ঘটনা ঘটবে। তোমাকে যে একট্ট দুঢ় হতে হবে।

স্থমিত্র ব্রীজেব একপাশে দাডিয়েছিল—আকাশ তেমনি পবিদ্বার। জাহাজীরা সকলেই বন্দরেব জন্য উদগ্রীব। যত বন্দবেব দিকে এগোচ্ছে জাহাজ, তড জাহাজীবা উৎফুল্ল হচ্ছে। স্থমিত্রেব মনে একটা হুঃসহ কালো মেঘের অন্ধকাব নেমে আসতে থাকল। সে ধীবে ধীবে ব্রীজ থেকে নেমে এল। চেবীর কেবিন অতিক্রম কবার দময় ইচ্ছা করেই আজু আব পোর্টহোলে চোখ তুলল না সে ইাটতে হাটতে একসময় ক্লান্ত বোধ কবল নিজেকে। কোকসালে চুকে নিজের বাংকে চুপচাপ শুয়ে পডল।

বুড়ো কাপ্তান বয় এসে স্থমিত্রেব পাশে বসল।

- -কিছু খবৰ আছে চাচা ?
- —না। আমি বৃঝি কেবল তোমাব হৃঃসংবাদই বয়ে আনছি ?
- —তেমন কথা কি আমি বলছি?
- -- কি জানি বাপু, কেবল খবৰ আৰু খবৰ !
- —চেবী কি করছে চাচা ?
- —ছোট একটা বই সাবাদিন ধবে পডছে।
- —আমার কথা কিছু বলছিল ?
- -ना।

স্থমিত্র পাশ ক্লিরে গুল। কোন প্রশ্ন করাব ইচ্ছা নাই। কেবল পড়ে পড়ে ঘূমোতে ইচ্ছা হচ্ছে। বন্দবে জাহাজ নোঙৰ কবলে কোনো পাব্-এ ঢুকে মদ খাওয়ার শধ হচ্ছে।

বিকেলে স্থমিত্র উপরে উঠে গেল। আ্যাক্টার-পিকের রেলিঙে ভর করে দাঁড়াল। দূর সমূত্রে পাইলট-আহাজটা যেন উড়ে চলে আসছে। এ-সময় চেবীকে দেখার প্রত্যাশা করল স্থমিত্র। চেরী ওর আত্মীয়ের জন্য গ্যাঙওয়েতে অপেক্ষা করবে। অথচ চেরী নেই। চেরী এখনও কেবিনে পড়ে আছে। স্থমিত্র দেখল পাইলট-জাহাজ থেকে ওর আত্মীয়া—পিসি এবং সেই যুবক উঠে আসছে। হাতে বড বড হটে। গোলাপের কুঁচি। পাইলট সকলের শেষে উঠে এল। কাপ্তান ওদের সকলকে সঙ্গে করে অ্যালওয়েতে চুকে গেলেন। স্থমিত্র এই সব দেখে কোন হঃধবোধের জন্য একটা দীর্ঘধাসকে সঞ্চিত রাখল।

স্থমিত্র দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে কাপ্তান-বয় এবং মেসক্রম-মেটের সব কাজ য়ৢ৾টিয়ে য়ৢ৾টিয়ে দেখছিল। পাশাপাশি অন্যান্য জাহাজীরাও এসে ভীড করেছে। জাহাজীরা স্থমিত্রকে কোন প্রশ্ন করছে না। এই সব ঘটনা ওদের সকলকেই অল্পবিশুর ত্বংগ দিছে। তথন ওরা সকলেই দেখল চেরী এবং ওরা ত্তুলন, কাপ্তান, বড় মিস্ত্রী, পাইনট—ভেক ধবে হাঁটছে। স্থামিত্র তাডাতাড়ি জাহাজীদের ভিতর নিজেকে অনুভা করে ফেলল। সে চেরীকে স্পষ্ট দেখতে পাছে, চেরী সম্দ্র-যাত্রায় যেন ভয়ানক ত্বল। এখন ওব। পবস্পর বিদায়-সম্ভাষণ জানাছে। ওর। নেমে গেল। স্থমিত্র চেবীকে দেখতে পাছে ন। এখন। সে ফের নীচে নেমে বাংকে শুয়ে পডল।

চেরী চোখ তুলে এই জাহাজের ডেকে কিছু অন্নেষণ করতে গিয়ে গলায় এক হৃদেহ আবেগের কাল্লা অফুভব করল— কোথাও কোন অমৃতের চিহ্ন নেই। চোখছটো সক্ষল হতে হতে এশ ক্ষম আবেগে চেরী লেঙে পড়ল। এই ঘটনায় প্রিয়জনের। উদ্বিয়, ভ বল, শারীবিক কুশলে নেই চেরী; ভাবল, দীর্ঘ সমূদ্র-যাত্রার পর প্রিয়জন দর্শনে কোন পরিচিত আবেগের জন্ম হচ্ছে শরীরে। কাপ্তান নিজেও এই বিচ্ছেদটুকু লালন করতে পারলেন না। তিনি ইচ্ছা করে পাইলটেব সঙ্গে জাহাজ-সংক্রান্ত কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। কাপ্তান-বয় যথন বখলিশ নিয়ে উঠে আসছিল, চেবী সন্তর্পণে তাকে কাছে ডাকল। একটি চিরকুট দিল, গোলাপের কুঁড়িছটো দিল, অথচ কোন নির্দেশ দিল না! ভারপর চেরী পাইলট-জাহাজের পাটাভনে নেমে ইজিচেয়ারে শরীব এলিয়ে দিয়ে মুহামান। কিছুই এখন সে দেখতে পাচ্ছে না যেন, যেন এক বাজপুত্র ঘোডায় চড়ে ছুটে ছুটে সমূল অভিক্রম করছে এবং হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে আব পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে চেরীব দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে।

কাপ্তান-বয় কোকসালে ঢুকে বলল, এই নাও তোমার বকশিল। বংলে, গোলাপের কুঁডি এবং চির্কুটটি পালে রাগল।

স্মিত্র বলল, পাইলট-জাহাজটা কতদ্র গেছে?

—অনেক দূব।

স্থমিত্র এবাব চিবকুটটি পডল।

— যথন ক্রামি বুড়ো হব স্থুমিত্র, যথন নাতি-নাতনিদেব নিয়ে সমুদ্রের ধাবে বপকধাব গল্প কবব, তথন বলব ভাবতবর্গেব সেই রূপকথার বাজপুত্র সাত সমুদ্র তেবো নদী পাব হবে কাকাতিয়া দ্বীপেব বাজকন্যাকে খুঁজতে বেব 'হয়েছিল। বলব, ঘোডায় চড়ে নয়, বথে চড়ে নয়, জাহাজে চড়ে। বলব, কাকাতিয়া দ্বীপেব বাজকন্যাকে খুঁজে বেব করেছিল, ভালবেসেছিল, সোনাব কাঠি কপোব কাঠি নিয়ে হাত বদলেছিল, কিছু কপোব কাঠি ইচ্ছা কবেই শিয়বে বাথাব চেষ্টা কবেনি।

শেষে তাব কোন এক প্রিম্ন কবিব হুটে। লাইন লিখেছে,

—Better by far you should forget and smile Than that you should remember and be sad.

স্থমিত্র উপবে উঠে বেলিঙে ভব কবে দাঁডাল। দূবে পাইলট-সিপ অম্পষ্ট।
ক্রমশ তীবেব দিকে চলে যাছে। মনে মনে সেই লাইন হুটো আরুত্তি কবতে
গিয়ে বুঝল, পৃথিবী অমৃত্যয়। চেবী অমৃত্যয়। হুংখ এবং বেদনাব কিছুই নেই।
পিছনে এ সময় কাব হাতেব স্পর্শে সে ঘূবে দেখল কাপ্তান ওব পিঠে হাত
বেধেছেন। বলছেন, আমাব কেবিনে এস স্থমিত্র। আৰু আমি ভোমাকে
খুষ্টেব গল্প শোনাব।

অবনীভূবণ বিজন এবং স্থমিত্রের দীর্ঘদিন জাহাজে কেটে গেছে। অবনীভূবণ এবন প্রোচ়। বিজন স্থমিত্র উত্তরত্তিশের যুবক। ওবা সকবে সকরে ক্রমণঃ এক প্রাচীন নাবিকের গন্ধ মেখে বন্দব থেকে বন্দরে, এক সমূদ্র থেকে অন্ত সমূদ্রে এবং এক জাহাজ থেকে অন্ত জাহাজে যুরেছে। তারপর একই জ্বাহাজে ওরা তিনজন একদা দূর সমূদ্র যাত্রায় বেব হয়েছিল। সে রাতও তুষার মডের রাত ছিল। সে ঘটনার সাধী অবনীভূবণ ছিল, বিজন ছিল এবং স্থামত্ত ছিল। ওপু এ-ঘটনা অথবা কাহিনী একা এক অবনীভূযণের থাকছে না, বিজনেরও থাকছে না, এমন কি স্থমিত্রেরও নয়। এ-ঘটনা অথবা কাহিনী ওদের সকলেব এবং সকল মাস্কবেব।

কোকসালে সকলেই প্রায় ঘুমোচ্ছিল। কারণ দীর্ঘ সমূত্র্যাত্রার পর এই বন্ধরের আলো-ধর-বাতি সবই কেমন মূত্র্মান এবং তুরার ঝড হচ্ছে। স্মৃতরাং ভাহাজীরা বন্ধর দেখে খুশী হতে পারল না। ওরা ডেকে পারচারী করতে করতে বন্ধরের গল্প করল না। ওরা শীতে অবসন্ধ, ওরা কম্বল মৃতি দিয়ে দরজা বন্ধ করে শুরে থাকল।

বিজন গ্যাওওরের পথ ধরে ফিরছিল। গ্যাওওরেতে তুষার বডটা মুখোমুখি লাগছে। স্থতরাং সে ইটেতে ইটেতে চীক্ কুকের গ্যালীতে চলে এল। হাত পা সেঁকল এবং চা করে আবার সেই শীতের রাজ্যে চুকে জাহাজটাকে পাহারা দেবার সময় দেখল, দ্রে কোথাও কোন আলোর রেখা ফুটে উঠছে না। তুষার বড়ের জন্ত সব কেমন অন্ধকারমর। বসে বসে সে বড়ের শব্দ শুনল, সমূত্র দূরে গর্জন করছে। জাহাজটা নড়ছিল। যেন জাহাজটা হাসিল ছিঁছে এবার ছুটবে অথবা জাহাজের শরীরে এক রকমের শব্দ, যা বিজনকে ভীত সম্ভত্ত ক'রে তুলছে। মাস্টের আলোগুলি তুলছিল—সে দেখতে পেল। বন্দরের আলোগুলো অস্পাই, বরক্ষের কুচি ওদের অস্পাই করে রেখেছে। সে হাতের দন্তানাটা এবার জারও টেনে দিল।

নীচেও কোন লোক চলাচল করছে না। ক্রেনগুলো দৈন্তার মত এই জেটির সকলকে তুষার ঝডের ভিতর পাহারা দিছে। উইংসের আলো জনছে না। শুধু জাহাজটা নডছিল। এতদিনের এই সমুদ্র-ধাত্রা এবং প্রপেলারের শব্দ, এনজিন কমের শব্দ তাবপর সমুদ্রের চেউ—সকলই কেমন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সকলই কেমন রাভ তুপুরে মাঠের নির্জনতায় তুবে যাওয়ার মত। সে এবার ধীরে ধীরে উঠল। বসে থাকলেই শীত বেশী করছে। সে পায়চারী করতে লাগল। এবং ডেক পার হলে গ্যালী, পরে সব জাহাজীদের কোকসাল। বিজন এতদুর পর্যন্ত হেঁটে গেল না। সে পোর্টহালের কাঁচের ভিতর দিয়ে বড় মিন্ত্রীর কেবিন দেখল। ওর ঘরে নীল লাল মিশ্রিত এক ধরনের আলো। বড় মিন্ত্রী অবনীভূষণ এত রাতেও একটা বই পড়ছেন। অঙ্গীল সব বই এবং নশ্ন সব ছবি দেয়ালে দেয়ালে। বড় মিন্ত্রী জাহাজ নোঙর করলে ঘন ঘন রেলিঙে তর কবে দ্রে কিছু যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন। প্রত্যাশা যেন কিছুব। অন্ধকার জেটতে কিছু আবিদ্ধারের জন্ত পাগল। বিজন বলেছিল, স্থাব, বন্দরে কেউ নেই। খালি।

- —কেউ নেই ! কথাটা তিনি বিশ্বাস কবতে পাবছিলেন না।
- -- যথার্থ ই কেউ নেই স্থাব।

অবনীভূবণ চোখের চন্দা। খুলে রুমালে মৃছতে মৃছতে কথাটা অবিধাস করার ভঙ্গীতে দাঁড়িরে থাকলেন। ডেদীব আসার কথা অথচ ডেদী এল না। তিনি বিড বিড় করে ত্যার ঝডকে ধিকাব দিচ্ছিলেন! ডেদী এলে এই জাহাজ মনোরম ক্রেড় কাম্ক গন্ধ এই জাহাজেব অলি গলিতে, নোনা জলের ঘন রঙ অথবা সমন্ত বিশ্বাদ সম্ত্রের—ডেদী একা সামলাত। ডেদী এলে ওর ঘরে রাত যাপনের প্রশ্ন উঠত। অন্যান্য সফরেব মত বন্দরের দিনগুলো নির্দিষ্ট ঘরে স্থখ পেত। এত হংশমর এই জাহাজ, জাহাজী জীবন এমন ন্যক্কারজনক এবং বেশ্রা মেয়েরা পর্বস্ত ঘর থেকে বের হচ্ছে না, কি অনাবশ্যক দিন—শুধু ত্যার ঝড়, বরফের কুচ্ উড়ছে আর রাত ব'লে, আলো কম ব'লে সমন্ত শহরটা অভুত রহস্যমর ঠেকছে। দ্রে ইতন্তত কোন কুকুরের চীৎকার, গীর্জাতে ঘন্টা বাজছে এবং এন্থ লেন্দের গাড়ী যাচেছ, জেটিতে একটা মাতাল পুরুষকে পর্বস্ত দেখা গেল না। কি অবিশাস্য ভাবে নসিব বদলা নিতে স্কুক্ক করেছে। ডেসীর জন্য এই প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে বড় মিস্তি রেলিঙে ভর করে প্রতীক্ষা করিছিলেন। উত্তেজনায় দারীর অধীর ছিলল। কারণ উত্তর অঞ্চলের অন্য বন্দরে ডেসীর চিঠি ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল—চীক্ জাহাজ তোমার ভিড্বে রাতে। যত প্রতিক্রল অবস্থাই হোক না,

আমি উপস্থিত থাকব জেটিতে। তোমাকে নিয়ে খরে ক্ষিরব। চিঠিতে সে ওর বেডালের জন্য বড় মিশ্রীকে কড় মাছের চর্বি আনতে লিখেছিল।

বডমিস্ত্রী অশ্পীল পুস্তকের ভিতর থেকে ডেসীর তলপেটের গন্ধ নিচ্ছিলেন যেন। এবং এ সময়ে পোর্টহোলে প্রতিবিম্ব পডতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, কে ?

-- আমি স্থার, সুখানী। বিজ্ঞান বল্ল।

অবনীভূষণ শাস্ত গলায় বললেন, স্থানী আমাকে একটু চা ধাওয়াবে ভাই। রাত অনেক হল। ঘূম আসছে না। আর এই রাতে বয়দের আলাতন করতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

বিজ্ঞন ফের চীফ্ক্কের গ্যালীতে চুকে গেল। চা করল। ভারপর চীফ্ এনজিনিরারের দরজাতে দাঁডিয়ে ডাকল, আপনার চা এনেছি স্থার। দরজা খুলুন। বড মিস্ত্রী ভিতর থেকে বললেন, দরজা খোলাই আছে, ভিতরে এস।

বিজ্ঞন দরজার ভিতর চুকে দেখল, নীল কাঁচের গ্লাসে এখনও লীকার পড়ে আছে। সে টিপয়তে চা রাখল। তারপর বের হতে শুনল, তিনি ডাকলেন, সুখানী। সুখানী কাছে গেলে বললেন, কোথাও কেউ নেই ?

- —না স্থার।
- —কোন **ঘরে কেউ আসেনি** গ
- —না স্থার।
- -- যথাৰ্থ কথা বলছ ?
- —হাা স্থার। কোন কেবিনে কেউ আসে নি ?
- **—কাথানের ধর** ?
- —বর ফাঁকা স্থার :
- —ঠিক আছে, যাও। বড় সাব অবনীভ্ষণ বসে বসে চা খেলেন। রাড এখন কত ? কাঁচের ঘরে ঘডির কাঁটা নড়তে দেখলেন। রাড বারটা বেজে গেছে। সমূদ্রে এবার এক নাগাড়ে কডদিন ? দশমাসের উপর হবে। হোম খেকে কবে বের হরেছেন—কতকাল আগের বেন সেই সব দিন, সেই সব বন্দর এবং স্ত্রীর কালো হুটো চোখ এখন পোর্টহোলের কাঁচে দৃশ্রমান। শরীরে তার খোবন নিংশেষ অখচ প্রেমটুক্ আলোক-উজ্জ্বল দিনের মত। সবই তিনি শ্বরণ করতে পার্ছেন অখচ ডেসী এল না—ডেক ছাদে কার পারের শব্দ। তিনি এবার কম্বল টেনে ড্রেল পড়লেন। কারণ বাইরে তখনও তুষার ঝড় হচ্ছে।

বিজ্ঞন ভূষার ঝড়ের জন্য চীক্ ছুরাডে'র কেবিন এবং অ্যালওয়ের কাঁকটাতে চুকে গাঁড়িরে পাকল। এই কাঁকটুকু থেকে গ্যাঙওয়ে স্পষ্ট। ওর শরীরে এখন ঠাগু হাওয়া লাগছেনা। জাহাজ কতদিন পর বন্দর পেল অথচ চুর্বোগের জন্য জাহাজীর কিনারায় নামতে পারছে না। কাল সকালে এবং অপরাহ্ন বেলায় যখন জাহাজীরা একে একে জাহাজ খালি করে বন্দরে রমণী সন্দর্শনের জন্য নেমে যাবে, যখন ওরা কিংস পার্কে অথবা সাস্তাক্লজেব চুডায় উঠে শহর দেখবে তখন… তখন বিজ্ঞনের বড় ইচ্ছা এই ঠাগুয় কোন যুবতীর উত্তাপ, কাপ্তানেব ইচ্ছা কিছু উত্তাপ—তখন বিজন পাশেব কেবিনে বড় পরিচিত শব্দ শুনল। শব্দটা মধুর। শব্দটা ভীষণ উত্তেজনাময়—সে স্থির থাকতে পারছেনা। সে ধীবে ধীরে দরজায় কান পেতে শুনতে চাইল—কিছুই শোন। যাচ্ছেনা, অস্পষ্ট। সে এ সময় অধীর যুবকের মত দেখালে হাত রাখল।

বিজ্ঞন এই ফ'াকটুকুতে দাঁডিয়ে শান্তি পাচ্ছেনা। পোর্টহোলের কাঁচে মুখ রাখা ষাচ্ছে না। লোহার প্লেটে বন্ধ কাঁচ সর্বত্ত এক গোপনীয়তা রক্ষা কবছে। সে এই কেবিনের একটা রন্ত্রপথ খোঁজার জন্য খুব সন্তর্পণে দেয়াল হাততে বেডাতে লাগল। দরজার পাল্লা ধীরে ধীরে একটু ফাঁক করতে গিয়ে বুঝল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতরে এবং বাইরে আলো ব'লে বিজ্ঞন বুঝতে পারছে না, বিজ্ঞন এবার বাইরের আলো নিভিয়ে এক ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করতেই দেখল পোর্টহোলের উপরে যেখানে ক্ষীম পাইপ আছে তার পাশে গোলাকার ছিদ্রপথ। সে তাড়াতাড়ি টুলটা গ্যাঙওয়ে থেকে নিয়ে এসে মই বেষে ওঠার মত উপরে উঠল। মুখটা কিঞ্চিৎ ভিতরে ঢুকিয়ে দেখল ওরা হুজনই পাশাপাশি শুয়ে আছে। ওবা উভয়ে রাতের প্রথম প্রহরে বোধহয় যৌন यञ्जनाय মুখর ছিল। এখন শাস্ত। এখন ঘর এবং ষরণীর মত ওদের মুখচ্ছবি। কোন অপরাধবোধের চিহ্ন নেই মুখে। যেন কত দীর্ঘদিনের আলাপ, যেন কত দীর্ঘদিনের প্রেম এবং সহিষ্ণুতা ভয়কে গভীর শান্তিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিজ্ञন, কম্বলের নীচে ওদের শরীর নশ্ন এমন এক ছবির কথা চিস্তা করে টুল থেকে নেমে পডল। ওর ওয়াচ শেষ হবে এখন। স্থভরাং এই নয়তা দর্শনে তৃপ্তি নেই, এতে তথু উত্তেশনা বাড়ে। মেয়েটির কক চলে স্থমিত্রের মোটা শব্ধ হাত। অন্য হাতটি কম্বলের নীচে নড়ছিল ... কম্বলের নীচে মেরেটির তলপেটের কাছাকাছি কোণাও ইত্রের মত ছুটে ছুটে বেড়াচেছ कावना त्यन मंत्रीतात ज्ञान कुमन विखात कथा जुला जाताताज ह्यान जः स्थात सर्थ খাকলে সকল পুশের আকর ...বিজন আর ভাবতে পারল মা, সে ভাড়াভাডি টুলটা

হাতে নিয়ে কেবিনের পাশ থেকে সরে গিয়ে কিঞ্চিং ছুট দিল। সে ছুটতে ছুটতে বড় মিস্ত্রীর কেবিনের পাশে এসে দাঁড়াল এবং বলতে চাইল, স্যার আমি অমমি যথার্থ কথা বলিনি।

এখন বড মিন্ত্রা দরজা খুললে বলতে হবে ষ্টুয়ার্ডের ঘরে চটুল রমণী ষ্টুয়ার্ডকে পতিব্রতা ভাষার মত প্রেম এবং স্থুখ বিতরণ করছে। স্বতরাং কাল ভোরে আপনার দরজার পাশ দিয়ে একজন চটুল রমণী উচু হিলের জুতা পরে এবং নিতম্বে রস সঞ্চার করতে করতে জেটিতে নেমে যাবে তারপর আমি অভিযোগের করণ বিযোদগারে জর্জরিত হব—সে ঠিক নয় স্যার। স্বতবাং সকল ঘটনার কথা খুলে বলাই ভাল।

সে ডাকল, সাব।

- —কে বাইরে ? কম্বলের ভিতর থেকেই বড মিন্দ্রী চোথ পিট পিট করে ভাকাতে থাকলেন।
  - व्यामि गात्र, व्यथानी।
  - --- ঘরে এস। শরীরটা বড খারাপ বোধ হচ্ছে।

বিজ্ঞন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল এবং বলল, স্যার আমি যথার্থ কথা বলিনি।

- যথার্থ কথা বলনি ! তবে আন্তে বল। দরজাটা ভেজ্পিরে দাও। বড় ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বাইরের তুষার ঝডটা মন্ট্রিলের দিকে যাচ্ছে না ত, অথবা ভ্যান্ক্বার থেকে জ্বাহাজ্ব আসার কথা ছিল—ওরা কিছু মেয়ে আমদানী করতে পারে হয়ত।
- —না স্যার। সে সব কথা আমি বলছি না। আমাদের জাহাজে এই ঝড়ের মধ্যেও একজন মেরে উঠে গেছে। মেরেটা চীক্ ষ্ট্ররার্ডের কেবিনে আছে।

এমত কথায় বড় মিক্সী অবনীভূষণের চোথ গোল গোল হয়ে উঠল। ওঁর বাসি দাড়িগুলি লম্ব। হয়ে গেল যেন। তিনি বললেন, এই ঝড়ের রাতে !

- —ভাত্তে সার।
- -- ভान कथा नव ।
- ---নম স্যার।
- —তুমি দেখলে ?
- —আব্রে দেখনাম স্যার। টুলের উপর উঠে উকি দিরে দেখতে হল ঘুলঘুনিতে।
  - -- ওরা কি করছে ? অবনীভূবণ ঢোক গেলার মত মুধ করে থাকলেন।

বিজনকৈ কিঞ্চিৎ লক্ষিত দেখাছে। সে দবজার পাশে দাঁ, উল্লেখনল, আমি যাই স্যার।

- —তুমিতো খুব স্বাৰ্থপৰ লোক হে। আম একটু দেখতে যাব ভাবছি আব তুমি কিনা বলছ আমাকে একা ফেলে চলে যাবে।
  - —আমাৰ ওয়াচ শেৰ হতে দেবী নেই স্যাৰ।
- —আরে চল। বলে তিনি কম্বল ছেড়ে উঠে পছলেন। ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে বললেন, দেখা যাক না ঘটনাটা কেমন ভাবে ঘটছে। ব্যলে স্থানী, ডেসী নামে একটি মেয়ে এনাব কোবনে আসাব কথা ছিল। সে-জন্ত আমার ঘুম আসছে না। আব ডেসী মেয়েব মড মেয়ে বটে। ডেসী বেখা মেয়েদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। সে এ ব্যাপাবে আন্তর্জাতিক প্রস্কার পেতে পারে। এক এক বাডে পাচটা সাডটা লোককে সে হজম কবতে পাবে।
- —তাই বুঝি স্যাব। সুখানীকে ভয়ানকভাবে এ সময় বোকা বোকা লাগছিল।
  - -একে দেখে কেমন মনে হল ১
- —স্যার ওরা এখন শুযে আছে। তবে ঘুমোর নি। ঘুমোলে, বম্বলের নীচে স্যার ইত্র নাচত না।

বাত গভীব এবং ঝডের গতি বাডছে। আলিওয়েব দবজা বন্ধ। ঝডটা ভিতবে চুকতে পারছে না। অথচ বাইবে ভযঙ্কব শব্দে যেন আকাশ কেটে পডছে। যেন জাহাজের মান্তল এবাব ভেকে পডবে। ওবা চুজনে সন্তর্পণে এন্জিন কমের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল, উভয়ে হেঁটে যেতে থাকল। পাশেব কেবিনগুলোর দরজা বন্ধ। অবনীভূষণ খুব মদ টেনেছিল বলে গতিতে শ্লখ ভাব। অথবা বন্ধসের ভারে ঠিক মভ যেন হেঁটে যেতে পাবছেন না। চীক্ বালকেড্ ধরে ধরে হাঁটছিলেন। শরীরের ওজন ভয়ানক, হাত পা শক্ত এবং নিবিড এক মদিবত। ওঁকে এই গতির ভিতর আছের করে বাখতে চাইছে।

বড় মিল্লী চলতে চলতে খুব আন্তে এবং জড়ানো গলায় বললেন, আমার শরীরটা কিঞ্চিৎ মোটা হয়ে গেছে। এতবাব এন্জিন ক্লমে নামা-ওঠা কবি তবু পেটটা নীচু হচ্ছে না। আপদ।

- --- হাঁ। ভার, আপদ।
- —পেট মোটা থাকলে এইসব ঘটনার আনন্দ পাওরা বার না। তৃপ্তি নেই। বিজন ভাবল, লোকটা মদ খেয়েছে বলে এত কথা বলছে। কারণ স্থানী

ভারতী বিজয় বৈলাতে বড় মিগ্রী অবনীভ্ষণ গুমডো মুখো। কোন কথা নেই— তিনি চুপচাপ এন্জিনে নেমে যান অথবা বাংকে গুয়ে গুয়ে অল্পীল সব বই পড়েন। অথবা ব্রীজের নীচে ছোট একটা ডেক চেয়াবে বসে পাইপ টানতে টানতে দ্বের বন্দব, পাইন গাছ এবং সমুদ্র দেখেন। কোন কথা বলেন না, কোন হাসি-ঠাট্টা কবেন না জাহাজীদের সঙ্গে। তথন তিনি যথার্থ ই বড় মিগ্রী জাহাজের।

বিজ্পন একটু থেমে বলল, স্থাব টুলটা নিয়ে আসি। টুলটা না নিলে ঘুল-ঘুলিতে মুখ বাখা যাবে না।

কেবিনেব আলো এবং একটি ক্যালেণ্ডাবেব পাতায় স্থানর এক ব্রাদেব দৃষ্ঠা অথবা আলিণ্ডারে পাব হয়ে অন্য অফিসাবদেব কেবিন টোব রুম এবং ডাইনিং হল অতিক্রম করেন্ট্রেকীক্ ছুমার্ডের ঘব—বাংকে বেছা বমণীব স্থানর চোখ, সবই কোতৃহলোদীশক। যে আগে আগে আগে চলতে থাকল। কোন কথা বলল না। অন্য কেবিনে যারা ঘুনিয়ে আছে তাদেব ঘুমেব ব্যাঘাত ঘটাল না।

বিজন ফিস ফিস কবে বলল, আমি এসে গেছি।

সে টুলটা বালকেডেব পাশে সম্ভর্পণে রাখল। বলল, এবাবে উঠুন স্থার। সে আকুল দিয়ে ঘুলঘূলি নির্দেশ কবে দিল।

—আমাকে উঠতে সাহায্য কব। বড মিপ্ত্রী অবনীভূষণের শরীর ভরানক রকমেব মাতাল। তিনি কুকুবের মত উত্তেজনাতে হাঁসফাঁস করছেন।

বিজ্ঞন অ্যালগুরেব আলোটা নিভিয়ে দিল। বাইবে ঝড এবং ঝডের গতি ৰাডছে। স্টুতবাং ওদের কথাবার্তার শব্দ ঝডো হাওয়াব সঙ্গে মিশে মাছে। বড় মিশ্রী ক্ষস করে লাইটার জালিযে একটা চুক্রট ধরালেন। ওদের মুখ এখন বীভংস রক্ম দেখাছে।

বিজন বলল, স্যার এক কাজ করবেন ?

- —এখন কোন কাজের কথা নয়, স্থখানী তুমি বড বেশী কথা বল।
- -- विका का क्यांव किन ना प्यक्त मत्न मान किन।
- —দেখো স্থানী আমাব ভাড়া করা স্থ্রী যদি কাল জাহাজে আদে, তুমি জাবার এ সব ঘটনার কথা বলে দিও না। মেয়েটি খুব স্থানর। বছর পাঁচেক আগে নাইট ক্লাবে ওর সলে পরিচয় ঘটে। ব্যালে স্থানী, তুমি তোমদ খাওনা অধচ মেয়েমাস্থ্যের শরীর পেলে পেটুকের মত কথাবার্তা বল।

বিজন বলল, স্যার আপনি আমার ওপরওয়ালার ওপরওয়ালা। জ্ঞাপনার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে ভর হয়। —স্থানী, আবার তোমার সেই বেশী কথা।

স্থতবাং ভয়ে ভয়ে বিন্ধন টুলটা ধরে বাখল। অ্যালওয়ে অন্ধকাব বলে ওরা পরস্পাবকে দেখতে পাচ্ছে না।

—আমাকে ঢুলে উঠতে সাহাষ্য কব। কের ধমক দিলেন বড় মিন্ত্রী।

চীক্ টুলেব উপর উঠে সেই ঘুলগুলিতে চোথ বাখতে গিয়ে ব্ঝতে পারলেন ষে তিনি এই হান্ধা টুলে বেশীক্ষণ দাঁডাতে পারবেন না। শরীব টলছিল। তিনি একটি শক্ত টুল অথেবণ কবলেন। তিনি বিবক্ত হয়ে বসলেন, শক্ত টুল নেই সুধানী ?

- —আছে স্যাব। ক্সপের ঘরে একটা শক্ত টুল আছে। ক্সপক্তে ডেকে তুলব ?
- —না দরকার নেই। বেশী হৈ চৈ ক'র না, সকলে কুকুরের ইউ এখানে এসে ভিড় করবে। এবং কাপ্তান জানলে রাগ করবেন।

বড মিন্ত্রী এবাব টুল থেকে নেমে পড়লেন। ফিস কিস করে করে বললেন, বরং তুমি দেখো ওবা কি কবছে। যা দেখবে, সব বলবে। কিছু লুকোলে আমি ধরতে পারব।

বিজ্ঞন টুলেব উপর উঠে ঘূলঘূলিতে চোধ রাধল। গরম হাওয়া ভিতর থেকে বের হবে আসছে। টুয়ার্ড এবং মেয়েট সন্তর্পণে এখন কি যেন লক্ষ্য করছে। ধরগোসের মত ভীত চোধ নিমে কি যেন দেখছে। ওরা ভাঙাতাডি উঠে বসল। ওদের শরীরে কোন আবরণ নেই। ওবা পবস্পব কি বলছে ধরতে পারছে না বিজ্ঞন।

বিজনকে কিছু বলতে না দেখে বড মিস্ত্রী ক্ষেপে গেলেন।—সুখানী তুমি নেমকহারাম, পাজি। তিনি দাতে দাত চেপে বলছেন।—তুমি নিজে সব দেখছ অধাচ আমাকে কিছু বলছ না।

- -- ग्रात्र ७ त्रा ० थन छेर्छ वमन ।
- —ভারপর ত্থানী।
- ভরা বোধহয় টের:পৈয়েছে।
- —সেরেটি দেখতে কেমন স্থানী ?
- --রোগা স্যার। মেরেটি এখন আবার কম্বল টেনে গুরে পড়ল।

চীক ট্রুয়ার্ড তথন ভিতরে মেয়েটিকে উদ্দেশ্ত কবে বলছিল, মার্লিন, কারা বেন বাইরে কথা বলছে ? যদি টের পায় তবে নিশ্চয়ই হামলা করবে।

মর্জিন উঠতে ভাইল না। বলল, শরীরে ভরানক কট। বাইরে বড় নতুবা চলে বেডাম, স্থমিত্র। শ্বমিত্র খুব তুঃথেব সঙ্গে একটা হাত ওর স্তনেব নীচে রাণল এবং কাছে টানল। বলল, অ্যালওবেতে এখনও যেন কারা চলাফেরা করছে। কথা বলছে। অনেকক্ষণ থেকে এটা হচ্ছে। দরজা খুলে দেখব ?

- —এই স্থানী, হারামঞ্জালা। তুমি আমাকে বাগে পেয়ে খুব কলা দেখাছে হে।
  - —স্যার ওরা কিছু করছে না।
  - —নিশ্চর কবছে। তুমি আমার মিথ্যা কথা বলছ।

ভেতবে মেয়েট বলল, না আমার শবীর ভাল নেই স্থমিত্র। ঠাণ্ডায় জ্ঞমে গেছিলাম। ক্রী ঘব আমাকে উত্তাপ দিছে । আমি আজ আর একটি লোককেও সামলাতে পারব না। সে অন্য পাশ ফিবে ঘুমোবার চেন্তা করল। চীফ্ ছুয়ার্ড স্থমিত্র হাঁটু ভাঁজ কবে বাখল মেয়েটাব এবং নিতম্বেব নীচে হাত রেখে ঘন হয়ে ওতে চাইল। অথচ শান্তি পাছিল না যেন। সে ফের উঠে বসল। পোর্টহোল খুলে সমুদ্রেব গর্জন শুনতে চাইল। ওর শরীর নয় । ঠাণ্ডা হাওয়া ওকে কাঁপিয়ে ভ্লছে। ছুয়ার্ড ভাডাভাডি রাতের পোষাক পরে বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে শুনল, বাইরে চেঁচামেচি স্থভরাং সে একটা হাই ভোলার চেন্টা করল।

- -- স্যার আমি মিখ্যা বলছি না।
- তুমি আলবং বলছ। খুব আন্তে অথচ ক্ষ্ম গলায় বললেন বভ মিঞ্জী। বিজ্ঞান মনীয়া হয়ে বলল, বলেছি ত বেশ কবেছি।
- বশ কবেছ। তুমি বেশ করেছ, আচ্ছা এইটুকু বলে বড়মিস্ত্রী কড়া নাড়লেন, ষ্টুয়ার্ড দরজা খোল। আমি বড় মিস্ত্রী। কিন্তু ভিতর থেকে কোন শব্দ হল না বলে তিনি কেব বললেন—আমি। ষ্টুয়ার্ড আমি কোন হামলা করব না। তুমি বললে আমি তিন সত্য করতে পাবি।

তুষার ঝড় সকলকেই নি:সঙ্গ কবে বেখেছে। দীর্ঘদিনের সম্প্র-যাত্রা অভিক্রম করার পর এই বন্দর, বন্দবে আলো অথবা কোন রাস্তার নীচে বেশ্রা রমণীর আপ্যায়ন ওদের জন্য প্রতীক্ষা করল না। বড় সাহেবের ডেসী আসে নি, তুখানী বাইরে গিরে একটু মদ গিলতে পারে নি অথবা রমণীর মুখ দর্শন যেন কভকাল পর, কত দীর্ঘ সময় ধরে ওদের নোনাজলের চিহ্ন মুখে—রমণীর নরম নরম তুখ এবং চাপ চাপ আস্বাদন সবই কোন অভীতের গর্ডে নিমজ্জিত।

এইদিকের কেবিনগুলি কাঁকা। ষ্ট্রয়াডের একমাত্র কেবিন, পরে ভাইনিং হল, সামনে ছোট বর অতিথিদের আপাায়নের জন্য, ভেকের নীচে মাংসের ধর তারুপর নোজা সব কাঁকা কেবিন, কারণ এই শীতের অঞ্চলে কোন যান্ত্রী আসে নি। বারোটি যান্ত্রী কেবিনে অভরাং কোন শান্তবের শক্ষ পাওরা যাচ্ছে না। ইরাছ এ পব জেনেই মেরেটিকে অন্ধকার জেটির উপর থেকে তুলে সিঁভি ধরে জালালে নিক্তে এসেছিল—কাবণ সে জেটি থেকে তথন দেখেছে গ্যাঙভরেতে কোরাটার মার্কার নেই, অভবাং এটাই উপযুক্ত সময়। সে সময়েব সদ্ব্যবহার করেও কোন কল লাভ করতে পারল না, এভ সভর্কভা ভবু সব কেমন কাঁস হয়ে গেল! চীৎকার এবং হামলা আবও বেশী হতে পাবে ভেবে সে দবজা খুলে দিল। ভয়ানক শীত এই আালওবেব অন্ধকাবে। কেবিনেব আলোতে সে বছ মিন্ত্রীব পাথবের মত চোখ তুটে। দেখল। এইসময় চীফ্ ইুয়াড কৈ অভুত বক্ষেব ভোতলামিতে প্রারহির বসল।

বড মিল্পী কেবিনেব ভিতব চুকে গেলেন। বললেন, আমি তিন সত্য করছি টুবার্ড, আমি কোন হামলা কবব না। আমাকে একটু স্থপ দাও। আমি তবেই চলে বাব। কেমন বেহায়া এবং নিলৰ্জ্জ ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেন বড মিল্পী। তিনি ধমকেব স্থবে বিজনকে ডাকলেন, এস। নচ্ছাব সব জাহাজী। এটা তোমাব বাডী নয় স্থানী। এখানে মা বাবা ঘূলঘূলি দিয়ে দেখতে আসবে না, এস।

সুধানী ভালছেলের মত বড মিস্ত্রীকে অনুসরণ করল। সে কেবিনের ভিতর চুকল না। সে দবজাব একটা পাল্লা ধবে উকি দিল মাত্র। ছুয়ার্ভ সর কিছুদেখছে। ভরে ওব তোভলামি পযস্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বড মিস্ত্রীর চোখ তুটো চক চক করছে এবং হননের ইচ্ছাতে একাগ্র। জ্বানোয়াবের মত উদগ্র লালসা মুখে, অবয়বে। সে দেখল, বড মিস্ত্রী চেয়ার টেনে বসেছেন, দেয়ালে বিচিত্র সব নয় ছবি এবং এই বাংকের অন্যপালে মর্লিন—ওর কোমল স্বকের গন্ধ অথবা মুর্গীর মন্ত নরম কলজের উত্তাপ বড মিস্ত্রীকে এতটুকু অন্যমনস্ক করছে না। সে বরের ভিতর নমন্ত্রিভ অভিথিব মত বসে থাকল।

মর্লিন কমলেব ভিতর থেকে উকি দিল। ওর সোনালী চুল বালিশের উপর, ওর নীল চোথ শাস্ত। বড় মিন্ত্রীর বিদ্পৃটে শরীর ক্রমণ পাশবিকতার আছের হছে। মর্লিন কমলের ভিতরে এ সব দেখে ভরে শুটরে বাছে। সে অন্য একটি মুখ দেখল দরজার পাশে। সে মনে মনে বড় মিন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাইল, ম্যান আমি জানি তোমাকে নিরে কোন কোন ভলীতে ক্রীড়াচাতুর্ব প্রদর্শন করলে তুদ্দি হ্বার, তিনবার অত্যধিক চারবার ..কিন্তু শরীর ভাল নেই, বড় কট্ট এই শ্রীরে দীতে শ্রীর মুখ বিবর্ণ এবং ভিতরে ভয়ানক ব্রুণায় ভূগছি। ছুদ্দি

ুকুলিকের মত রেহাই দাও। এই ফুর্বোগ বাক, বসস্ত আস্থক—তথন তোমার কড টাকা আমার কত স্থধ বিভ্যমান, দেখাব। অধচ মলিনি কিছু বলতে পারছে না। ভবে ওর শরীর কেবল গুটিয়ে আসতে থাকল।

স্থানী দেখল, বড মিস্ত্রী কেমন পাগলের মত করছেন। পোষাক আদ্ধা করার সময় তিনি দবজা খোলা কি বন্ধ পর্যস্ত দেখছেন না। স্থতরাং স্থানী নিজেই দরজাটা টেনে দিল।

বড় মিন্ত্রী হুটো শক্ত হাত ওর সোনালী চুলেব ভিতব ঠেসে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লেন। তিনি মর্লিনের চুলের ভিতর মৃথ ভূঁজে দিলেন। মর্লিন মৃতপ্রায় পড়েছিল। শ্লেড় মিন্ত্রী কম্বলটা শরীর থেকে বা হাতে ঠেলে দিলেন। ঠোঁট হুটো নীল, বিবর্ণ। ঠোঁট হুটো কামডে দেবার সময় দেখলেন, মর্লিন কেমন সাপের মৃত্ত পিছলে যাছে। অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলছে, ম্যান আমাকে মেরে কেল নাঃ। আমি আর পারছি না।

মর্লিনের ম্থ থেকে তথন থুথু উঠছিল। বাইরে ঝড, মাস্টের আলোগুলো ফুলছে। মেসরুমে বাতি জলছিল। মনস্থর আসবে এ সময়। ওর এখন ওয়াচ। মনস্থরকে ডাকতে হবে। যতক্ষণ নাডাকবে ততক্ষণ মনস্থর ভয়ে থাকবে। স্থানী বিরক্ত হচ্ছে। বড় বেশী সময় নিচ্ছে বড় মিস্ত্রী। স্থানী দরুলা ঠেলে উকি দিতেই দেখল বড় মিস্ত্রী বড় বেশী বেছঁস। সে ভিতরে চুকে পড়ল। মর্লিনের শরীর থেকে স্থানী বড় মিস্ত্রীকে শক্ত হাতে ঠেলে কেলে দিল। ডারপর টানতে টানতে দরজার বাইরে এসে বলল, আপনি দাড়ান। বেশী ইতরামি করলে ভাল হবে না। ব'লে, সে দরজাটা বদ্ধ করে দিল।

বড় মিল্লী অবনীভূষণ অসহায় পুরুষের মত ছুবাড কৈ উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখলে কাণ্ডটা, কাল আমি ওকে দেখব।

ষ্টুক্নাড বিশল, বড তুর্বল স্যার। শীতে কট্ট পাচ্ছিল। আমি জাহাজে তুলে এনেছি। টাকা ত মূকতে দেওয়া বার না। তাই ররে সরে একটু <sup>ক</sup> সুখ নিচ্ছিলাম।

ওরা ছব্দনই চুপচাপ বাদকেডে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

ইুয়াড অত্যন্ত বিচলিতভাবে কথা বলতে শাকল, স্যার এটা অত্যাচার হচ্ছে

ওর উপর। একটা করা মেয়েকে দীর্ঘসময় ধরে কট দেওয়া উচিত নয়।

—তার জন্য আমি কি করতে পারি। ব'লে, ডিমি অ্যাণওরেতে পার্ক্ষারী ক্ষেতে থাকলেন। অন্ধকার অ্যালওরেতে গ্রোর কিছুই দেখা খালিক না। সৌই থেকে থেকে আগের যত সম্প্রগর্জন তেসে আসছে। তুবার বড়ের 'সাঁডি ক্ষছে কি বাড়ছে অন্ধ্রুবার পথে দাঁড়িয়ে বড় মিস্ত্রী টের করতে পারশেন না'। তিনি দরকার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিরক্ত গলার বললেন, স্থানী বড় দেরী করছে। ইুয়াডের দিকে এখন নক্ষর বড় মিস্ত্রীর। ইুয়াড এখনও কিছু বলছে না।

- —তোমার নিশ্চয়ই যেতে ইচ্ছা করছে ভিতরে ?
- -- স্যাব আপনার কথার উপর আমার কথা বলা সাজে না।

বড় মিন্ত্রী ভাবলেন, এবার কড়া নাডবেন দরজার। কিন্তু সেই মুহুর্তে দরজা খুলে গেল। বিজনকে খুব বিব্রত দেখাছে। চোথ মুখ উদ্বিশ্ন। বলল, স্যার খরে মদ আছে? মেয়েটা কেমন করছে স্যাব! বড় নিক্ষাল, একটু মদ দিলে হত।

স্মিত্র বলল, স্যার আমি আগেই বলেছি এত ধকল সে সহু করতে পারবে মা।
বড় মিন্দ্রী চীংকার করে বলতে চাইলেন, তুমি একটা অমামুষ, সুধানী।
অবচ বলতে পারলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তুমি একটা পশু, তুমি
পুশু সুধানী।

- —স্যার বিশ্বাস করুন, আমি কিছু করি নি।
- -किছू क्य नि !
- —না স্যার, শুধু আদর করছিলাম। কিন্তু কেবল দেখছি মুখ থেকে ওর পুখু উঠছে সাদা সাদা কেনার মত। আমি বার বার আলোতে মুখ দেখলাম। জল দিলাম থেতে। খেল। কের ওয়কম হতেই দরজা খুলে দিরেছি। আপনারা শোক্ষন।

ইুষাড কথা বলতে পারছিল না। বড় মিন্ত্রী বিষ্চ। নেশার রঙ মুছে থাকে এবং তিনি এই সময় সারিবদ্ধ উট দেখলেন, ওরা মক্তৃমির উপর দিয়ে চলে বাচ্ছে। সারিবদ্ধ উটের দলটা একটা নগ্ন মাক্ষ্যকে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে টেনে নিম্নে বাচ্ছে। সার্ক্ষ্যকটার হাত পা বাধা। তিনি প্রায় চীংকার দেবার ভলীতে বললেন, ওদিকের দরজা বদ্ধ করে দাও। আলো নেভাও বাইরের। ক্টোর থেকে মদ নিম্নে এস।

ধরা ভিতরে চুকে বাংকের পাশে দাঁড়াল। সর্ক গাউনটা পাশ থেকে তুলে ইনিনের কোমর পর্বত টেনে দেওরা হল। অ্থানী পারের দিকটার দাঁড়িরে আছে। ইনিনের বড় বড় চোথ ছটো ছির ৮ বিবর্ণ। হাত ছটো বুকের উপর। মুক্তির ক্রিন্তিকে বড় বজি গালে গেছে। সালা এবং অকৃত এক অবরবের মুখ বা দৈবলৈ ভর্ম ভাঁতি ক্রমণ মামুষকে গ্রাস করে।

বড মিস্ত্রী বললেন, মর্লিন মরে যাচ্ছে স্থানী।

ছুরাড বলল, যথার্থ ই মবে যাচ্ছে মর্লিন ?

বড মিস্ত্রী পুনরাবৃত্তি করলেন, মর্লিন মরে যাচ্ছে স্থানী।
সুখানী বলল, কোনো ডাক্তার .. ?

—ও বাঁচবেনা। ভাক্তাব ভাকলে সকলে ধবা পড়ে যাব।
ক্টিয়ার্ভ অত্যন্ত হুঃথেব সঙ্গে জানাল, স্যাব আমবা ওকে মেরে কেললাম।

বড মিল্পী ধমক দিলেন, আন্তে কথা বল। এত বেশী বিহবল হবে না। পোর্টহোল খুলে, দেখ ঝডেব গতি কি বকম ? এবং বড মিল্পী এই নিশ্চিত মৃত্যু জেনে বেন বলতে চাইলেন, এতটুকু পাশবিকতা যে সহা কবতে পাবেনা তাব মরাই উচিত।

স্থানী পোর্টহোলের কাঁচ সম্বর্গণে খুলে মুখ গলাবাব চেষ্টা করল। বাইরে বাড। এবং জলের উপব অন্ধকার। দূবে সমৃদ্রের উপব বিহাৎ চমকাচ্ছে। একটা জাহাজ দেখল সে বাইবে। জাহাজটা লকগেট দিরে বন্দরে চুকছে। সে সমৃদ্রের বুকে পাহাডটা দেখল, আলো, ঘব বাডি দেখল। জাহাজটা এখন এখানেই নোঙ্কর কেলবে। সে জাহাজীদের হাডিয়া হাপিজের শব্দ এবং যাত্রীদের কোলাহল এই পোর্টহোল থেকেই শুনতে পেল। সে বলল, বাড কমে যাচ্ছে স্যাব। তারপর বলল, পাশে একটা জাহাজ নোঙৰ কেলছে।

বড মিন্ত্রী হাঁটু গেডে বসলেন মর্লিনেব পালে। ওব কপালে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। বড মিন্ত্রী ভিতরে খুব কট্ট অমুভব করছিলেন। ভরানক কটুবোধে ডিনি স্থানীব কোন কথা ভনতে পাছেননা। ইুয়ার্ড ক্টোর রুমে গেছে মদ আনতে; ভিনি ভাল করে মর্লিনের শরীর চেকে বসে আছেন। একটু মদ থেলে বিদি উদ্বেজনা আসে। অথবা বাঁচবার লক্ষণ প্রকাশ পার। তাঁর ইচ্ছা হল মেন্ত্র-মালোমকে ভেকে এই ঘটনার কথা, ওর্ধের কথা অথবা কোন বৃদ্ধির জন্য তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না। ইুয়ার্ড এ সমর মদ এনে ওর মুখে ঢেলে দিল, মদর্মুক্ ঠোটের কস বেরে গড়িরে পভছে।

ছুনার্ড বলল, কি হবে স্যার ! বড়সাব বললেন, জানতে পারলে ফ'র্যস হবে'।

এই ধরনের কথায় চোখ গোল গোল হরে উঠল ইুরাডের। সে ফ্রড.বি'লে চলল, আহ্ন তবে ওকে গোর্টহোল বিবে জলে কেলে বিই স্যার। কেউ 🎉 প্রাবেনা।

- —ওকে ভাল করে মরতে লাও। তা ছাড়া বাইরে বাত্রী **জাহাজ এ**ঞ্ বেমেছে।
  - 🗝 এখন আনেক রাত স্যার। আত্মন ওকে জেটিতে কেলে আসি।
- —গ্যাঙওরেতে সুধানী মনসুর আছে। এই সব ঘটনা কাক-পক্ষীতে টের পেলে পর্যস্ত কপালে ত্রংথ থাকে।
- কি হবে স্যার ? আগে এমন ঘটবে জানলে মর্লিনকে তুলে আনতাম না স্যার। কি কুক্ষণে এই বন্ধরে এসেছি। ঝড, ঝড় শুধু ঝড়।

ওদের ভিতর নানা ধরনের কথা হচ্ছিল। এবং এই সব বিচিত্র সংলাপ ওদের তিনজনকেই সামন্বিকভাবে এই মৃত্যু সম্পর্কে নিবি কার করে রাখছে। এ সমর ওরা তিনজনই ওর পালে বসল। বড় মিন্ত্রী বললেন, এস আমরা তিনজনই ওকে কোলে নিরে বসে থাকি। ওর মৃত্যু আমাদের জাম্বর উপর সংঘটিত হোক্ এমত এক আবেগলীপ্ত কথায় অবনীভূষণ চোথ বৃজ্বলেন। তার মনেই হলনা শরীর থেকে যে সব জাহাজী যন্ত্রণা নেমে এই মেয়েটির হুর্বল শরীরে গরল ঢেলেছে তারা এখনও একই শরীরে বিভ্যমান। তিনি যেন কোন এক উপাসনা গৃহে বসে আছেন এমতই এক গভীর প্রত্যরের চোথ। তিনি বললেন, এস ওকে আমরা শান্তিতে মন্বতে দিই। কারণ আমরা জানিনা ওর নিকট-আত্মীন্ব কেউ আছেন কি না, আমরা কোন পুরোহিতকেও ডাকতে পারছিনা, স্মৃতরাং ঈশ্বরের নাম আমরাই শ্বরণ করব। আর এই গৃহই আমাদের উপাসনাগৃহ।

কেবিনের নীল দেয়ালে একটা মাকড়সা অনবরত নীচ থেকে উপরে উঠে যাছে।
ওলের তিনজনের কোলের উপর মলি নের মুখ, শরীর। দেয়ালে পা ঠেকে আছে।
কার্মনের শরীর কন্ধলে আবৃত। র্যাকে ওর ওভারকোট। হাতের দন্তানা নীল
কার্মের। চোখ হুটো মলিনের ক্রমশ সালা হরে আসছে। চোখ থেকে জল গড়িছে
পড়ছে। ওরা তিনজনই এই মৃত্যুর দারা আভত্ত হচ্ছিল এবং মৃত্যুর পরবর্তী
দিল্লা সম্পর্কে ভাবছিল। ওরা দেখল—চোখ হুটো সালা হতে হতে একেবারে
ভিন্ন হবে গেল। একটা ঢেকুরের মত শব্দ, তারপর মৃত্যু।

ওরা মলি'নের মৃত শরীর ছেড়ে উঠে হ'াড়াল। বড় মিছী পারচারী করলেন কেবিনে। দেয়ালে শরীর রেখে মলি'নের মৃথ দেখছিল স্থানী। সে একটু হৈটে ক্লিন্তে কবল দিবে মলিনের মৃথটা ঢেকে দিল। ইুয়ার্ড দেয়ালে টানানো নয় চিত্রের ক্লালেন্ডার থেকে—আজ বত ডার্ম্বর, কি মাস, কি বছর এবং বন্ধরের নামটা পর্বত ক্লালেন্ডা। ইুয়ার্ড, বড় মিছী এবং স্থানীর মিবি'কার ভলী দেখে হুয়াবিড হল। সে কাল, স্যার সারা রাভ আমরা মডা আগলে পড়ে খাকব '

বড় মিল্লী কি ভেবে বেন দবজা খুললেন, এবং বাইরে যাবার উপক্রম করতেই স্থানী হাত চেপে ধরল, স্যার আপনি আমাদের কেলে চলে যাছেনে?

—ভোমাদের কেলে যাচিছ না সুখানী। মলি নেব জন্য বাইরে একটু জারগা খুঁজতে যাচিছ।

श्रुशांनी वनन, मत्रका वस्त करत एनव मात्र ?

ন্দাও। বড মিস্ত্রী অ্যালওযে ধরে ইাটতে থাকলেন। গ্যাঙওয়েতে মনস্থর বসে আছে। তিনি গ্যাঙওয়েতে নেমে থেতেই মনস্থর উঠে দাঁডাল এবং আদাব দিল। তিনি লক্ষ্য করলেন না ওসব। তিনি জাহাজময় ঘূরে জেটিতে, জেটির জলে মিলিনকে ফেলে রাখবার জন্য জায়গা খুঁজতে থাকলেন। তিনি কোথাও জায়গা খুঁজে পাছেন না। তিনি দেখলেন সর্বত্র এক নিদারুল নিরাপন্তার অভাব। তিনি দেখলেন, সর্বত্রই যেন কে জেগে আছে, ওঁদেব এই হত্যাকাও সম্পর্কে তদম্ভ স্থরুক করে দিয়েছে। এ সময় ওঁর কের মদ থেতে ইচ্ছা হল। কিন্তু এ সময় মদ খাওয়া অস্থৃটিত কারণ মিলিনের নিরাপন্তার ব্যবস্থা করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। তিনি আরপের দেখলেন ডেকের উপর থেকে একট। শুকনো পাতা উড়ে উড়ে সমুজের দিকে চলে যেতে থাকল। তিনি ভাবলেন, মিলিনের শরীরে কোন কোন আঘাতের চিহ্ন বিশ্বমান শরীরে বিশ্বমান কিনা অথবা স্থানী এবং ছুয়ার্ড ওর শরীরে মাংস ভক্ষণের মত কোন উদ্গার নিক্ষেপ করেছে কিনা, যা ওদের তিনজনকেই গ্রাস করবে শতিনি ছুটতে থাকলেন, তিনি তাডাতাভি কেবিনের কাছে এসে কিস কিস করে বল্লেনে, ছুয়ার্ড দরজা খোল—ছুয়ার্ড। ছুয়ার্ড!

কেবিনের দরক্ষা খুললে তি।ন ঝডের মত চুকে মলিনির শরীর থেকে কম্বল ডুলে। নিলেন। ওর শরীরের শেষ আবরণটুকু খুলে ঝুঁকে পড়লেন উপরে। স্থানী এল, ইুরার্ছ এল। বড় সাব ।চব্কের নীচে হাত রেখে বললেন, এই দাঁতের চিক্ষ কার ?

স্থানী অত্যন্ত সন্থাচিত চিত্তে বলল, স্যার আমার। মলি'নের সামনে মিধ্যা বংগে পাপ আর বাড়াতে চাইনা।

বড় মিশ্বী তীক্ষ চোখে মন্তি নকে দেখতে লাগলেন। ক্ষ্ণানীর কথার সজ্জে নিজেও বিড় বিড় করে বললেন, শরীরের এসব চিক্ দেখে পুলিশ ধরে কেল্ছে । क्रे क्रिया বলল, স্যার পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে বাবে !

—আমাকেও নেবে। বড মিস্ত্রী একবাব স্থানীর দিকে তাকালেন। স্থানী বদল, বড আমাস্থবিক!

ষ্টুরার্ড বলল, এই তুষার ঝড এ-জন্য দায়ী।

বড় মিস্ত্রী বললেন, পুরিশের ঘবে আমাদেব বিচাব হওয়াই উচিত। স্কুতবাং এস ওকে এখন আব কোধাও নিক্ষেপ না করে এখানেই ফেলে বাখি।

এইসব কথা বলাব পব সকলে দাঁডিয়ে থাকল। সকলে পবস্পবকে চোধ তুলে দেখল।

ষ্টুয়ার্ড বলল, স্যাব যা হয তাডাতাডি করুন।

- —স্থুখানীব সঙ্গে তোমার এখানেই ফাবাক। এ সব কাজ তাডাতাডি হয়না।
- —তাডাতাডি হয়না ?
- ---ना, रुग्न ना ।
- —স্যাব আপনি ঠিক কথা বলেছেন।
- —আমাদেব এখন ভাবতে হবে কোন অপবাধই আমবা করিনি। এখন ভরে পড়লে ঘুমোতে পাবব এমন একটা মনেব অবস্থা স্বষ্টি কবতে পারলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে বেহাই পাওয়া যাবে। যদিও আমবা জানি মনের এমন অবস্থা স্বষ্টি করা অসম্ভব। স্বতরাং বোস।

বড মিস্ত্রী ক্ষেব বললেন, একটু কন্ধি হলে ভাল হত। সুধানী কি বলছে।
—তা মন্দ নয় স্থাব।

ইুয়ার্ড কিন্তু বেব হতে চাইল না। কারণ ওর ভয় কন্ধি আনতে গেলেই ওরা এই কেবিন ছেডে চলে যাবে এবং ভোব বেলায় যথন সব জাহাজীরা,—তথনও অন্ধন্ধার থাকবে ডেকে, তথনও সূর্য ভাল করে আকাশের গায়ে ঝুলবেনা,—সকল জাহাজীরা ডেক ছাদ অথবা এনজিনে নেমে যেতে যেতে শুনবে ইুয়ার্ডের বরে একটি তরুণীর মৃতদেহ—কম্বলেব নীচে ইুয়ার্ড মৃতদেহটিকে আগলে রেথেছিল।

ইুরার্ড বলল, স্যার আমার মাধার ভিতবটা কেমন কাঁকা কাঁকা ঠেকছে। ওলের উত্তর করতে না দেখে বলল, স্যার আহ্মন মলিনিকে পোর্টহোল দিরে ভেটির জলে কেলে দি।

- বখন লাস ফুলে কেঁপে জলের উপর ভেসে উঠবে, বখন গাঁভের কামড় দেশ্বে ডোমার গাঁতের চিক্ত নেবে তখন…?
  - ন -- কোখাও কোন উপান্ন নেই।
    - —জাপাতত দেখতে পাছি না।

সুখানী বলগ, বড় তুঃখন্দনক পরিস্থিতি।

বড় সাব অন্তমনস্কভাবে ম**লি'নে**র দন্তানা হাতে নিম্নে নাড়াচাড়া করছিলেন।

ইুয়াড ধন ক্ষেপে গেল।—স্যার আমার কেবিনে এ সব হচ্ছে। আপনারা আমাকে জপাতে চাইছেন। আপনারা যদি আমাকে এ কাজে সাহায্য না করেন আমি একাই ওকে বয়ে নিয়ে যাব। ইুয়াড তাডাতাডি কম্বলেব ভিতর পেকে মলিনকে তুলে কাঁধে ফেলল তারপর দরজা দিয়ে বের হতেই বড মিস্ত্রী ওব হাত চেপে বলল, তুমি কি ক্ষেপে গেলে।

ইুয়াড এবাব কেনে ফেলল, স্যার আপনারা এ ঘটনাকে আমলই দিচ্ছেন না! আমাকে আপনারা ধবিয়ে দিতে ঢাইছেন। ঘরে আমার স্ত্রী আছে, সস্তান-সস্তুতি আছে।

এইসব কথার তিনি যথার্থ ই অভিভূত হলেন। তিনি ধীবে ধীরে ওর কাছে এগিরে গেলেন। চোথ মৃথ উদ্বিয়। এবং অবিবাহিত জীবনেব কিছু স্থথ তুংথের কথা স্মরণ করতে পেরে যেন বলতে চাইলেন, ইুয়ার্ড তুমি, আমি সকলে এক সরল পাশবিকতার মোহে আচ্ছর। কখনও ঘরে, কখনও উঠোনে এবং দ্রের যব গম ক্ষেতের ভিতর নয় শরীর আমাদের শুধু কামুক করে তোলে। অথবা এই জাহাজ আমাদের কত দীর্ঘ সময় সম্দ্র এবং আকাশের ভিতর আবদ্ধ করে রেখেছে —শুধু নোনা জল, কখনও প্রবাল দ্বীপ এবং নির্জনতা, জাহাজের অস্থির এনজিনের শক্ষ, দেয়ালের উলঙ্গ সব ছবি আমাদের নিরম্ভর নিষ্ঠ্র করে রাখছে। স্মৃতরাং দীর্ঘ সম্দ্র-যাত্রার পর বন্দর এবং রমণীর দেহ স্বাদে গজে অতুলনীয়। মর্লিন মরে গেছে। এস ওর শরীর আমরা সমত্বে রক্ষা করি। বন্দরে রাড। এ অঞ্চলে উক্ষ স্বোত প্রবাহিত। দেশটাতে এখন শীতের শেষ-কুয়ালা লেগেই থাকবে। ডেসী এমন দিনে আসবে না।

এওক্ষণ সকলকে চুপচাপ থাকতে দেখে স্থখানী মলি নৈর চূল মুঠোর ভিতর ছুলে বলল, স্যার দেখুন, এই সোনালী চুল কী অপূর্ব! স্থখানী ভাবল, কি ভাবে জার কথা আরম্ভ করা যায়। ছুরাড ভরে ফাঁচাচ ফাঁচাচ করে কাঁদছে। স্থখানী হৃষ্ণিভভাবে বলল, এই সোনালী চুলে মলি ন স্যার স্থগন্ধ তেল মাখত। গন্ধা কিন্তু এখনও জীবিত মেরেদের মত। তারপর সে একটা ঢোক গিলে বলল, স্যার আপনি পর্যন্ত ভরে টেসে গেলেন! কথা বলছেন না! চুপচাপ বসে মলি নের হাতের দন্তানা আপনার শক্ত হাতে গলাবার চেষ্টা করছেন।

কুষার্ভকে উদ্দেশ্ত করে বলল, এস, তোমার্কে লাসটা নামিরে রাখতে সাহায্য করচি।

বড মিস্ত্রী বাংক থেকে নেমে পোর্টহোলেব কাছে গিবে দাঁড়ালেন। কাঁচেব ভিতব থেকে পাশেব জহাজ স্পষ্ট। কাঁচ খুলে দিলে জাহাজীদের শব্দ পেলেন। যাত্রীজাহাজ বলেই সেধানে মাহ্নবেব শব্দ পাওয়া যাছে। তিনি পোর্টহোলে মৃথ বেথে ভাবলেন, এই পোর্টহোল দিয়ে লাসটাকে হাডিয়া কবে দেওয়া যাক। ষ্টুযাডে ব কাঁচ কাঁচ কালা আব ভাল লাগছে না। বস্তুত বড মিস্ত্রী নিজেও এই মৃতদেহ নিয়ে কি কবা যাবে ভেবে উঠতে পাবছেন না। তাঁব মাধার ভিতবও শ্রাতা এসে আশ্রম কবেছে। তিনি পোর্টহোলে মৃথ বেখেই বললেন, ষ্টুয়ার্ড, স্থানী, মলিনকে কাঁধে নাও। ভাডাভাডি পোর্টহোল দিয়ে গলাবাব চেষ্টা কব ব'লে, তিনি পাগলেব মত পোর্টহোলটাকে টেনে টেনে ফাঁক কববাব চেষ্টা কবতে পাকলেন।

ञ्चथांनी वनन, मार्ग आपनावं कि माथा थात्राप इत्य लान ।

বড মিস্ত্রী গোল গোল চোথে কিছুক্ষণ তাকিষে থেকে বললেন, তবে আমবা কি কবতে পাবি স্থখানী ? সমস্ত জাহাজ ঘূবে দেখলাম মার্লনকে কোথাও বাখা যাচ্ছে না। যেখানেই বাখতে যাব—সেখানেই ধবা পড়ে যাচ্ছি। তাবপব তিনি থেমে থেমে বললেন, আহা ওকে যদি সমুদ্রে নিষে যেতে পাবতাম। সমুদ্রে কেলে দিলে কোন চিহ্নই পাওয়া যেত না।

সুখানী বলল, স্যাব তবে আসুন ওকে ববফ ঘবে বেখে দি। ভেডা গরুব সঙ্গে পডে থাকবে। কেউ টেব কবতে পাববে না। জাহাজ সমূদ্রে গেলে ওকে ফেলে দেওবা যাবে।

বড মিস্ত্রীব বপাল কুঁচকে উঠল। তিনি আডচোথে স্থানীব দিকে চাইলেন। বেন, স্থানী এখানে একমাত্র বৃদ্ধিমান এবং স্থিরচিত্ত পুক্ষ। স্থতবাং তিনি ওব উপবই নির্ভর কবতে পাবেন এমত এক নিশ্চিম্ভ মত পোষণ কবছেন মনে মনে। তিনি বললেন, ষ্টুয়ার্ড কি বলে ?

ষ্টুমার্ড কোন কথা বলছে না। স্থধানী ওদেব হুজনকে অমুশাসনেব ভঙ্গীতে বলল, তবে আর দেরী কবে লাভ নেই। ওকে কাঁধে তুলে নেওয়া যাক।

মলি নের হাত পোর্টহোলে গলানো ছিল এবং মাণাটাও। পোর্টহোল থেকে ওর শরীর ঝুলে পডছিল। ছুরাড ওর কোমব একটু উপরে তুলে রেখেছে। বড় মিল্লী ডানদিকে গাঁড়িয়ে মলি নের ওলপেটের নীচে হাত রেখে ছুরার্ডকে ধরে

## রাখতে সাহায্য করছিলেন।

ওরা তিনজন মিলে মলি নিকে বাংকে শুইরে দিল। ওরা প্রথমেই দরজা খুলে দিল না। স্থানী এখন মাঠে দাঁড়িয়ে কোন সেনাবাহিনীকে যেন নির্দেশ দিছে। সে বলল, স্যার দরজা খোলার আগে আমাদের কান পেতে শুনতে হবে, বাইরে কোন শব্দ হচ্ছে কিনা। তারপর দরজা খুলে একজনকে ডাইনিং হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অন্য কেউ যদি আসে তবে দিস অথবা হাতের ইসারা। ইতিমধ্যে মলি নিকে রসদঘরে নিয়ে যাওয়। হবে। তারপর ফের দরজা বন্ধ করে ছাদের ঢাকনা খুলে মলি নির লাস নীচে হাডিয়া করে দিলেই ভয় থেকে নিজ্কতি। সে রাজ্যটা চাঁক্ ইয়াডের একান্ত নিজস্ব। এবং আশা করব জাহাজ যতদিন না বন্দর ছেড়ে সমৃদ্রে যায় ততদিন ইয়ার্ড মলি নিকে আগলে রাখতে পাববে। তাই বলে স্থানী ইয়ার্ডের কাঁধে চাপ দিল।

এনজিন রুমে নেমে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ। অ্যাকোমডেশান ল্যাভার ধরে ডেক-ছাদে উঠে যাওয়ার পথটাতে বড মিস্ত্রী কড়া নজর রাথছেন। তাছাড়া ডাইনিং হলের পথটা স্পষ্ট দৃশ্যমান। বছ মিস্ত্রী অ্যালওয়ের আলো নিভিয়ে পাহারাদারদের মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এখন বাইরে ঝড় নেই বললেই হয়। এনজিন রুমে কোন কায়ারম্যান হয়ত ওয়াচ দিতে নেমে যাচছে, বুটের ঠক ঠক শব্দ সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নীচে নীচেন — তিনি সম্ভর্পণে অন্ধকার থেকেই বললেন, এবার তোমরা রসদ্বরে চুকে যাও। কেউ নেই।

স্থানী মলিনের মাধার দিকটা ধরেছিল। ট্রুয়ার্ড পায়ের দিকটা ধরে বাইরে নিরে এল। তারপর রস্দদ্ধরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করার আগে ডাকল, স্যার তাড়াতাডি চলে আসুন। অ্যালওয়ের আলো জেলে দিন।

ওরা ধীবে ধীরে মলি নকে একটা টেবিলের উপর শুইরে দিল। টেবিল থেকে কাঁচের ডিস এবং অন্যান্য সব পানীরের পাত্র তুলে অন্যন্থানে রেথে দিল। এই ঘরে অন্যান্য দরজা খুললে জাহাজীদের রসদ, নীচে রসদ হর—ভিন্ন ভিন্ন রকমের সব সজি এবং সজির গন্ধ আসছে এই ঘরে। ওরা এ সমন্ন মলিনির শরীরের উপর বাঁকে পড়ল।

हुवार्ड वनन, कश्न मिरव टारक मि !

—বরং ওর গাউনটা নিরে এস।

মলি নের নশ্ন শরীর ভশ্নানক কুৎসিত দেখাচ্ছে। বড় টেবিলের উপর ওর শরীক্ষ মৃত ব্যাঙের মত, হাত পা তুটো শীর্ণ এবং চুলের সেই গন্ধটা তেমনি সুর সুর করে: উড়ছে। চোখ তুটো এখনও শুধু স্থির। ওর ব্কের পাঁজর স্পাঞ্চ। স্তনের সর্বত্ত মাতৃত্বের চিহ্ন ধর। পড়ছে। ইুয়ার্ড এবার কেমন শিউরে উঠল। এই শুকনো স্তনের আশে পাশে সহসা সে দেখল জঠরে নিমগ্ন কোন যুবক বেন হাত বাড়াচ্ছে। সে ভাড়াভাডি কম্বল এনে ওর শরীর ঢেকে দিল।

ওরা এখন সকলেই কথা কম বলছে। বড় মিস্ত্রী ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, নীচে হাডিয়া করে দেওয়া যাক তবে।

- --সাব ! ইয়াড ভাকল।
- ---বল ।
- আপনি স্যার আমাদের ওপরওয়ালা। আপনি আমাদের সাহস দিন।

  যেন এই পশুবং আচরণ অথবা নিষ্ঠুর ইচ্ছার দ্বারা প্রস্তুত এই যুবতীর সকল

  অন্তিত্বের করুণা ক্রমশ জাহাজের ঘূল্ঘুলিতে মুখ রাখছে। দেয়ালে ওদের ছায়া

  পডছিল। সুখানী কেমন বিক্বতভাবে একটা ঢোক গিলে বলল, আমি নীচে নেমে

  যাচ্ছে। আপনারা উপর থেকে ওকে জলদি হাডিয়। করুন। এই বিসদৃশ ঘটনা

  চোখে আর দেখা যাচ্ছে না।

বড মিস্ত্রী নীচের ঢাকনা খুলে দিল। নীচের ঘরগুলো অন্ধকার। সুখানী সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার আগে নীচের আলো জেলে নিল। ইুয়ার্ড হাঁটু গেড়ে বসল। নীচের ঘরগুলোতে ভয়ানক ঠাগু। আলু পেঁয়াব্দ এবং শাক-সন্ধি এখান থেকে কিছু কিছু চোথে পড়ছে। বরকের ঠাগু। স্রোভ সুখানীকে ভয়কর কষ্ট দিচ্ছে। সব কিছু ক্লান্তিকর। সে এবার উপরের দিকে তাকাল। বড মিস্ত্রী হাতের ইশারায় তাকে ভাকছেন।

ওরা তিনজন বড় টেবিলটার সামনে দাঁড়ালো। ওরা তিনজন মাথার, কোমরে এবং পারে হাত রাখছে। বড় বড চিনেমাটির বাসন টেবিলের নীচে, কাবার্ডে টি-সেট সাজানো। মাদক জব্য পানের নিমিত্ত সব পাতলা কাঁচের পাত্র ইতন্তত সজ্জিত। বড় মিন্ত্রী অন্যমনম্ব ছিলেন। পা সরিয়ে আনার সময় কিছু কাঁচের পাত্র ভেকে নীচে গড়িরে পড়ল। কাঁচ ভাকার শব্দ টেবিলের উপর বড় দর্শনে তিনজনের প্রতিবিদ্ধ, মলিনির শক্ত শরীর সবই ভীতিপ্রাদ। মলিনি ওলের দিকে যেন শক্ত চোখ নিয়ে চেয়ে আছে। স্ক্তরাং নিয়ন্তর এক পাপবোধ ওদের তীব্র তীক্ত করছিল।

ওরা এবার মন্ধি নকে কোলের কাছে নিয়ে শব-বাংকের মত সিঁড়ি ধরে নেমে বাবার সময় সম্বর্শনৈ ছালের ঢাকনা টেনে খুঁব ধীরে ধীরে—বেন এডটুকু আওরাজ না হর অধবা যেন মার্লনের গারে আঁচড় না লাগে—ওরা মর্লিনকে এ সময়
আলিন্ধনে আবদ্ধ করছিল। অধচ মর্লিনের শরীর মুরগীর মৃত ঠ্যাংএর মত
কদয এবং কঠিন। এই আলিন্ধনের উষ্ণতা ওদের তিনজনকেই ভাবপ্রবণ করে
তুলছিল।

মলিনের মুখ থেকে সব রঙ মুছে গেছে। চোথে টানা কাজলের চিহ্ন তথন চোথের নীচে এবং জ্রর আলেপাশে লেগে আছে। পুতৃলনাচের নায়িকার মত চোথমুখ। ওরা মলিনিকে দরজাব সামনে শুইয়ে দিল। বরক বরের তালা খুলে দিল ইয়ার্ড—বড় বড় সব মাংস, গরু ভেড়া শুকর এবং গোটা গোটা ধড় হুকেব মধ্যে ঝুলছে। অথবা বড় বড় সব টার্কির মাংস—সোদা গন্ধ সর্বত্র, প্রচণ্ড ঠাগু। এই বরক বরে। ওরা তিনজনই ভিতরে চুকে তাডাতাড়ি মলিনিকে একপাশে রেখে একটা ত্রিপলে ঢেকে বের হয়ে পড়ল। দরজা টেনে সিঁভিতে ওঠার মুখে প্রথম কথা বলল ইয়ার্ড—স্যার কাল ভোরে যখন চীক্-কুক রসদ নিতে আসবে, কি বলব ?

- ---রসদ দেবে।
- ওরা ঠিক এখানে দ'াড়িয়েই রসদের ওজন দেখে। দরজাটা খোলা থাকলে দেখার ভয় আছে।
  - --- দরজা বন্ধ রাখবে।
- দর্জণা সব সময় বন্ধ রাখলে সন্দেহ করতে পারে। কারণ মেস-ক্রম মেট গোস্ত কেটে এনে ওজন করে দেয়।
- —মেস-ক্রম মেটকে ভোর বেলায় অন্য কাজ দেব। রসদ ভাল দেবে, ওজন বেশী দেবে। স্বাই খুশী থাকবে তবে। কেউ সন্দেহ করবে না।

ইয়াড তব্ সিঁড়ি ধরে উঠল না। সে বরক ঘরের দিকে পিছন কিরে তাকাল। সে নডছিল না। সে বিড় বিড় করে কি সব বকছিল। সে দরজাটার সামনে হেঁটে গেল। দরজা খুলতেই দেখল পা'টা মলিনির খালি। সে ত্রিপল দিরে পা'টা ঢেকে দরজা বন্ধ করে তালাটা লাগাল। তালাটা টেনে দেখল ক'বার। বখন দেখল তালাটা ঠিকমত লেগেছে—কোখাও কোন গোপন বিখাসভল উঁকি দিরে নেই অথবা যখন সবই অতি সন্তর্পনে সংরক্ষিত হল···আর কি হতে পারে, ইয়ার্ড এইসব ভেবে সন্দেহের ভলীতে বলল, স্যার এটা আমার ভাল লাগছে না। অর্থাৎ এমন মনে হচ্ছে বেন ইয়ার্ড নিজের জালে নিজেই জড়িরে পড়ছে।

এতক্ষণ পর মনে হল, বড় মিস্ত্রীর গলাটা ভিক্তে যাছে। এতক্ষণ পর একটা

চুরুটের কথা মনে হল। তিনি চুরুটে আগুন দিয়ে বললেন, কেন কি হতে পারে ? সুখানী মুখ বিষ্কৃত করে বলল, ওর কথা বাদ দিন স্যার।

- --- সুখানী যা বোঝনা, তা নিম্নে কথা বলতে এস না।
- -—বেশ চুপ করে থাকলাম।

ষ্টুয়ার্ড বলল, আর একবার নামলে হয় স্যার।

- —কেন? আবার কেন!
- —দেখতাম কোথাও কিছু পড়ে থাকল কিনা। ইুয়ার্ড কৈ খুব বিষশ্প দেখাচছে। বেন এই হত্যার জন্য ওকে সকলে দায়ী করে সরে পড়ছে। সে বলল, স্যার ধরা পড়লে আমি সকলের নাম বলে দেব। কাউকে ছাড়ব না। আপনারা সকলেই ওকে কামড়েছেন।

বড় মিস্ত্রী ধমক দিলেন, ষ্টুয়ার্ড তোমার মন ব্বত্যস্ত ছোট।

—স্যার আমার অবস্থা ব্রতে পারছেন না। আপনারা কাল থেকে যদি এমুখো না হন তবে কি করতে পারি! ষ্টুয়াভের গলায় কান্না ভেসে উঠল!

সুখানী পায়ের নথে ভেকেব কাঠে আঁচড় কাটবার চেষ্টা করছিল। বড় মিস্ত্রী 
हুয়াভের মুখ দেখছেন। সে মুখ বিবর্ণ। তিনি এবার ছুয়াভের হাত ধরে বললেন, 
রাতে আমবা কোথাও যাব না हুয়াভে। ছাদের নীচে বরক ঘরে মলিনের পাশে 
বলে থাকব। একান ভয় নেই তোমার।

ওরা তিনজনই এবার যার যার কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। ইুরাড নিজের কেবিনের দরজা খুলে দিল। দরজার পাল্লাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সে দরজা বন্ধ করতে যেন সাহস করছে না। ওর ভয় করছে। এতদিনের জাহাজী জীবন অথচ কথনও এমন নিষ্ঠুর ঘটনার হারা সে আহত হয়নি।

বড় মিন্ত্রী কিছু বলতে পারছেন না। তিনি খুব ধীরে ধীরে হেঁটে চলে মাচ্ছেন।

प्रवानी वनन, खरव পড़ हे बाख । त्रांख आत्र दिनी तिहै।

স্থানীর ঘর ডেক পার হলে। সে ফোকসালে থাকে। জাহাজের শেষ দিকটাতে জাহাজীদের জন্য অনেকগুলো ঘর। স্থানী এবং ডেক-কসপ সেধানে থাকে—পাশাপাশি বাংকে।

স্থানী বাইরে এসে দেখল, রাত কমে যাচ্ছে। স্থানী হাতের দন্তানা খুলে ক্লেল। রাত শেষ হচ্ছে। বরক পড়ছে না। ঝড় নেই। এক শাস্ত নীল রঙ জাহাজের শরীরে যেন লেপ্টে আছে। কুরাশা নেই। স্থতরাং শহরের আলো স্পষ্ট। আকাশে ইতন্তত নক্ষত্র জলছে। যে সব জাহাজ উষ্ণ স্রোতে সমৃদ্রে মাছ ধরতে বের হয়েছিল ওরা একে একে ফিরে আসছে। সে এই শীতের ভিতর রেলিঙে ভর করে দাঁডাল। রাতের সব ঘটনা হঃম্বপ্লের মত মনে হছে। দেশ বাড়ির কথা মনে হল। স্ত্রীর কথা মনে হল—সন্থান সন্ততি অর্থাং এক স্থনিপুণ সাংসারিক জীবনের কথা ভেবে এই জাহাজী জীবনকে ধিকার দিতে থাকল। প্রেম, প্রীতি, সেং, হদয়ের ঘরে সব মরে গেছে, কারণ এই মৃত্যুজনিত বেদনা স্থানীকে আডেই করছেনা, মলিন মরে গেছে—জাহাজের অন্যান্য জাহাজীরা ঘুমে ময়, শুধু ওয়াচেব জাহাজীর। জেগে ওয়াচ দিছে। যদি পুলেশ থোজ করতে আসে, যদি এই হত্যান্ত্রনিত দাযে একটা লম্ব। দঢ়ি ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে—স্থানী ভয়ে নিজের গলাটা চেপে ধরল এবার। তারপর আরও সব ভয়কর দৃশ্রের কথা ভেবে সে চুলি চুলি ইুয়ার্ডের কেবিনে ফিরে যাবার জন্য পা চালাল। এক হুরারোগ্য ভয় স্থানীকৈ নিঃসঙ্গ প্রেয় জভিয়ে ধরছে।

সে ইুয়াডের কেবিনে এসে দেখল, দরজ। খোলা। পালা ধরে ইুয়াড আগের
মত দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল, এই! এই! হচ্ছে কি! এবং মনে হচ্ছে
বছ্রন্থনিত মৃত্যু। স্থানী ওকে নাড়া দিল বার বার। এবং ইুয়াড কৈ টেনে নিল
বাংকের কাছে; তারপর ধমক দিয়ে বলল, কি হচ্ছে এটা! এমন ভীতু লোকের
জাহাজী হওয়া চলেনা। চুপচাপ গুয়ে থাক। এমন করবে ত খুন করব।

স্থানী ঘুরে গিয়ে বড় মিস্ত্রীর কেবিনের সামনে দাঁড়াল। কেবিনের দরজা খোলা। বড় মিস্ত্রী একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে আছেন। শরীরে কোন জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছেনা।

স্থানী ডাকল, স্যার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

বড় মিস্ত্রী টেবিল থেকে নড়লেন না।—দরজাটা টেনে দাও সুখানী। বড় মিস্ত্রী টেবিল থেকে মাথা তুললেন না। মর্লিনের সাদা চোথ ওঁকে তথনও অসুসরণ করছে যেন। তিনি কেবিনে পায়চারী করতে থাকলেন। রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পায়চারী করার ইচ্ছা। ভোরের বাতাসে পাণীরা যথন উড়বে, যথন কোথাও কোন হত্যা অথবা রাতের তুর্ঘটনাজনিত তুঃখ মাস্তলের গায়ে লেগে থাকবে না, তখন বড় মিস্ত্রী বাংকে শুরে যুম যাবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু অধিক সময় তিনি পায়চারী করতে পারলেননা। তিনি বাংকে শুরে পায়লেন। সুখানী ভেক ধরে হেঁটে চলে গেল। সে নিজের কোকসালে চুকে চুপচাপ বসে থাকল। আলো জালল না। দরজা বন্ধ করে পোর্টহোল খুলে সামনে মুখ রেখে বসে থাকল। রাতের সব পাথীদের দেখে ইতস্তত ছডানো নাবিকদের সব ছবি দেখে এবং দ্রের জেটিতে একটি শিশুর কারা শুনে ওরও মলিনির জন্ম কট হতে থাকল।

ওরা তিনজন জাহাজেব তিনটি ঘরে পোষা পাশীদের মত ঘুমোচ্ছিল। বরক্ষ ঘরে মলিন। ত্রিপলে শরীর ঢাকা পড়ে আছে। অন্যান্য কেবিনে দীর্ঘদিন পব রাতের এই প্রহরটুকুকে জাহাজীরা আস্বাদন কবছে। ঠাণ্ডার জন্য সকলেই কেমন কুঁকড়ে ছিল। কোয়ার্টার মাষ্টার গ্যাঙ্গুরের ওয়াচ শেষ করে কোকসালে কিরে আসছে। ভোরেব আলো ফুটে উঠলে সকলে বেলিঙে ভর কবছে—জোট অতিক্রম করে শহরের বাস ট্রাম এবং রমণীদের প্রিয়মৃখ তাবপর মাটির স্পর্শের জন্য উদ্বিগ্ন এক জীবন অসাহা এই দেশ, মাটি, পাব, নাইট ক্লাব—স্বথ শুধু স্বথ, উলক্ষ এক চিস্তা সব সময়ের জন্য—জাহাজীরা দীর্ঘ সমৃদ্র যাত্রার পর স্বথ নামক উলক্ষ এক নগরে হাঁটছে যেন।

ওরা তিনজ্বন পোষা পাখীর মত স্বপ্ন দেখল।

বড় মিন্ত্রী স্বপ্নের কোলাহলে এক অপার্থিব দৃষ্ট দেখে অনেকদ্র চলে বেতে থাকলেন। তিনি দ্রে সব চীনার গাছ দেখলেন, আকাশ দেখলেন অথবা দেখলেন পাইনআপেলের নীচে স্ফুল্রী রমনীগণ নগ্ন হয়ে বসে আছে। তিনি বড় বড় চীনার গাছ ফাঁক করে চলে যাচ্ছেন। ডেইজী ফুলের গন্ধ কোপাও এবং সামনে সেই উলঙ্গ নগর। তিনি পোষাক পরিত্যাগ করে সেই নগরে প্রবেশ করে কেবল ইয়াচ্চ দিতে থাকলেন।

বড় মিস্ত্রী স্বপ্নের ভিতর বিগত জীবনের কিছু মহন্তম ঘটনা দেখতে পেলেন।

স্থানী স্বপ্ন দেখল—একটা উট মক্ষভূমি থেকে নেমে আসছে। ওর সঙ্গে দড়ি দিয়ে এক উলল নারীকে বেঁধে রাখা হরেছে। বরক্ষরে ছাল তুলে নেওয়া গরু অধবা শৃকরের মত দেখাছে রমণীকে। উট দীর্ঘপথ অভিক্রম করে এক মরন্তানে প্রবেশ করল। সামনে নীল হ্রদ। হ্রদের জলে উট নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্থাতী প্রাণ পাছিল। যখন থেজুর গাছের পাতাগুলো সব্জ গন্ধ ছড়াছিল ভখন স্থানী দেখল যুবতী সেই উটের পিঠে বসে এবং হাজার হাজার পুরুষ সেই

ষুবতীর জ্বন্য প্রাণ দিতে উপ্তত হচ্ছে। যুবতী বসে বসে প্রেমের আধার থেকে কণা মাত্র বিতরণ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্থানী কের যথন উটটিকে দেখল তথন অপ্রের ভিতর উটটি চলাক্ষেরা করছিল—উটের পায়ে দড়ি এবং দড়িতে রমণীর শরীর আবদ্ধ। সেই এক ঘটনা বার বার চোথের উপর পুনরাবৃত্তি হতে থাকল।

সুখানী স্বপ্নের ভিতর শেষ পষন্ত এলবিকে দেখল। এলবির স্করুণ চোখ এবং কালা স্বপ্নের অলি গলি থেকে বের হয়ে আসছে।

আর ছুয়ার্ড একটা মৃত কৃমি হয়ে বাংকে পডেছিল। নডছিল ন।। সাদা ক্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। অখচ ওর য়প্লে একটা তাজ গোলাপ ফুল ফুটে ছিল সব সময়। চেবী নামক এক যুবতীর মুখ সেই ফুলেব ভিতব থেকে বাব বার উকি দিছে। সে শুয়ে শুয়ে শুয়ু ঢোক গিলল। ওর স্বপ্লের শেষটুকুতে ছিল একটি পুক্ব-অশ্বের নীচে শুয়ে একটি নয় যুবতী বার বার সহবাসের চেষ্টায় বার্থ হচ্ছে।

তারপর জাহাঙ্গে ভোর হল। সকলেই উঠে পডল একে একে। এখনও জাহাঙ্গডেকে অন্ধকার আছে। সারেঙ সকলকে বলল, টাণ্টু। ওরা উপরে উঠে এল। ওরা জল মারতে আরম্ভ করল ডেকে। এনজিনের জাহাজীরা এনজিন সারেঙেব সঙ্গে নীচে নেমে গেল। বয়লারের শ্বোকবক্স পবিদ্ধার করার জন্ম কয়েকজন কোলবয় তরতর করে সিঁডি ধবে উপরে উঠে গেল। মেজ মিস্ত্রী একবার নীচে নেমে ব্যালেষ্টু পাম্পেব আশে পাশে টর্চ মেরে কি যেন অন্থসন্ধান করে গেছেন —উপরে এখন ডেক-জাহাজীরা ডেকে জল মারছে। রাতে যে তুষার ঝড় হয়েছিল জল মেরে তার শেষটুকু যেন পরিদ্ধার করে দিছেছ। একটু বাদে আলো ফুটবে। এবং রোদ উঠবে।

ভেক-জাহাজীর। গাম্-বৃট পরে জল মারছিল। হিমেল হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। জেটি অভিক্রম করনে বালিয়াড়া। এ দেশে এবার বসন্ত আসছে। বালির চরে নতুন ঘর উঠছে। কানিভিল বসবে। গাছের পাভাসকল কুঁড়ি মেলেছে। ভেক-জাহাজীর। এই শীতের ভিতর রোদের উষ্ণভার জন্য প্রতীক্ষা করছিল এবং তীরেব দুশাসকল দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার মানি মুছে দিছিল।

ঠিক এ সময়েই টুয়ার্ড দরজা খুলে দেখল ভোর হয়ে গেছে। ওর স্বপ্নের কণা মনে হল এবং মনে হল ডাগুারী, চীক্ কুক আসবে রসদ নিতে। ভারপর গত রাতের মলিন, মৃত্যু এবং হত্যাজনিত দায়—সবকিছু ওকে কের গ্রাস করতে পাকল। সে রাধক্ষমে গেল না, চোখ মৃথ ধূল না—রসদ বরে ঢাকনা খুলে তরতক্ষ করে নীচে নেমে গেল। বরক ঘরের দরজা খোলার আগে ভাবল, বড় বড় ভাল গোন্ত বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দেবে। সে মেম্বর কথা ভাবল। কি মেম্ব হবে এমত একটা আন্দাজ করে দরজা খুলতেই সে ভয়ে এবং বিশ্বয়ে হতবাক! দেখল, মর্লিনের মুখ খোলা। মর্লিনের মৃত সাদা চোখ ওকে দেখছে। সে সেই ছোট ত্রিপলে মুখ ঢাকতে গিয়ে দেখল পা বের হয়ে থাকছে। সে টানাটানি করল অনেকক্ষণ। কিন্তু পা মাখা একসঙ্গে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে পারল না।

ষ্ট্রয়ার্ড এক। ব'লে হুক থেকে গোস্ত নামাতে দেরী হচ্ছিল। ওর কষ্ট্র হচ্ছিল খুব। কি করবে কি না করবে ভেবে উঠতে পারছে না। একটা অস্পষ্ট আশংকা ওকে সব সময় বিব্রত করছে। ওর গলা শুকিয়ে উঠছে। ছাদে পায়ের শব্দ। ভাগুারী চীফ্ কুক্ নেমে আসছে। ওদের শব্দ পেয়ে সে হামাগুডি দেবার ভদীতে वरम পछन । मिनिनक रहेरन रहेरन वत्रक चरत्रत्र वान्रकरछत्र शास्म निरम्न राजन । ষ্ট্রমার্ভ দেখল, ওর অনাবৃত দেহেব রঙ এবং এই বাসি গোল্ডের রঙ হুবছ এক। সে ঝুলানে। যাঁড গরুর ভেতব থেকে দেখল ওরা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। সে কেমন মাধার ভিতব যন্ত্রণা বোধে অবদর হয়ে পডছে। সে তুবাব খুষ্টের নাম স্মরণ করে ভূতের মত নতুন এক বৃদ্ধির আশ্রায়ে চলে গেল—কপিকলটাকে এগিয়ে এনে मिन नित्क शास काँ एक क्रांनिय मिन। स्म भीरा वस्म मन स्थाप स्थाप ভাবল-এই অনাবৃত শরীবেব রঙ নিযে মলিন এখন গরু ঘোডা হয়ে গেল। দরজা থেকে মলি নের অস্পষ্ট শরীবেব বঙ এবং আকার আধপোড়া শৃকরের মত (मशिष्ट्रिल । क्ट्रेगार्फ त्यान, এই घरतत (मग्रान, छान এবং हरकत मर्वेख अकेंट्रे ত্ব:খময় নৈরাশ্রে নিমঙ্কিত। সে দরজার ভিতর দিয়ে ঝোলানো গোন্ডের সঙ্গে মলিনের এতটুকু প্রভেদ খুঁজে পাচ্ছে না। সে এবার কিঞ্চিৎ নিশ্চিম্ব মনে কাজ করতে পারল। রসদ বের করে অন্যান্ত দিনের মত কম বেশী করার স্পৃহাতে মেসক্লম-মেটকে ডেকে আলুকপির দরে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে ঢুকে গেল।

অক্যাক্স দিনের মত চীক্ কুকের সঙ্গে ষ্টুয়াডের বচসা হল না রসদ নিরে।
চীক কুক উপ্টেপান্টে গোন্ত দেখল। ওরা রসদ নিয়ে উপরে উঠে বাচছে। ডেকভাগুারী এবং এন্জিন ভাগুারীও রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেল। ষ্টুয়ার্ড সকলকে
ছুটো করে আলাদা ভিম দিয়েছে। চীক কুককে আলাদা অক্সটেল দিয়েছে।
সকলেই মোটাম্টি খুনী। ওরা সকলে রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেলে ষ্টুয়ার্ড কের
বরক ঘরের দরকার সামনে দাঁড়াল। অনেকগুলো ঝুলানো মাংসের লাস অভিক্রম
করে মলিনের পিঠ এবং মাধার ভান দিকের অংশটা অস্পষ্ট এক শুকরের মাংসের

্বিত। টার্কির পেটের দিকটার মত নিতম্বের ভাঁজ। এই মরে মর্দিন শৃকর
ভেড়া অথবা গরুর মত শরীর নিয়ে এখন ছকে ঝুলছে। শুকনো শুন এবং
অক্ত কিছু দেখার জক্তই সে এবার ভিতরে চুকে মুখোম্থী দাঁড়াল। মলি নের
তলপেট সংলগ্ন মুখ, সোনালী চুলে এখনও তাজা গন্ধ, অথচ মলি নিকে মরা
মাংস ভাবতে কট্ট হচ্ছিল। সে পেটের নীচে হাত বুলাতে থাকল
অক্তমনস্কভাবে।

যে ভয়টা নিরস্তর কাজ করছিল ইৄয়াডের মনে এসময় সেই ভয়টা কেটে যাচছে। সে বলল, মলিন আমরা তোমাকে সমৃদ্রে নিক্ষেপ করব। সে প্রদক্ষিণ করার মত মলিনের শরীরটা একবার ঘুরে ঘুরে দেখল। সে বলল, এই নিষ্ঠুরতার জক্ত গতকালের তুষার ঝড় দায়ী। অথচ মনে হল—নিরস্তর সে তার অপরাধবোধকে দ্রে রাখার স্পৃহাতে এমন সব কথা বলছিল। সে নিজের মনেই হেসে বলল, শুধু মাংস ভক্ষণে ভৃপ্তি থাকে না মলিন।

তারপর সে দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

জাহাজে দৈনিক কাজ জাহাজীরা করে নিচ্ছে। সারাদিন কাজ। দিন ছোট ব'লে রাতের কিছু অংশও ওদের কাজের ভিতর ঢুকে গেল। সারাদিন কাজের পর এক সময়ের জন্য বড় মিস্ত্রী, ষ্টুয়ার্ড এবং স্থানী একত্রে বসে ছিল। ওরা কোন কথা বলে নি। কারণ রাতে একই হৃঃস্বপ্ন এসে এদের জড়িয়ে ধরবে ওরা জানত।

ওর। প্রতি রাতে জাহাজের কেবিনে হুঃখী জাহাজীর মত বসে থাকত।

একদিন ওদের পোর্টহোলের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ায় স্থানী বলল, বড় সাব, বাইরে রোদ উঠেছে।

বড় মিন্দ্রী বললেন, স্থানী, চল মলিনকে দেখে আসি।

—স্যার ও-ভাবে মর্লিনকে আমি দেখতে পারব না। স্যার, বরং আমাদের প্লিশের কাছে ধরা দেওয়া ভাল। এ ভাবে একটা মৃতদেহের উপর কুৎসিৎ আচরণ করে জাহাজে আমি বাঁচতে পারব না। রাতে স্যার ঘুম হচ্ছে না। বেখানে যখন থাকছি মলিনি মৃত পাধরের চোধ নিয়ে তাকিয়ে থাকছে।

ছুয়ার্ড বলল, স্যার আমার সামনে শুধু ঈশ্বরের থাবা। যেখানে থাকছি সেখানেই গলা টিপে ধরতে চাইছে।

বড় মিস্ত্রী দেখছেন ধীরে ধীরে ওরা তিনজনই ভয়ন্বর হয়ে উঠছে। বড় মিস্ত্রী
বলনে, রাতে আজকাল একই পপ্প দেখছি—আমার স্ত্রী সমূত্রে ভেসে যাচ্ছেন।

## মৃত। চোধ মৃধ পচে গেছে।

স্থানীর চোথ মৃথ লাল। ওর শরীর বাংকের উপর হিংশ্র থাবা নিরে বদে আছে।

বড় মিন্ত্রী ষ্টুয়ার্ডকে বললেন, ষ্টুয়ার্ড, মর্লিনকে সন্ধার পর শুইয়ে রাখবে। আমি আর স্থানী শহর থেকে ফুল নিয়ে আসব। ওর পোষাক যেন পরানো থাকে। আমরা মর্লিনকে ভালবাসাব চেন্তা করব।—স্থানী, তিনি স্থানীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আমার মনে হয় যদি যথার্থ ই আমরা মর্লিনকে ভালবাসতে পারি, যদি মনে হয় মলিনের শরীর প্রীতিময়—ভখন আমাদের পাপবাধ নিশ্চয়ই কিছুটা লাঘব হবে। কারণ আমরা সকলেই একদিন এ রকম ছিলাম না। আমরা ঘুমোতে পারব। সারারাত কঠিন হঃস্বপ্ন আমাদের আগলে থাকবে না।

স্থানী বলল, বরং আমাদের জাবনেও কিছু কিছু মহত্তর ঘটনা আছে যা মলিনকে ফুল দেবার সময় বলতে পারি।

পাঁচটা না বাজতেই জাহাজ ডেকে রাড নেমে এল। বাইরে ঠাণ্ডা। শীত যাবার আগে যেন বন্দরটাকে প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে যাছে। ভোরের রোদটুকু এবং আকাশের পরিচ্ছন্নতা এই শীতকে তীত্র তীক্ষ করেছে। ওরা তিনজন গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। ওরা ওভারকোট পরেছিল, মাথায় ফেন্টক্যাপ ছিল ওদের: বড় মিন্ত্রী হাতে একটা ষ্টিক রেখেছেন।

স্থানী সহসা বলল, সাার ষ্টুয়ার্ডের ফিরে যাওয়া উচিত। মলি নিকে জাহাজে একা ফেলে রাখা উচিত হয়নি। অহা কেউ যদি ওকে আবিষ্কার করে ফেলে?

বড় মিন্ত্রী বললেন, আরে না! তুমিও বেমন—ছুবার্ড ফাঁক পেলেই ওথানে ঘুর ঘুর করবে এবং ধরা পড়ার স্থযোগ করে দেবে।

এ সময় ওরা সম্ব্রের ধারে ধারে কিছু পুরুষ এবং রমণী দেখতে পেল। জেটির জাহাজগুলো অতিক্রম করে ছোট এক মাঠ, কিছু টিউলিপ ফুলের গাছ। বার্চ জাতীয় গাছের ছায়ায় ছায়ায় ওরা হেঁটে যাছে। সম্ব্রের ধারে সব লাল নীল রঙের বাড়ি। এবং সাদা আলো। সম্ব্রের জল বাতাসের সঙ্গে উঠে আসছে। ইতঃশুত ভিন্ন ভিন্ন পাব এবং নাইট ক্লাবের লাল বিজ্ঞাপন। অক্তদিন হলে ছুবাড এইসব নাইট ক্লাবে ঢুকে যেত, ওদের উলক্ব নাচ দেখে সারারাত কাম্ক হাওরার ভেসে বেড়াত। সুখানী, পাবের ধারে অথবা রান্তার মোড়ে পালকের

টুপি পরে সং দেখানোর মত যারা দাঁড়িরে থাকত তাদের একজনকে বগলে চেপে বালিরাড়িতে নেমে যেত—কিন্তু আজ ওরা তিনজনই শুধু দেখছে, ওরা ভাল ফুল কেনার জন্ম পথ ধরে হাঁটছে।

বড় মিস্ত্রী ষ্টুয়াড কৈ উদ্দেশ্য করে বললেন, মলি নকে জেটির কোন্ জায়গা থেকে তুলে নিয়েছিলে ?

- —জেটির তিন নম্বর ক্রেনের নীচ থেকে।
- অ্থানী ষ্টুয়াড কৈ পুলিশের মত জেবা করে বলল, সে তথন কি করছিল ?
- —একজন জাহাজীকে স্থুখ দিচ্ছিল।
- —কভক্ষণ ধরে ?
- -- খুব শীত। সময় আমি হিসাব কবিনি।
- —তুমি ওকে কি বললে ?
- —আমি একটু সুখ চাইলাম।
- —উত্তরে সে কি বলল ?

ওরা উচু নীচু পথ ধরে হাঁটছিল। ওরা শহরের বাজার দেখার জন্ম এবং ফুল কেনার জন্ম উঠে যাচ্ছে। বড় সাব চলতে চলতে লাঠি ঘুরাচ্ছিলেন, যেন তিনি কুকুরের দৌড় দেখতে যাচ্ছেন। হত্যাজনিত কোন ভয়ই ওদের এখন নেই, এমত চোখমুখ ওদের সকলের।

- —সে বলল, একটু গরম দাও আমাকে, নইলে শীতে মরে যাব।
  বড়সাব ধমকের স্করে বললেন, স্থানী আমরা এই বন্দর-পথ ধরে কোথায়
  যাচ্চি ?
  - —স্যার, ফুল কিনতে।
  - --কিছ গোটা পথটা ধরে তুমি একটা পেটি দারোগার মত কথা বলছ !

বড় মিস্ত্রীকে খূশী করার জন্ম সে বললে, আজ ভোরেও স্যার কাগজ দেখলাম। শহরের কন্তুর্পক্ষ মলি'ন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। শহর থেকে একটি মেয়ে গায়েব হয়ে গেল অথচ...

ষ্টুয়ার্ড নাকের মধ্যে রুমাল ঢুকিয়ে ভিতরটা পরিষ্কার করল। এবং বলল, নিরুদ্ধিষ্ট কলামটা দেখেছিলে ?

—হঁ্যা দেখেছিলাম বৈকি। ওতে আছে, এক ভদ্রমহিলার একটি কুকুর নিফদিষ্ট হয়েছে। কুকুরের যে খোঁজ দিতে পারবে তাকে দশহাজার পাউও পুরস্কৃত করা হবে। স্যার, চলুন একটা কুকুর ধরে নিয়ে ভদ্রমহিলার কাছে যাই। ওরা একটা পথের মোড় যুরল। এই পথটা একটু অন্ধকার। ওরা ক্রমশঃ
সমূদ্র থেকে দ্রে সরে আসছে। সমূদ্রের গর্জন শোনা যাচছে না আর। বাতাসের
সঙ্গে তেমন জলীয় কণাও নেই। আগন্তুক তিনজনকে শহরের পুরুষ ও রমণীগণ
দেখছিল। নীল আলো, হিমেল হাওয়া এবং পথের বাস, ট্রামের শব্দ, নাইট
ক্লাবের সঙ্গীত, কাকে, বার মিলে একটা রহস্যের অন্ধকার যেন এই পথটার ভিতর
দুকে শুক্ক হয়ে আছে। ওরা এখানে থামল। একটা বাড়িব ভিতর থেকে কিছু
কুকুরের চীংকার ভেসে আসছে। ওরা দেখল, উপরে লেখা আছে 'কুকুর ভাড়া
পাওয়া যায়।'

ওরা একসময় একটা সরু লেগুনের পাড় ধরে হাঁটতে থাকল। উচু নীচু পথ।
সমূদ্র বড় সন্তর্পণে খ্ব সক পথ করে শহরের ভিতর চুকে গেছে। গতবার ডেসী
এবং বড় মিস্ত্রী এথানে নৌকা বাইচ দেখতে এসেছিলেন। ডেসীকে নিয়ে বড়
মিস্ত্রী কোন কোন ঘটনার সমুখীন হয়েছিলেন—নৌকা বাইচ দেখার পর
লেগুন অতিক্রম করে এক নির্জন স্নিশ্ব সন্ধ্যায় একটি বার্চগাছের নীচে অথবা
দ্রের সব পাহাড়শ্রেণী পার হলে ছোট্ট কিশোরী মেয়ের গ্রাম্য এক পাবে সারাদিন
মাতলামি এবং অন্ত অনেক সব ছোট ঘটনার শ্বৃতি ভিতর থেকে বেয়ে বেয়ে
উঠিছিল।

বড় মিস্ত্রী, স্থানী এবং ষ্টুয়াডের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললেন কারণ ষে-সেতৃটা এই লেগুনকে সংযুক্ত করছে সেখানে হরেক রকম যুবক যুবতী লেগুনের জলে প্রতিবিদ্ধ স্থাষ্ট করছে এবং প্রেম নিবেদন করছে। দূরে পাহাড়শ্রেণী, মাথায় লাল নীল অজম্র আলো। লেগুনের নীল জলে সরু সরু স্কীপ বাঁধা। ছই আছে এবং অনেকটা ঘরের মত—যেখানে ইচ্ছা করলেই কোন বেশ্বা রমণীকে নিয়ে রাড কাটানো যায়। ডেসী এবং বড় মিস্ত্রী অনেকবার এই সব স্কীপে রাত কাটিয়েছেন—ওদের ফুজনকে আজ তিনি এ কথা জানালেন। জাহাজে রোজ রোজ ডেসী যাছে আর রোজ রোজ তিনি এ কথা জানালেন। জাহাজে রোজ রোজ ডেসী যাছে আর রোজ রোজ তিনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন—এ-কথাও জানালেন। নির্মল এই আকাশ, মাথার উপর পাহাড়-শ্রেণীর অজ্যুর আলো এবং দ্রের কোন গ্রাম্য শাবের কিলোরী এক বালিকার মুখচ্ছবি—বড় মিস্ত্রীকে প্রাণ খুলে কথা বলবার

## खन उरमार निष्ठिन।

বড় মিশ্বী বললেন, কি ফুল কিনবে ?

ওরা তখন সেতু অতিক্রম করে নীচে বাজারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

সুখানী বলল, রঞ্জনীগন্ধা দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এখানে তা পাওরা যাবে না।

স্থানী একটা ফ্লের নাম মনে আনার চেষ্টা করছিল। অথচ কিছুতেই সে নামটা স্মরণ করতে পারছে না। ফুলগুলি এ অঞ্লে পাওয়া যায়, ঠিক রজনী-গদ্ধারই মত। ফুলগুলির গায়ে মোমের রঙ অথবা যেন কচি আঙুরের স্তবক এবং স্থাক্ষময়। সে ভাবল, সেই সব ফুলের ষ্টিক কিনে নেওয়া যাবে।

ওরা বাজারে ফুলের গলিতে ঢুকে গেল।

ষ্টুয়াড বলল, স্যার আমরা ব্যবহারে যথার্গ ই মান্তবের মত হবার চেষ্টা করব। আমরা মদ খাবনা এই ক'দিন।

—এটা ভাল প্রস্তাব বটে। বড় মিস্ত্রী মাথা নাড়লেন।

ওরা ফুল নিয়ে জাহাজে উঠে গেল এক সময় এবং ভালবাসার অভিনয় করার জন্য নাটকের প্রথম অঙ্কের গর্ভে চুকে গেল।

কেবিনে ওরা আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। দেয়ালের সাদ। রঙ কেবল এই কেবিনে শূন্যতা দৃষ্টি করছে। ওরা পরস্পর কিছুক্ষণের জন্য অপরিচিতের মত মুথ করে বসে থাকল। ওয়াচের ঘণ্টা পডছে। সারাদিন জেটিতে যে চঞ্চলতা ছিল, রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে আসছে। দূরে সমুদ্র গর্জন করছে। আকাশ তেমনি পরিষার। এই জাহাজের বুকে নক্ষত্রের আলো এসে নামছে। তিনজন নাবিক বসে থাকল। রাতের নিঃসঙ্গতার জন্য বসে থাকল। ওরা মলিনের জন্য মলিনের পাশে হুংখ লাখবের জন্য বসে থাকল। ওরা মার্লে নের জন্য মলিনির পাশে হুংখ লাখবের জন্য বসে থাকল। ওরা মার্লের কোন কক্ষে রমণীর মৃত শরীর হুকে ঝুলছে, রমণীর ঘর সংসার, ওদের হুংস্বপ্ন সকল সম্মুদ্র এক নির্লাভ্জ ইচ্ছার তাড়নাতে ভূগছে এই সব চিস্তা, তারপর সমুদ্র অতিক্রম করে সেই প্রিয় সংসার এবং মাঝে মাঝে পুলিশ নামক এক জন্ধর ডাক...ওরা ভয়ে পরস্পর এখন তাকাতে পারছে না।

ইুরার্ড বলল, আহ্মন স্যার একসকে নামি। একা একা নামতে ভর করছে। ইুয়ার্ড হাতের দন্তানা বের করল বালিশের ভিতর থেকে। ওভারকোট নিল এবং কুতো জোড়া বের করবার সময় সুধানী চীৎকার করে উঠল, ইুরার্ড একটাঃ রাম্বেল। স্যার, সেমলিনিকে হক থেকে নামার নি। আমি যাব না স্যার। আমার বীভংস দৃশ্য সহ্ হবে না।

বড় মিস্ত্রী প্রাক্ত ব্যক্তির মত হাসলেন। বললেন, ওটা বীভংস বললে চলবে কেন স্থানী?

ষ্টুয়ার্ড বলল, আপনিই বলুন স্থার।

বড় মিস্ত্রী ফের বললেন, আমরা এই মামুবেরা বীভংস স্থানটুকুর জন্যই লড়াই করছি। সংগ্রাম বলতে পার অথবা লোভ লালসা, চরম কুংসিত বপ্পটির জন্ত আমাদের কামুক করে রাখে। এবার বড় মিস্ত্রী স্থানীকে তু হাতে ঠেলে রসদ ঘরে চুকিয়ে দরজা বন্ধ করে বললেন, তুমি যদি পা ঘটো উপরের দিকে ঠেলে দিমে দেখ, কি দেখবে স্থানী? একটা মুখের মত অবয়ব দেখবে, নাক দেখবে, গচ্বর দেখবে। গুধু চোখ নেই। কবদ্ধের মত অথবা অন্ধ বলতে পার। আর আন্ধ বলেই সকল অত্যাচার সহ্য করছে। অন্ধ বলেই এত কুংসিত, এত ভয়ানক এবং আমাদের এত ভালবাসা।

রসদ ঘরে আলু পেঁয়াজের গন্ধ। ডিমের শুকনো গন্ধ। বাসি বাঁধাকপির গন্ধ মলমূত্রের মত। স্থানী ফুলগুলি এবার বুকে চেপে ধরল। ষ্টুয়াড বরফ ঘরের দরজ। খুলে বড় মিস্তাকে দেখাল—কিছু কি দেখতে পাচ্ছেন স্যার ?

বড় মিস্ত্রী যথার্থ ই কিছু দেখতে পেলেন না। সারি সারি হকে বড় বড় বাঁড়ের শরীর ঝুলছে। ভেডা এবং শৃকর। টার্কির শরীর পর্যন্ত। সব এক রঙ। এক মাংস এবং শুপু ভক্ষণের নিমিত্তই তৈরী। তিনি নিজেই এবার ভরে চীৎকার করে উঠলেন, মলিনি, মলিনি কোথায় ষ্টুয়ার্ড!

ওরা একটি টেবিল সংগ্রহ করে মলি নিকে সমত্ত্ব তার উপর রেখে দিল। পোষাক পরানো হল। পায়ে জুতো এবং ফুলগুলি ওর মাধার কাছে রেখে ওরা বসে থাকল নির্বোধের মত। বড় মিস্ত্রী পায়ের দিকটায় বসে আছেন। তু পাশে স্থানী এবং ইুয়ার্ড। ওরা মলি নের মুখ দেখছিল। যত ওরা মৃত মুখ দেখছিল তত ওদের এক ধরণের আবেগ গলা বেয়ে উঠে আসছে। ওর প্রতি আচরণে এতটা নির্বোধ না হলেও চলত এমত এক চিন্তার দারা ওরা প্রস্তুত হচ্ছে। বড় মিস্ত্রীই বললেন, এই মৃত রমণীর কাছে আমাদের জীবনের ঐমন কি মহন্তর ঘটনা আছে যা বলতে পারি—তিনি এইটুকু বলে উঠে দাড়ালেন—এমন কি ঘটনা আছে জাহাজী জীবনে যা বলে এই তীক্ষ বিষয়তা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি?

শুখানী বলল, ভরদর কট হচ্ছে। এইটুকু বলে চিবুকে হাত রাখল শুখানী।
কিছুক্লণ কি যেন দেখল সমন্ত ঘরটার ভিতর। পাশে একটা যাঁড়ের শরীর
ঝুলছে। এবং মাঝে মাঝে ওর শরীরে এসে ধাকা দিচ্ছে যেন। সে বলল,
আমরা সকলেই জীবনের কোন না কোন মহত্তর ঘটনা বলব। চিরদিন আমরা
এমন ছিলাম না।

ষ্টুয়ার্ড বলল, মহন্তর ঘটনা বলতে পারলে ফের আমরা ঘুমোতে পারব। বড় মিন্ত্রী পায়ের কাছটায় বসলেন আবার।

ষ্টুয়ার্ড দেখল ওদের সকলের চোখ ধীরে ধীরে কোটবাগত হচ্ছে। চোখের নীচে এক ধরনের অপরাধবোধের চিহ্ন ধরা পড়েছে, সে স্থানীকে বলল, আচ্ছা স্থানী, আমার চোখের নীচে কালি পড়েছে ?

— আয়নায় দেখো। আমার ত মনে হয় তোমারই সব চেয়ে বেশী!

শ্বমিত্র, বড় মিত্রা ব্যবনীভূষণকে উদ্দেশ্য করে বলল, স্যার কাপ্তান আমাকে বলেছেন, তোমার কি কোন অস্থ করেছে ষ্টুয়ার্ড ? তোমাকে থ্ব পীড়িত দেখাছে!

অবনীভূষণ বললেন, তুমি আবার বলনি তো, রাতে স্থার ঘুম হচ্ছে না। কেমন এক অশরীরী পাপবোধ চারধারে ঘোরাফেরা করছে। বলনি তো।

— আমি পাগল নাকি স্যার! আমি এমন কথা বলতে পারি!
স্থানী এবার কঠিন গলায় বলল, তুমি পাগল। আলবত পাগল। পাগল
না হলে একটা কয় বেশ্রা মেয়েকে কেবিনে কেউ তুলে আনতে পারে?

- —স্যার আপনি শুহুন। নালিশের ভঙ্গীতে বলল স্থমিত্র।
- সুখানী, তুমি বেশ্রা বলবে না। মর্লিন বেশ্রা হলে তোমার মা-ও একটা বেশ্রা।

বড় মিঞ্জী তার মাকে বেশ্যা বলেছে—বিজন ভাবল। সে স্থানী জাহাজের আর অবনীভূষণ বড় মিঞ্জী জাহাজের। স্বতরাং বড় মিঞ্জীর বিজনের মাকে বেশ্যা বলার এক্তিয়ার আছে। স্বতরাং বিজন চুপচাপ বসে থাকল। কোন জবাব দিল না। নির্বোধের মত তাকাতে থাকল ফের ঘরের চারিদিকে।

স্থমিত্র আর দেরী করতে চাইল না। সে বলল, স্যার আমার জীবনে একটা মধুর ঘটনা আছে। অন্থমতি দিলে বলতে পারি।

- —বলবে ? অবনীভূবণ অভুতভাবে ঠোঁট চেপে কথাটা বললেন।
- -- गांत वल क्ला। चाराई वल क्ला। चारा चारा वि धकरू

## শ্বুমোতে পারি।

---বল ।

স্থমিত্র গল্প আরম্ভ করার আগে মলিনির মুখের কাছে খুব ঝুঁকে পড়ল। বলল, এই মুখ দেখলে, স্যার আমার শুধু চেরীর কথা মনে হয়। তখন জাহাজে স্যার তেলগালার কাজ করতাম।

বিজ্বন এবার উঠে দাঁড়াল। আমি সুখানী জাহাজের, তাছাড়া আমি স্যার এই তিনজনের ভিতর সকলের ছোট। আমাকে সকলের আগে বলতে দেওয়া হোক। বলে সেও মলি নের ম্থের কাছে ঠিক ষ্টুয়াডের মত ঝুঁকে পড়ল। সেবলল, এই মুখ দেখলে ভুধু এলবির কথা মনে হয়। তখন স্যার আমাদের জাহাজ আইলীয়াতে।

স্থমিত্র চীৎকার করে উঠল, বেয়াদপ !

বড় মিস্ত্রী দেখলেন ওবা ঝগড়া আরম্ভ করছে—তিনি বললেন, বরং গল্পটা আমিই বলি। বলে তিনি আরম্ভ কবলেন—শেষ রাতের দিকে ভীষণ ঝড়ের ভিতর জাহাজ্ঞ বন্দর ধরেছে। আমি তখন জাহাজ্ঞের পাঁচ নম্বর সাব। আমাদের জাহাজ্ঞ সেই কবে পূর্ব আফ্রিকার উপকৃল থেকে নোঙর তুলে সমূদ্রে ভেসেছিল কবে কোন এক দীর্ঘ অতীতে যেন। আমরা বন্দর ফেলে শুধু সমূল্র এবং সমূদ্রে ভাসমান দ্বীপ—বালির অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখছি। স্মৃতরাং দীর্ঘদিন পর বন্দর পেয়ে তুষার রাত্তেও আমাদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত ছিল না। আমাদের মেক্ত মালোম উত্তেজনায় রা রা করে গান গাইছিলেন……।

অবনীভূষণ কিছুক্ষণ থেমে সহসা বলে ফেললেন, একি ছুমার্ছ তুমি বাসি বাঁধা কন্ধির মত মুখ করে বসে আছ কেন? শুনছ তো গল্পটা।

- -- কি যে বলেন স্যার।
- —বুঝলে তোমাদের অবনীভূষণও বিকেলের দিকে সাজগোজ করে তুষার ঝড়ের ভিতরই বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভারকোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়য়র বড় বেঢপ জুতো পরে অবনীভূষণ গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজো মালোম বন্দর থেকে ফিরছে। মেজ মালোম বেশ স্থন্দর। এক যুবতীকে নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়নছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালী ব্লাউজের উপর ফারের মত লম্বা কোট গায়ে।
  - —ভূষার ঝড়, স্থভরাং গাছের পাতা সব ঝরে গেছে। আর পাতা ঝরে

গেছে বলে কোন গাছই চেনা যাচ্ছে না। ওরা বৃদ্ধ পপলার হতে পারে,, পাইন হতে পারে এমন কি বাচ গাছও হতে পারে। আমার সঙ্গে আমার প্রিয় বন্ধু ডেক এপ্রেটিস উড ছিল। শীতে পথের তু পাশে কাঠের বাড়ী এবং লাল নীল রঙের শাসির জানলা এবং বড বড় জানালার ভিতর পরিবারের যুবক যুবতীদের মুখ, একডি গ্লানের স্থর, গ্রাম্য কোন লোক সলীত ডোমাদের অবনীভূষণকে ক্রমশ: উত্তেজিত করছে।

বড় মিস্ত্রী এবার স্থধানীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার সব হুবছ মনে পড়ছে। নাচ্বরে অবনীভূষণ হুজন যুবতীকে একলা দেখতে পেল।

—তথন ব্যাপ্ত বাব্দছে, হরদম বাব্দছে। মদের কাউণ্টারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছিল। ওরা কেড কেউ মাধার টুপি খুলে তিমি শিকারের গন্ধ আরম্ভ করল। উত্তর সাগরে ওরা গতি গীতিমি শিকার করতে গিয়ে ছব্দন নাবিককে হায়িয়েছে এমন গন্ধও করল। ভিড় সেই কাঁচঘরে ক্রমশঃ বাড়ছিল। মিশনের জানদিকে মহল ঘাসের চত্তর আর মৃত বুক্দের মত কিছু পাইন গছে—তার নীচে বড় বড় টেবিল আর ফাঁকা মাঠে হেই উচু এক হারপুনার হেঁটে হেঁটে এদিকে আগছে। হারপুনার কাঁচঘব অতিক্রম করে কাউণ্টারের সামনে লোকটির সম্পে ফিস করে কি বলছে। অবনীভূষণ সব লক্ষ্য করছিল। হারপুনার সেই যুবতী ছব্দনকে উদ্দেশ্য করে হাঁটছে। অথবা তোমাদেব অবনীভূষণের মনে হচ্ছিল যেন কে বা কাবা সেই যুবতী ছটিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে টানি টরেনেটা • • টানি টরেনেটো • • •

রাত ক্রমশং বাড়ছিল। গল্প ক্রমশং জমে উঠছে। মলিনের সাদা মৃথ এবং পারের নীচে বসে বড় মিল্লী সব দেখতে পাচ্ছিল। এখন যেন আর এই মৃথ দেখে অবনীভ্ষণের এতটুকু ভয় করছে না। তিনি এবার প্রিয় মলিনিকে উদ্দেশ্য করেই যেন গল্পটা শেষ করলেন—অবনীভ্যণের মনে হল দীর্ঘদিন পর তিনি এক অসামান্য কাজ করে কেলেছেন। ব্রালে মলিনি, তোমার এই বড় মিল্লী সেই জাহাজে আবদ্ধ মৃবতীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন আমি বাইরে ত্রার রাড়ের ভিতর বসে আপনার পাহারায় থাকছি। ব'লে তোমার বড় মিল্লী দরজা বাইরে থেকে টেনে বদ্ধ করে দিয়েছিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়হর ঠাগুার ভিতর পা মৃড়ে বসেছিল এবং জেগে জেগে এক বিশায়কর স্বপ্থ ···· দ্বীপের স্বপ্প—বড় এক বাভিছর দ্বীপ, সব বড় বড় জাহাজ সম্প্রগামী—জাহাজের মান্তলে তোমানের অবনীভ্রশ 'মাছবের ধর্ম' বড় বড় হরকে এই শক্ষ ব্লতে দেশল

অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা শুঁলে বসে থাকল—তার এ ডটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মাণিক খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই।

বড় মিস্ত্রী জীবনের সেই মহৎ গল্পটুকু বলে সকলকে ছঃাখত করে রাখলেন। মর্লিনের মৃত শরীরে এবার ওরা ফুল রাখল। এবং ওরা যথার্থ ই এখন এই মাংসের মরে সেই যুবতীকে প্রত্যক্ষ করল।

স্থানী, বড মিন্ত্রী ফুল রেখে উপরে উঠে যাচ্ছে। পিছনে ষ্টুয়ার্ড দরজা বদ্ধ করে ফিরছে। ওরা সিঁডি ধরে উপরে উঠে গেল। খোলা ডেকে দাঁডাল। এই উদার আকাশ এবং শহরের নীল লাল আলো এবং সাগর দ্বীপের পাধীরা কেবল ডাকছে। ওরা এখন সম্প্রের সিঁডি ভেঙে আকাশের তারা গুণতে থাকল যেন এবং এ-সময়েই ওরা ঘবে ফেরার জন্ম সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওবা নিজনি ডেক ধরে যে যার আশ্রেয়ে চলে গেল। পরস্পার কোন কথা বলল না। বলতে পারল না।

এরা বন্দরে নেমে সোজা মার্কেটে চলে গেল। পথেব কোন দৃশ্যই ওদের আজ্ব চোথে পডছে না। ভাল ফুনের জন্ম ওবা সন্ধ্যা না হতেই দোকানে ভীড় করল। ওরা আজও তিনগুচ্চ ফুল নিয়ে জাহাজে ফেরাব সময় কোন পাব্-এ ঢুকে একটু মদ খাবার জন্ম আকুল হল না। মলিনি এক তীব্র পাপবোধের দ্বারা ওদের আচ্ছর করে রেখেছে।

ষ্টুয়ার্ড নিজের কেবিনে চোখ টেনে আশিতি দেখল। চোথের নীচটা টেনে টেনে দেখল। কর্ম পীডিত ভাবটা কমেছে কি না দেখল। বড় মিস্ত্রীর চোখ দেখল। বড় মিস্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সভেজ মনে হচ্ছে।

সে বড় মিস্ত্রীর দিকে মুখ কিরিয়ে বলল, স্যার আমাকে আগের চাইতে তুস্থ মনে হচ্ছে না?

श्रुशानी वनन, त्यार्टिश ना ।

বড় মিস্ত্রী বললেন, আমাদের তিনজনকেই গত রাতের চেয়ে বেশী স্থস্থ মনে হচ্ছে।

ওরা সিঁড়ি ধরে নীচে নামবার সময় শুনল, দূরে কোধাও একদল পাখি উড়ে বাচ্ছে। ওদের মূখে খড়কুটো। ওরা আসর ঝড়ের আগে ভিম পাড়ার জ্ঞা পাহাড়ের খাঁজ অবেবৰে রত। স্থানী সিঁড়ি ধরে নামবার সময় পাখিদের মুখে প্রকৃটো দেখল। ইুরার্ভের চোধে, সেই পাধিদের ডিম পাড়ার জন্য পাহাড়ের খাঁজ অন্বেষণ। কেবল বড় মিল্লী গুনলেন পাধিরা পাধায় রাজ্যের ক্লান্তি নিম্নে বিষয় সুরে কাঁদছে।

ষ্টুয়ার্ড একধারে ক্লগুলি রেখে মলিনের ম্থটা ঠিক করে দিল। তারপর গাউনটা টেনে পায়েব নীচট। পর্যস্ত ঢেকে দিল। তারপর বাসি ক্লগুলি যদ্ধ করে সরিয়ে দেবার সময় বলল, মনে হয় আমরা আমাদের প্রিয়জনের পরিচর্ষা করছি। আমাদের এত যত্ব যদি মলিনি বেঁচে থাকলে পেত।

স্থানী বলণ, আচ্ছা স্যার এসব করার হেত্ কি? কি দরকার এই কূল সংগ্রহের। কি দরকার প্রতি রাতে এ-ভাবে···আমাদের বৈজ্ঞানিক মন?

বড় মিস্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, মৃতের প্রতি সম্মান দিতে হয় স্থানী। মলিনিকে এখন যত স্থানর মনে হচ্ছে, যত স্বচ্ছ মনে হচ্ছে, ওকে আমরা এখন যত ভাল ভাবে দেখতে পাবছি·····

ষ্টুয়ার্ড মাঝ পথেই বলে ফেলল, মলিন যে সভ্যের জোরে বেঁচে ছিল এতদিন মরে গিয়ে সেই সত্যকে সে আবিষ্কার করল, কি বলেন স্যাব ? আর সেজন্যই বোধ ২য় ওকে আমরা এত ভালবেসে ফেলেছি।

শ্বানী বলল, কি সব বলছ পাগলের মত। ব'লে, সে মলিনের শক্ত হাত পা-শুলিকে ঠিক করে দিল। চুলগুলি যত্ন করে শুছিয়ে দিল। তারপব টেবিলটাকে প্রদক্ষিণ করার সময় যাঁড গক অথবা শ্করের মাংস ঝুলতে দেখে জীবন সম্পর্কে কেমন উদাসীন হয়ে পডল। সে চেযারে বসে মলিনির পায়েব কাছে মাধা রেধে ঘুম যাবাব ভঙ্গীতে হাত পা টানা দিতে গিয়ে ব্ঝল এই শরীর এক মল-শ্ত্রের আধার। অথচ মলিনির চোধ পাথরের মত। বড মিল্লী মলিনিকে নিবিষ্ট মনে দেখছেন, টুয়ার্ড গল্প আরম্ভ করেছে।

সে বলল, তথন আমি জাহাজের তেলয়ালা স্থমিত্র। সে বক্তৃতার কায়দায় বলল, স্যার আপনি আছেন, নচ্ছার স্থানী আছে আর এই সম্মানীয়া অতিথি ——আমাদের এই মহত্তর ঘটনার শ্বতিমন্থনই আশা করি আমাদের স্থস্থ করে তুলবে।

স্থানী বলন, তা হলে বুঝতে পারছ মাণাটা আর ঠিক নেই।

— চূপ রও বেয়াদপ। তুমিই সব নষ্টের গোড়া। বলে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। সে কিছু বলতে পারছিল না; ওর কট হচ্ছে বলতে। সে আবেগে কাঁপছিল। সে ধীরে ধীরে বিগত জীবনে চেরী নামক এক রাজকন্যার গল্প শোনাল। ভার আর চেরীর গল। ভাহাভী জীবনের অপূর্ব এক প্রেম ভালবাসার গল।

ষ্টুরাড গল্প শেষ করে মলি নের মাধার কাছে দাঁড়াল এবং ওর চোখ তুটোডে চুমু থেল। বলল, আমাদের ছোট এবং স্বার্থপর ভেব না, মর্লিন।

সারা ঘরমর স্থধানী এখন কোন মাংসের শরীর দেখতে পাচ্ছে না। দূর থেকে আগত কোন সঙ্গীতের ধ্বনি যেন এই ঘরে বিলম্বিত লয়ে বেজে চলছে। সে থেকে থেকে কবিতার লাইন হুটো বার বার আবৃত্তি করল। এবং এই আবৃত্তির ভিতরেই সে এলবিকে শ্বরণ করতে পারছে।

ওরা তিনজন আজও ফুল রাখল মলি নের শরীরে। ওরা উঠে যাবার সময় কোন বচসা করল না। ওরা কোন সমাধি ক্ষেত্র থেকে ক্ষিরে আসছে যেন এমভ এক চোখ মুখ সকলের।

বন্দরে এটাই ওদের শেষ রাত ছিল। ভোরের দিকে জাহাজ্ব নোঙর তুলবে। ওরা তিনজন প্রতিদিনের মত বসল। প্রতিদিনের মত বাসি ফুলগুলি মলিনের শরীর থেকে তুলে ভিন্ন জায়গায় রাখল।

সকলেই আজ কেমন শাস্ত এবং নীরব। ওদের গায়ে ওভারকোট এবং হাতে দন্তানা।

বড় মিস্ত্রী ত্ব হাত প্রসারিত করে দিলেন টেবিলে। স্থথানী দীর্ঘ সমর ধরে উপাসনার ভঙ্গীতে বসে থাকল। সে তথন চোথ বুজে একটি বিশেষ দৃশ্রের কথা স্মরণ করে গ্রান্টা আরম্ভ করতে চাইছে।

সুধানী বড় মিস্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, তথন স্যার আমার নাম ছিল বিজ্ঞন। তথন আমি সুধানী হই নি। ব'লে, গল্পটার ভূমিকা করল।

তারপর আন্তে আন্তে বিজ্পন এক অব্যক্ত বেদনার গল্প শোনাল। জাহাজের বাতাস পর্যস্ত শুরু হয়ে শুনল বিজ্ঞানের গল্প। এক সময় বিজ্ঞান গল্প শেষ করে অবসন্ন ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। সে এখন মলিনির কপাল থেকে চূল সরিল্পে দিচ্ছে। সে যেন এই কপালের কোখাও কিছু অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

বড় মিস্ত্রী এত অভিভূত যে গল্প শেষ হবার পরও তিনি কিছু সমর ধরে বিজ্ঞানের মুখ দেখলেন। তিনি বিজনকে মলিনির কপালে মূরে পড়তে দেখে বললেন, কি দেখছ স্থানী।

স্থানী বড় মিন্ত্ৰীর কাছে এল এবং বলল, Peace is on her forehead ।

Peaceকে অবেষণ করছি স্যার। মার্লান সারাজীবন ঝড়ের নৌকা বেরে এখন

·গভীর সমূত্রে বৈতরণী পার হচ্ছে। এইটুকু ব'লে বিজ্ঞন পুনরায় এলবির সেই ক্বিতাটি একটু অন্যভাবে আর্ডি ক্রল—

She had dropped the sword and dropped the bow and the arrow; peace was on her forehead, and she had left the fruits of her life behind herself on the day she marched back again to her master's hall.

জাহাজ ছাডবার সময় ওবা তিনজন নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল।
শীতের প্রকোপ কমে গেছে। স্থানী ষ্টুয়াড এবং অন্যান্য সকল জাহাজীরাই
বন্দর থেকে চোথ তুলে নিল। বন্দর ক্রমশ: দ্রে সরে যাচছে। বন্দরের
আলো ঘর বাতি সবই একে একে সম্দ্রেব ও-পাশে হারিয়ে গেল।
আবার ওরা, সকল জাহাজীরা দীর্ঘদিন এই সম্দ্রে বাত যাপন করবে। ওরা
বন্দরের জন্য আকুল হবে ফের। এবং মাটির স্পর্শের জন্য হবে ভয়ন্বর উদ্বিয়।

বড় মিস্ত্রী ডেক ধরে হেঁটে ডেক-কশপের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আমাকে কিছু তক্তা দাও কশপ। করাত, হাতৃড়ী বাটালী দাও। কিছু পেরেক লাগবে। সব আমার ঘরে রেখে এস।

বড মিন্ত্রী এবং ষ্টুয়াডের কোন ওয়াচ ভাগ নেই বলে ওরা ওদের খুশী মত নীচে নেমে যেত। ওরা সম্বর্গণে সকলের আডালে সেই কাঠ, পেরেক নীচে নিয়ে গেল। বড় মিন্ত্রী কানে পেন্সিল গুঁজে সেই প্রায়-অন্ধকার রসদম্বরে কাজ করতেন। তক্তাগুলে।কে পালিশ করে উজ্জ্বল করে তুলতেন মাঝে মাঝে, ওরা গান করত নীচে। তৃঃখ এবং বেদনায় সেই গান সম্জ্বল। মাঝে মাঝে ওরা নিজেদের ঘর অথবা দ্বী পুত্রদের কথা বলত। ওরা বলত, আমবা যথার্থ ই মানুষ, ঈশর।

বড় মিস্ত্রী বলতেন, আমার বড় ছেলেটা জলে ডুবে মারা গেল ! ছঃখ আমার আনেক ষ্টুয়ার্ড'।

ষ্টুয়াড বলত, কি আশ্চর্য স্যার, আমরা মলি নিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি দেখুন।
স্থানী এ সব কথায় থাকত না; সে চুপচাপ একটু কাঁক পেলেই রসদঘর
অভিক্রম করে বরক ঘরে চুকে যেত। মাঝে মাঝে বলত, দেখছেন স্যার, মলি নি
অবিষ্কৃতই আছে। মনে হয় মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে।

বড় মিন্ত্রী বললেন, কফিনে কিছু কারুকার্য করলে ভাল হত।
ছুয়ার্ড বলল, স্যার ধর্মবাজকের কাজটুকু কে করবে ?

স্থান বলীল, কেন আমরাই করব। পৃথিবীতে আমরা তিনজন বাদে

মলিনিকে আর কে এত ভালবেসেছে। এই জাহাজে কাজের ফাঁকে একটু অবসর
পেলেই আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি। মলিনিকে জীবনের স্থ ছংখের ভাগ

দিয়েছি। ধর্মযাজকের কাজ আমরাই করব। আমরা তিনজন ওর শববাহী হব।

আমরা তিনজন ওর পরম আত্মীয় এবং আমরা তিনজনই ওর ধর্মযাজক। স্থানী

কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গেই কথাগুলি উচ্চারণ করল। তারপর গজকাঠি দিয়ে কফিনের

মাপ দেখে বলল, ইচ্ছে হচ্ছে এই কফিনের পাশে একটু জায়গা নিয়ে ভয়ে থাকি।

আর উঠব না। সব স্থা ছংখ প্রিয় মলিনির সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যাক।

রাতে বড় মিস্ত্রী বললেন, আমার কাজ শেষ। এস এখন আমরা ওকে কফিনের ভিতর পুরে দি।

স্থানী অমুরোধের ভঙ্গীতে বলল, স্যার আজ থাক। আসুন আজও আমরা গোল হয়ে বসি। মলিনিকে সম্দ্রে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটা বড় নিঃসঙ্গ মনে হবে। জাহাজটা বড় অসহায় লাগবে। এই সব কথার সঙ্গে এক ক্রুত কায়ার আবেগ উপলে উঠল স্থানীর গলাতে। ঘরে আমার স্যার কেউ নেই। এলবিকে পরিত্যাগ করে আর কোথাও নোঙর ক্লেলতে পারি নি। প্রিয় মলিন আমাকে একটু আশ্রয় দিয়েছিল যেন। স্যার ওকে এত তাড়াতাড়ি কেলে দেবেন!

বড় মিস্ত্রী বললেন, আমারও ভাল লাগছে না হে।

ষ্টুয়ার্ড বলল, আজকে থাক। আমরা কালই ওকে গভীর রাতে সমুক্রে নিক্ষেপ করব।

পরদিন ওরা তিনজন যখন রাত গভীর, জাহাজীরা কোথাও কেউ জেগে নেই, তথু ওয়াচের জাহাজীরা এনজিন কমে এবং ব্রীজে পাহারা দিছে, যখন সমুদ্র শাস্ত, যখন আকাশে অজস্র তারা জলছিল এবং দুরে কোথাও কোন তিমি মাছের দল তেসে যাছে অথবা ভলফিনের ঝাঁক, এবং এক কাকজ্যোৎসা নীল জলের উপর—জাহাজটা রাজ হাঁসের মত সাঁতার কাটছে তথন শববাহী দলটি গ্যাওওরেতে কফিন রেখে সব বাসি ফুলগুলি প্রথম সমুদ্রে ফেলে দিল। ফুলগুলি দূরে দূরে ডেসে যাছে, ওরা ফুলগুলি দেখতে পাছে না। ওরা মলিনির ফুতো এবং গাউন নিক্ষেপ করল, তারপর হাতের দন্তানা। ওরা এ-সব ফেলে দেবার সময়ই কাদছিল। ওরা কাঁদছিল। তিনজন নাবিকের চোখ থেকে জ্বল কফিনের উপর পড়ছিল। সমুদ্র এবং বন্ধর যাদের ঘর এবং এইসব বেশ্যামেরেরা যাদের ঘরণী সেই সব

রমণীদের উদ্দেশ্যে তিনজন নাবিক বেন চোধের জল কেলছিল। ওরা পরক্ষার জ্বংধে এতই কাতর, ওরা এত ব্যথিত · · · · · ওরা কারার আবেগ সামলানোর জন্য কমাল ঠেসে দিচ্ছিল মৃথে। ওরা প্রিয় মলিনের কদিন কাঁথে তুলে ধীরে ধীরে সমৃদ্রের জলে কেলে, দেখল, আন্তে আন্তে প্রিয় মলিন জলেব নীচে তুবে বাচ্ছে। ওরা তখন পরক্ষার পরক্ষারকে জড়িয়ে ধবে কারাব আবেগে এলবির উচ্চারিত সেই কবিতাটিই আবৃত্তি করল—

"When the warriors came out first from their master's hall, where had they hid their power? Where were their armour and their arms?

They looked poor and helpless, and the arrows were showered upon them on the day they came out from their master's hall.

When the warriors marshed heals.

When the warriors marched back again to their master's hall where did they hide their power?
They had dropped the sword and dropped the bow and the arrow; peace was on their foreheads, and they had left the fruits of their life behind them on the day they marched back again to their master's hall."